শেখ আব্দুল হাকিম

দরাবাজ স্মাগ্‌ল

১

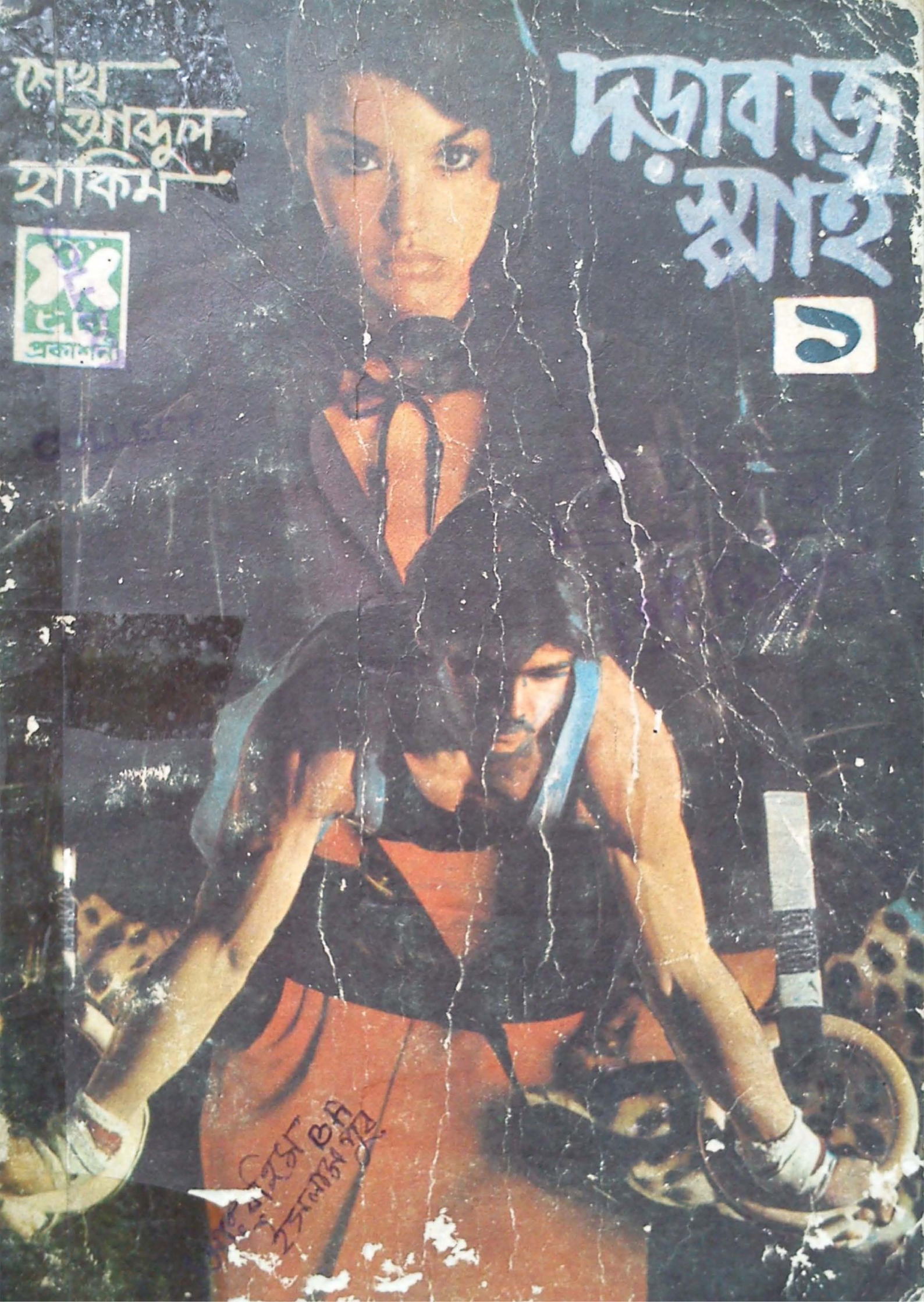

দড়াবাজ স্পাই

শেখ আবদুল হাকিম।

বরিশালের অখ্যাত এক সার্কাস পার্টির সেই প্রতিভাবান তরুণ দড়াবাজ বাবলাকে মনে পড়ে? পড়ে না? দেখেননি ওর খেলা?

সেই যে, আমেরিকান সার্কাসের চেয়ারম্যান ক্রিস্টোফার বায়রণের চোখে পড়ে গিয়েছিল যে ছোকরাটা···তাঁর সাথে চলে গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে···এখনও মনে পড়ছে না?

আরে, যাকে সাগরেদ করে নিয়েছিল ট্রাপিজের যাদুকর পোলিশ এরিয়ালিস্ট ভ্লাদিমির সবোক, বাপের স্নেহ ঢেলে শিখিয়েছিল আশ্চর্য সব খেলা···সেই বাবলার কথা বলছি!

ক্র'র দুর্ভেদ্য কারাগার থেকে গুরু-পত্নীকে উদ্ধার করে আনার সুযোগ পেয়ে গেছে সে হঠাৎ। সাহায্য চেয়ে বসেছে সি. আই. এ ইউরোপ ডিভিশনের চীফ—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ভয়ঙ্কর কঠিন আর বিপদজনক একটা কাজে পাঠাতে চায় ওরা তাকে ক্র'য়ে।

রাজি হয়ে গেল বাবলা।
সাথে সাথেই তৎপর হয়ে উঠল বিরুদ্ধ পক্ষ। শুরু হলো খুন, ষড়যন্ত্র আর কাউন্টার এসপিওনাজ।

দুই টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook:

www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Facebook Group :

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

দড়াবাজ স্পাই-১

বাঙালী এক যুবক* সার্কাসের রাজা* স্পাই

শেখ আবদুল হাকিম

সেবা প্রকাশনী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন,
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
দুরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি পি ও বক্স নং ৮৫০

প্রকাশনী

DARABAJ SPY-1
By Sheikh Abdul Hakim

দড়াবাজ স্পাই

১

এক

ওয়াশিংটন।

সি. আই. এ. কর্মকর্তা সার রিচার্ড মনরোর ফ্ল্যাট।

ঝাড়া ছয় ফিট লম্বা মনরো। একটু লম্বাটে মুখে টিকাল নাক, কালো পাথরের মতো চকচকে চোখের মণি। মেদহীন সুঠাম শরীর। বয়স পঞ্চাশ হলেও যুবা বয়সে পাওয়া লেডিকিলার উপাধিটা রিনিউ করার সময় এখনো পেরিয়ে যায় নি। অবয়বে অদ্ভুত একটা নির্লিপ্ত ভাবের সীলমোহর, হাসি-কান্না-দুঃখ-শোক কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করে না। অত্যন্ত সৌখিন লোক, পোশাক-আশাকের ব্যাপারে সাংঘাতিক খুঁতখুঁতে। নিখুঁতভাবে কাটা তার স্যুট আসে স্যাভিল রো থেকে, টার্ণবুল আর অ্যাসার থেকে আসে শার্ট, রোমের কারিগররা হাতে তৈরি করে তার জুতো। যে কোন চিত্র পরিচালক নিঃসন্দেহে শার্লক হোমসের চরিত্রে মনোনয়ন করবে তাকে অডিশন ছাড়াই।

অফিস কাম ড্রইংরুমে বন্ধু তথা সহকর্মী আর্থার টেমপলকে আপ্যায়ন করছে মনরো। একটা গ্লাসে নিজের জন্যে কিঞ্চিৎ ব্র্যাণ্ডি, আরেকটা গ্লাসে বন্ধুর জন্যে নির্জলা খানিকটা হুইস্কি নিয়ে মিনি বার-এর সামনে

থেকে ঘুরে দাঁড়াল সে। টেমপলকে একটু অন্যমনস্ক দেখে মুচকি হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে, কিন্তু পরমুহূর্তে সেটা মিলিয়ে গেল। 'যদি জিজ্ঞেস করো, কমপক্ষে তিনটে পদক পাওয়া উচিত তোমার।' চেহারা আর কথা বলার ঢংয়ে অদ্ভুত একটা অমিল আছে, কথার সুরে ক্ষীণ একটু ব্যঙ্গের রেশ ফুটে ওঠে। 'চমৎকার! মনে হচ্ছে, এতো দিনে একটা কাজের মতো কাজ করেছ।' ডেস্কের ওপর টেমপলের সামনে হুইস্কি ভর্তি গ্লাসটা নামিয়ে রাখল সে। ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে গিয়ে বসল নিজের রিভলভিং চেয়ারে। মৃদু একটা চুমুক দিল ব্র্যাণ্ডিতে। চেহারায় লেপ্টে রয়েছে সেই আদি এবং অকৃত্রিম নির্লিপ্ত ভাব।

প্রশংসায় বিগলিত হবার পাত্র টেমপল নয়, প্রায় চাঁদের মতো গোলগাল লালচে মুখে রেখা ভাঁজ কিছুই ফুটল না। প্রশংসা বা আশীর্বাদ নয়, নিন্দা আর অভিশাপ শুনেই অভ্যস্ত সে। ফেডারেল জেলখানার সেলে যাদেরকে ধরে নিয়ে আসা হয় তাদেরকে জেরা আর জিজ্ঞাসাবাদ করাই তার আসল কাজ। কেউ মুখ খুলতে না চাইলে তার কাপড়চোপড় ভিজিয়ে দেবার বিচিত্র সব কৌশল জানা আছে তার। কিন্তু চেহারাটা নিরীহ গোবেচারা টাইপের, যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। হুইস্কির গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিল সে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দুঃখ এই যে মাত্র পনের দিন আগে একটা ইনক্রিমেন্ট পেয়েছি। সি. আই. এ.-তে যদি ঘন ঘন পদোন্নতির নিয়ম থাকতো, মন্দ হতো না সেটা।'

'নিয়ম নেই, কিন্তু তৈরি করতে কতোক্ষণ?' ফিলটার টিপ বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস ধারাল মনরো। সিগারেটের প্যাকেটটা বন্ধ করে রেখে দিল এক পাশে, জানে, টেমপল ধূমপান করে না। 'কিন্তু পদোন্নতির কথা আরো অনেক পরে উঠবে, তার আগে শেষটা দেখতে হবে, তাই

না ? সব ভালো যার শেষ ভালো, ঠিক কিনা ?' চোখে চিক চিক করে উঠল ক্ষীণ একটু কৌতুক। 'ভারি সুন্দর তো !' টেমপলের ইউনিফর্মের গায়ে রঙিন রিবনগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। 'কংগ্রেশন্যাল মেডেল অব অনারও লাগিয়েছ দেখছি !'

'মনে হলো মানাবে আমাকে, তাই।' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলল টেমপল, 'আমার ক্যামোফ্লেজের সাথে।'

'আচ্ছা ! সে যাক, এখন কাজের কথায় এসো। কি আবিষ্কার করেছ তুমি, কর্ণেল ? পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য···তাই কি ? নামটা ? হ্যাঁ মনে পড়েছে। বাবলা। কি রকম নাম হলো এটা ? বাবলা, বাবু— যাকগে নামে কিবা এসে যায়। কোথায় কিভাবে তার দেখা পেলে তুমি ?'

'আমি তার দেখা পাইনি, পেয়েছে মরিসন, ডোনাল্ড মরিসন। আমি তখন ইউরোপে ছিলাম। সার্কাসের খুব ভক্ত সে।'

'হুঁ। বাবলা, বাবু এগুলো নিশ্চয়ই তার ডাক নাম, আসল নামটা কি ?'

'লতিফুর রহমান বাবু। কিন্তু এ নাম সে কখনো ব্যবহার করে না —না প্রফেশন্যালি, না প্রাইভেটলি।'

'কেন ?'

'কি করে বলব ! আমার সাথে দেখা হলে তো। মরিসনও বোধহয় এ ব্যাপারে তাকে কোনো প্রশ্ন করেনি। হয়ত কোনো কারণ নেই, কিম্বা হয়ত ছোট নাম তার পছন্দ। তাছাড়া, কেউ কি জানতে চায় পেলে (Pele), ক্যালাস (Callas), কিম্বা লিবেরেস (Leberace)-এর আসল নাম কি ?'

'এই বাবলাকে তুমি ওদের সমপর্যায়ে ফেলতে চাও ?' শুধু

ব্যঙ্গ নয়, মনরোর কথার সুরে এখন একটু বিস্ময়ের ভাবও ফুটে উঠল।

'যার যার ক্ষেত্রে ওরা এক একজন সম্রাট। ওদেরকে অসম্মান না করেও সার্কাস পাগল লোকেরা বাবলাকে ওদের সমপর্যায়ে ফেলে বিচার করতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। ওদের একজনের সাথে আরেকজনের তুলনা করা চলে, কিন্তু বাবলা তুলনাহীন, তার পেশায় সে অদ্বিতীয়।'

সামনে পড়ে থাকা ফাইলটা খুলল মনরো। 'পোলিশ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, অথচ বাংলাদেশী। তা কিভাবে সম্ভব?'

'তার ওস্তাদ একজন পোলিশ ছিল,' এক কথায় জবাব দিল টেমপল।

ফাইলে চোখ রেখে বিড়বিড় করছে মনরো। 'তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের বরিশালে জন্ম, নাম ....., বয়স ছাব্বিশ, উনিশ শো বাহাত্তর সালে, মাত্র সতের বছর বয়সে ফ্লাইং ট্রাপিজে সাংঘাতিক নাম করেছিল। সেই সময়কার বাংলাদেশী সংবাদপত্র যোগাড় করে দেখা গেছে, বাবলার প্রশংসায় সবগুলো পত্রিকা মুখর হয়ে উঠেছিল। তিয়াত্তর সালে কোলকাতায় সার্কাস দেখাতে এসে 'দি বেস্ট সার্কাস পার্টি'র চেয়ারম্যানের চোখে পড়ে যায়। ওই সময় দি বেস্ট সার্কাস পার্টিও ওখানে সার্কাস দেখাচ্ছিল। মিঃ ক্রিস্টোফার বায়রণ বাবলার মধ্যে প্রতিভা আর নিষ্ঠার আশ্চর্য সংমিশ্রণ দেখতে পান। সাথে সাথে প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে, সে প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে বাবলা। তার ট্রেনিঙের ভার পড়ে দলের ইন্সট্রাক্টর ভ্লাদিমির সবোকের ওপর। ভ্লাদিমির গত বছর মারা গেছেন। সেই যে দি বেস্ট সার্কাস পার্টিতে ঢুকেছে বাবলা, তারপর আর দেশে ফেরে নি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক

বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর পিছনে কোন রহস্য নেই। দেশে আপনজন বলতে কেউ নেই বাবলার, কোনো রকম পিছুটান নেই, সেটা একটা কারণ হতে পারে। আরেকটা কারণ হতে পারে খেলা দেখাবার জন্যে সার্কাস পার্টির সাথে দেশ-বিদেশে চরকীর মতো ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে, ছুটি মেলে না।' ফাইল থেকে মুখ তুলল মনরো। 'দেশের প্রতি তেমন টান নেই এমন একটা লোককে কতোটুকু বিশ্বাস করা যায়?'

'দেশে যায় না মানেই দেশকে ভালোবাসে না, তা নাও হতে পারে,' বলল টেমপল। 'তাছাড়া, এতোদিন যায়নি, তার মানে এই নয় যে কখনোই যাবে না। যায়নি, যেতে পারেনি, তার যথেষ্ট কারণও আছে। বাবলার অনুষ্ঠান না থাকলে টিকেট বিক্রি হয় তিন হাজার, আর অনুষ্ঠান থাকলে দশ হাজার। প্রত্যেকটা শোতে সাত হাজার করে কম টিকেট বিক্রি হলে দি বেস্ট সার্কাস পার্টি আর বেস্ট থাকবে না, লাল বাতি জ্বালবে।' প্রত্যেকটা পাওনা ছুটির জন্যে চার গুণ বেশি পারিশ্রমিক দেয়া হয় বাবলাকে।'

'কি সে? দুনিয়ার সেরা এরিয়ালিস্ট? ফ্লাইং ট্রাপিজে দুর্দান্ত এক ব্যক্তিত্ব?'

'হ্যাঁ, তাও বটে। কিন্তু আসলে সে একজন হাই-অয়্যার স্পেশালিস্ট।'

'দুনিয়ার সেরা?'

'তার সহকর্মী আর দর্শকদের মনে এব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।'

'ক্রু (Crau) সম্পর্কে যে তথ্য পেয়েছি আমরা তা যদি সত্যি হয়, দুনিয়ার সেরা লোকই দরকার হবে আমাদের। ফাইলে দেখলাম

নিজেকে সে কারাতে আর জুডোতে একজন এক্সপার্ট বলে দাবী করে।'

'নিজের সম্পর্কে কিছু দাবী করার চরিত্র না সে,' বলল টেমপল। 'দাবীটা তার হয়ে আমি করেছি। ভুল হলো, আমিও নই, মরিসন করেছে। তুমি তো জানই, কারাতে আর জুডোতে মরিসন নিজে একজন এক্সপার্ট, সি. আই. এ.-তে তার মতো আর একজন আছে কিনা সন্দেহ। সেই মরিসন বলেছে, বাবলার সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে রাজি নয় সে। আরেকজন তার সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে অস্বীকার করেছে। আজ সকালের ঘটনা। সামুরাই ক্লাবের ইন্স-ট্রাক্টরের সাথে একটা প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে বাবলা। ইন্সট্রাক্টর হচ্ছে ব্ল্যাক বেল্টের অধিকারী। খেলাটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয় ইন্সট্রাক্টর, এবং খেলা শেষ হওয়া মাত্র ক্লাবের ইন্সট্রাক্টরের পদ থেকে ইস্তাফা দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে যায়। গত ছয় বছরে এটাই তার প্রথম পরাজয়। জানিয়েছে, আর কখনো খেলবে না সে।' একটু হেসে আবার বলল কর্ণেল, 'বাবলা কারাতের সাহায্যে কাউকে নাস্তানাবুদ করেছে, এ-ধরনের কোনো ঘটনা অবশ্য চাক্ষুষ করে নি মরিসন। তবে শুনেছে, কারাতেতে সে নাকি জুডোর চেয়েও ভালো।'

ফাইলে টোকা মেরে মনরো বলল, 'তার এই ডোশিয়ার দাবী করছে, সে নাকি একজন মেন্টালিস্ট। খুব ভালো। কিন্তু মেন্টালিস্ট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে?'

'মনের ক্ষমতা খাটিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার মতো কাজ করে যে, তাকে মেন্টালিস্ট বলা হয়,' শিক্ষা দেবার সুরে আওড়ে গেল কর্ণেল।

অনেক কষ্টে নির্লিপ্ত ভাবটা চেহারায় ধরে রাখল মনরো। অলস ভঙ্গিতে জানতে চাইল, 'এরিয়ালিষ্ট হতে চাইলে ইন্টেলেকচুয়্যাল হতেই হবে তোমাকে?'

'এরিয়ালিস্ট হতে চাইলে ইন্টেলেকচ্যুয়াল বা ইন্টেলিজেন্ট হওয়ার কোন দরকার নেই। প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক। প্রত্যেক সার্কাস পারফরমারকেই নিজের আসল খেলা ছাড়াও আরো দু'একটা অতিরিক্ত খেলা বা কাজ করতে হয়—কেউ মোট বয়, কেউ দর্শকদের এন্টারটেইন করে। অতিরিক্ত সময়টা দর্শকদেরকে আনন্দদানের জন্যে ব্যয় করে বাবলা। ফেয়ার গ্রাউণ্ড বা শো গ্রাউণ্ড যাই বলো, সার্কাস প্যাণ্ডেলের ঠিক বাইরেই রয়েছে সেটা, যে-সব দর্শক সার্কাস শুরু হবার আগেই পৌঁছে যায় তাদের পকেট হালকা করার জন্যে ব্যবহার করা হয় ওটাকে। ছোটো একটা কোলাপসিবল থিয়েটারে খেলা দেখায় ওখানে বাবলা। মনের কথা, তোমার প্রপিতামহের নাম, তোমার পকেটে যে টাকা রয়েছে তার নাম্বার, বন্ধ এনভেলাপের ভেতর কি এঁকে বা লিখে রেখেছ ইত্যাদি বলে দেয় সে।'

'এসব অনেক ম্যাজিশিয়ানই পারে,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল মনরো। 'দর্শকদের মধ্যে নিজের লোক রাখে তারা।'

'হয়ত। কিন্তু এসব ছাড়াও আরো কিছু খেলা দেখায় বাবলা, যার কোনো ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত দিতে পারে নি কেউ। শুধু তাই নয়, প্রফেশন্যাল ম্যাজিশিয়ানরা শত চেষ্টা করেও ওই খেলাগুলো দেখাতে পারে নি। সে যাই হোক, আমাদের আগ্রহের সবচেয়ে বড় কারণ হলো, নির্ভেজাল ফটোগ্রাফিক মেমোরি রয়েছে তার। এ-ব্যাপারে প্রায় অলৌকিক একটা ক্ষমতার অধিকারী সে। বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য, কিন্তু বাস্তব। টাইম পত্রিকার খোলা দুটো পৃষ্ঠা তার চোখের সামনে মেলে ধরো, পৃষ্ঠা দুটোর ওপর মাত্র দু'সেকেণ্ড চোখ বুলাবে সে, তারপর পত্রিকাটা ফেরত দিয়ে বলবে, কোথায় কি শব্দ বা বাক্য আছে জিজ্ঞেস করলেই বলে দিতে পারবে সে। তুমি হয়ত তাকে প্রশ্ন করলে ডান

দিকের পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলামের তৃতীয় লাইনে তিন নম্বর শব্দটা কি? সে যদি বলে শব্দটা 'কংগ্রেস,' তা হলে তার কথার ওপর বিশ্বাস রেখে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বাজী রাখতে পারো তুমি। শুধু ইংরেজী নয়, যে-কোনো ভাষার পত্রিকা থেকে প্রশ্ন করতে পারো। ভাষাটা বোঝার কোনো দরকার নেই তার।'

'ওরেব্বাপ! সত্যি কিনা, নিজের চোখে দেখতে হবে আমাকে। কিন্তু একটা প্রশ্ন—এতো বড় প্রতিভাই যদি হবে সে, তাহলে স্টেজে কেন পড়ে আছে? এই রকম একটা অসাধারণ ক্ষমতা থাকলে আমি তো ঘরে বসে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাতাম। নিশ্চয়ই সার্কাসের খেলা দেখাতে গিয়ে প্রাণের ওপর প্রতিদিন ভয়ংকর ঝুঁকি নিতাম না। তুমি নিতে?'

'ঠিক জানি না। খেলাটাকে যদি ভালবাসতাম, ছেড়ে দেয়া সহজ হতো না। আর টাকার কথা যদি বলো, দি বেস্ট সার্কাস পার্টি তাকে বস্তা বস্তা টাকা দিচ্ছে। বস্তা বস্তা, এটা মরিসনের ভাষা।' মৃদু একটু হাসল কর্ণেল। 'ভুলে গেলে চলবে না, দুনিয়ার সেরা সার্কাস পার্টিতে দুনিয়ার সেরা একজন খেলোয়াড় সে। কিন্তু সার্কাস ছেড়ে অন্য কোনো কাজে তার প্রতিভাকে কাজে লাগাবার পিছনে এসব হয়ত কোনো কারণই নয়। পার্টির তিনজন এরিয়ালিস্টকে অন্ধ ঈগল বলা হয়, এই দলের নেতা বাবলা। তাকে ছাড়া বাকি দু'জন অসহায়, তাদের নিজস্ব কোনো ভূমিকা থাকবে না সার্কাসে। যতোদূর জানা গেছে, বাবলার মতো মেন্টালিস্ট নয় তারা।'

'তার মানে, সহকারী দু'জন এরিয়ালিস্টের ওপর স্নেহ ভালবাসা ইত্যাদি ধরনের দুর্বলতা আছে, বাবলার? লক্ষণ ভালো নয়। আমাদের কাজে অতিরিক্ত ভাবাবেগ বা বিশ্বস্ততা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

কারো ওপর যদি বেশি মায়া-মমতা থাকে, তাকে দিয়ে কোনো কাজ করাবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

'আবেগ বা ভাবাবেগ—নেই। বিশ্বাস, আমাদের ওপর—আছে। অন্যান্যদের ওপরও আছে। সেটা খুব স্বাভাবিকও, তারা যদি তোমার ওস্তাদের ছেলে হয়ে থাকে, বা তোমার সাগরেদ হয়ে থাকে।'

'বাকি দু'জন বাবলার সাগরেদ? তার ওস্তাদের ছেলে?'

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি জানো।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মনরো। 'অন্ধ ঈগল কেন বলা হয় ওদেরকে?'

'তারও সঙ্গত কারণ আছে। মরিসনের ভাষায়, ওদের অনুষ্ঠান না দেখলে এই নামকরণের যথার্থতা উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। নীল আকাশের গায়ে শূন্যে উড়ে বেড়ায় ঈগল, এরাও তাই করে, মাটি থেকে আশি ফিট ওপরে খেলা দেখায়। পড়ে যাবার কথা যদি বলো, আশিফিট ওপর থেকে পড়া আর আটশো ফিট ওপর থেকে পড়া একই ব্যাপার—ঘাড় তোমার ভাঙবেই, শরীরের আরো দুশো হাড়ের কথা না হয় ছেড়েই দেয়া গেল। বিশেষ করে তোমার চোখ দুটো যদি শক্ত করে কাপড়ের পট্টি দিয়ে নিশ্ছিদ্র ভাবে বাঁধা থাকে এবং সেই সাথে তুমি যদি কোন দিকটা উঁচু আর কোন দিকটা নিচু এই অনুভূতি হারিয়ে ফেলো। যেহেতু কিছুই না ধরে শূন্যে দোলে আর ডিগবাজী খায় বাবলা, তাই তার শরীরও উঁচু-নিচু অনুভূতি হারিয়ে ফেলে।'

'তুমি বলতে চাইছ...'

'এক ট্রাপিজ থেকে আরেক ট্রাপিজে যাবার সময়,' বলে যাচ্ছে কর্ণেল, যেন শুনতেই পায়নি মনরোর কথা, 'কালো সিল্ক কটনের গ্লাভ ব্যবহার করে ওরা। অনেকের সন্দেহ, ওগুলোয় বোধহয় অত্যাধুনিক

ইলোকট্রনিক যন্ত্র ফিট করা আছে, যেমন নেগেটিভ পোল আকর্ষণ করে পজিটিভ পোলকে, কিন্তু আসলে সেরকম কিছু নেই। হাত ঘামে বলে গ্লাভ ব্যবহার করে ওরা, তাছাড়াও ওগুলো ব্যবহার করলে ট্রাপিজ ধরতে সুবিধে হয়, এর মধ্যে আর কিছু নেই। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, কোনো রকম গাইডেন্স সিস্টেমের সাহায্য ওরা নেয় না। চোখ বাঁধার পর আবার কালো রঙের হুড ব্যবহার করে ওরা, নাকটা বাদ দিয়ে পুরো মুখটাই তাতে ঢাকা পড়ে যায়, কিছু দেখতে পাবার কোনো উপায় নেই। অথচ একবারও ট্রাপিজ ধরতে বা সহকারীর হাত ধরতে ব্যর্থ হয় না। অন্ততঃ আজ পর্যন্ত হয়নি। হলে, বুঝতেই পারছো, অন্ধ ঈগলদের সংখ্যা একটা কমে যেতো। এই অসাধারণ কৃতিত্বের পিছনে কোন্ জিনিসটা কাজ করছে, বলা মুশকিল। মরিসনের ধারণা, এবং আমি তাকে সমর্থন করি, এটা একটা জন্মগত গুণ, বাবলার অনুভূতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অনুশীলনের মাধ্যমে এই সূক্ষ্ম অনুভূতি এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে সে যে এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়কে স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। তাছাড়া, গতি সম্পর্কেও তার অসাধারণ সূক্ষ্ম অনুভূতি রয়েছে। এই ব্যাখ্যা থেকে যদি কিছু বুঝে নিতে পারো তো নাও, তা না হলে যা খুশি তাই ভেবে নিতে পারো। এই ক্ষমতাটা একমাত্র বাবলারই আছে, সেজন্যে তাকেই পালন করতে হয় ক্যাচারের ভূমিকা।'

'এটাও নিজের চোখে দেখতে হবে আমাকে। আর গ্রেট মেন্টা-লিস্টের মাথার কাজ, সেটাও না দেখে পারব না।'

'কোনো সমস্যাই নয়।' রিস্টওয়াচ দেখল কর্ণেল টেমপল। 'এখনি রওনা হয়ে যেতে পারি আমরা। মিঃ বায়রণ আমাদেরকে আশা করছেন, তাই না?' নিঃশব্দে মাথা দোলাল মনরো। ঠোঁটের কোণ

একটু বেঁকে গেল টেমপলের। অ্যাই, ব্যাপারটা কি? জানো না, সার্কাস দেখতে যাবার সময় ছেলেপিলেরা আনন্দে ডগমগ করে? তোমাকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কেন?'

'ভাবছি,' সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল মনরো। 'এই সার্কাসে পঁচিশটা দেশের লোক রয়েছে, তার মধ্যে কমপক্ষে আটটা দেশ হয় মধ্য বা পুব ইউরোপের দেশ। জানব কিভাবে ওদের মধ্যে কেউ একজন পকেটে আমার ছবি নিয়ে ঘুরছে কিনা?'

'একেই বলে খ্যাতি অর্জনের খেসারত। তার মানে ছদ্মবেশ নিতে হবে তোমাকে।' নিজের সামরিক ইউনিফর্মের দিকে তাকাল টেমপল। 'একজন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল, সম্ভবতঃ?'

দুই

সন্ধ্যা। নিওন সাইনের ঝলমলে রঙিন আলো ইলশে গুঁড়ির চিকন ঝুরিগুলোর গায়ে রঙধনু তৈরি করেছে। ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে লিমসীন গাড়িটা। অফিসের গাড়ি, কিন্তু লাইসেন্স, নাম্বার প্লেট ইত্যাদি দেখে এটার পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নয়। পিছনের সীটে রিচার্ড মনরো আর আর্থার টেমপল, সামনের সীটে ড্রাইভার ছাড়াও রেনকোট পরা আরো একজন লোক। সাদামাটা চেহারা লোকটার, দেখে মনে রাখার মতো নয়।

'মনে আছে তো, লিউ?' রেনকোট পরা লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল মনরো। 'সবার আগে তোমাকেই উঠতে হবে স্টেজে।'

'মনে আছে, স্যার।'

'শব্দটা বেছে রেখেছ তো?'

'জী, স্যার। "মন্ট্রিল"।'

পথে আর কোন কথা হল না। পাঁচ মিনিট পর সামনে দেখা গেল বিশাল এলাকা জোড়া প্রকাণ্ড এক গম্বুজ, গম্বুজের গায়ে ছুটোছুটি করছে, জ্বলছে নিভছে, চরকির মতো ঘুরছে যেন হাজার হাজার রঙিন বৈদ্যুতিক বালবের সারি। মৃদু গলায় ড্রাইভারকে থামতে বলল কর্ণেল টেমপল। গাড়িটা পুরোপুরি দাঁড়াবার আগেই বগলে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে সামনের দরজা খুলে ঝট করে নেমে গেল লিউ, চোখের পলকে লোকজনের ভিড়ে হারিয়ে গেল সে। লিউ নেমে যাবার সাথে সাথে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে ড্রাইভার। প্রকাণ্ড গম্বুজের প্রবেশ পথের যতোটা কাছে সম্ভব আবার গাড়ি দাঁড় করাল সে। গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকল মনরো আর টেমপল।

বিশাল ক্যানভাস স্ট্রাকচারের দিন গত হয়েছে। বড় বড় সার্কাস পার্টিগুলো আজকাল এগজিবিশন হল অথবা অডিটোরিয়াম ব্যবহার করে, দি বেস্ট সার্কাস পার্টিও একটা এগজিবিশন হল ব্যবহার করছে। প্রধান অ্যারেনার চারদিকে আসন সংখ্যা দশ হাজারের কিছু বেশি, প্যাসেজওয়েটা সোজা সেদিকে এগিয়ে গেছে। অস্বাভাবিক লম্বা-চওড়া বারান্দায় দর্শক আর সার্কাস পার্টির লোকজন গিজ গিজ করছে। মাথায় পালকের মুকুট পরা অর্ধ-উলঙ্গ সার্কাসের মেয়েরা ব্যস্তসমস্তভাবে আসা-যাওয়া করছে। প্রধান অনুষ্ঠানগুলো শুরু হতে দেরি আছে এখনও, সেজন্যেই মেয়েরা অকারণে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছে। কর্তৃ-পক্ষের তরফ থেকে এটা একটা নির্দেশ, এতে নাকি খদ্দেরদের অতিরিক্ত মনোরঞ্জনের আশা পূর্ণ হয়। দু'একটা মেয়ের কোমল বুকের ইচ্ছাকৃত

ধাক্কা খেল লেডিকিলার চেহারার অধিকারী মনরো। চেহারা থেকে নির্লিপ্ত মুখোশটা খসিয়ে ফেলল সে, সঙ্গীর দিকে ফিরে হাসল, চোখ টিপল—পুলক অনুভব করছে বলে নয়, ধাক্কা খেয়ে ঠিক এই রকম প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত বলে।

বারান্দার ডান দিকে সার্কাসের ব্যাক-স্টেজের কিছু কিছু দৃশ্য দেখা যায়। লোহার খাঁচায় হিংস্র রয়েল বেঙ্গল টাইগার, পশুরাজ আফ্রিকান সিংহ, বিশ হাত লম্বা সাপ, ক্ষুদে পাহাড়ের মতো বনমানুষ আর ভাল্লুক, অস্থির হাতি,তাগড়া ঘোড়া। কোথাও দেখা যাচ্ছে অনুষ্ঠান শুরুর আগে ম্যাজিশিয়ান, কমেডিয়ান, অ্যাক্রোব্যাটরা যে যার শো-এর রিহার্সেল দিয়ে নিচ্ছে। রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরল মনরো, বোঁটকা একটা দুর্গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস।

মনরো আর টেমপল, দু'জনেই সার্কাস এলাকার ম্যাপে চোখ বুলিয়ে এসেছে। বারান্দার শেষ মাথায় ছত্রিশটা কামরা নিয়ে অফিস এলাকা, কোনোটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা, কোনোটা পারটেক্স জাতীয় সাউণ্ড প্রুফ দেয়াল দিয়ে মোড়া। অফিস এলাকার পিছনে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য বুথ, পারফরমাররা ড্রেসিংরুম হিসেবে ব্যবহার করে ওগুলো। উল্টোদিকে এবং অনেকটা দূরে অ্যারেনায় ঢোকার চওড়া গেট।

প্যাসেজওয়ের বাঁ দিক থেকে ভেসে আসছে যন্ত্র-সঙ্গীতের উচ্চকিত আওয়াজ। অন্য যে-কোনো পরিস্থিতিতে এই বিকট নিনাদ কর্ণকুহরের ওপর অন্যায় অত্যাচার বলে মনে হতো, কিন্তু দি বেস্ট সার্কাস পার্টির এই সাড়ম্বর আয়োজনের সাথে আর কোনো ধরনের মিউজিকের কথা চিন্তাও করা যায় না।

বাঁ দিকের একটা দরজা দিয়ে ছোটো একটা মাঠে বেরিয়ে এল ওরা।

এখানেই সাইড-শো দেখানো হয়। এক কোণে একটা স্টেজ, প্লাই-উডের ওপর উজ্জ্বল রঙের সমাহার। চারদিকের আর সব আকর্ষণ অগ্রাহ্য করে সেদিকেই এগোল ওরা।

স্টেজের কপালে লাল নীল সবুজ আর হলুদ হরফে লেখা রয়েছে "দি গ্রেট মেন্টালিস্ট"। সেদিকে চোখ পড়তেই দু'ডলার দিয়ে কেনা টিকেট দুটো মুঠোর ভেতর মুচড়ে দলা পাকিয়ে ফেলল মনরো। স্টেজের সামনে রশি দিয়ে ঘেরা খানিকটা জায়গা, দর্শকরা সেই ঘেরা জায়গার ভেতর চেয়ারে বসে আছে। শেষ চেয়ার সারির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। এই একটু আগে শুরু হয়েছে অনুষ্ঠান, কিন্তু চেয়ারগুলো দখল হয়ে গেছে আধঘন্টা আগেই। গ্রেট মেন্টালিস্টের শো দেখার জন্যে টিকেট কাউন্টারেও বড় সড় একটা ভিড় দেখে এসেছে ওরা। আগামীকালের জন্যে অগ্রিম টিকেট কিনছে দর্শকরা।

ক্ষুদে স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবলা। সাধারণ মানুষ যতোটা লম্বা হয় তারচেয়ে সামান্য একটু বেশি লম্বা সে, কাঁধের কাছে একটু বেশি চওড়া। চেহারাটা প্রথম দর্শনেই মনে ছাপ ফেলার মতো নয়। তার একটা কারণ হতে পারে, গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চাই-নিজ ম্যাণ্ডারিন'স গাউনে ঢাকা পড়ে আছে। গাউনের আস্তিন দুটো অস্বাভাবিক ঢোলা এবং লম্বা। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ানো কালো চুল মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছে মাথায়। মুখের চেহারায় শিশুসুলভ একটা সরলতা লক্ষ্য করার মতো, কিন্তু চোখ দুটো অত্যন্ত সতর্ক এবং দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। সব কিছু মিলিয়ে তার চেহারা যতোটা না বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত তার চেয়ে বরং অনেক বেশি সুষম এবং শোভন। রাস্তার লোকজন তাকে আর একবার দেখার জন্যে পিছন ফিরে তাকাবে না।

'আস্তিনগুলো দেখছ?' ব্যঙ্গের সুরে বলল মনরো, 'কয়েকটা বিড়াল

লুকিয়ে রাখলেও টের পাবার উপায় নেই।'

কিন্তু স্টেজে দাঁড়িয়ে কোনোরকম চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছে না বাবলা। বিজ্ঞাপিত মেন্টালিস্টের ভূমিকাতে স্থির থেকে সে তার অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে। গলার আওয়াজটা গম্ভীর, ভরাট, কিন্তু উঁচু নয়। স্বরে সামান্য একটু বিদেশী টান আছে, কিন্তু তা এতোই সামান্য যে কোন্ দেশী টান তা বোঝার কোন উপায় নেই। দর্শকদের মধ্য থেকে একজন ভদ্রমহিলাকে মনে মনে যে-কোন একটা জিনিসের কথা ভাবতে বলল বাবলা, পাশের দর্শকের কানে নিচু গলায় বলতে হবে জিনিসটার নাম। কোনোরকম ইতস্ততঃ বা ভণিতা না করে জিনিসটার নাম বলে দিল বাবলা। ভদ্রমহিলা আর পাশের দর্শক কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে চুপ করে থাকার পর জানালেন, ঠিক হয়েছে।

'ওদেরকে ভাড়া করে এনে দর্শকদের মধ্যে বসিয়ে রেখেছে,' মৃদু কিন্তু স্পষ্ট গলায় রায় দিল মনরো।

হাসি চাপল কর্ণেল টেমপল, কোনো মন্তব্য করল না।

দর্শকদের মধ্যে থেকে যে-কোনো তিনজনকে স্টেজে উঠে আসতে বলল বাবলা। খানিক ইতস্ততঃ করার পর তিনজন মেয়ে উঠে এলো স্টেজে। তিনজনকেই একটা টেবিলে বসাল বাবলা, প্রত্যেককে একটা করে এক ফুট চৌকো কাগজ, কলম আর এনভেলাপ দিল সে। কাগজে সহজ কিছু একটা চিহ্ন লিখে বা এঁকে এনভেলাপে ভরতে হবে। দর্শকদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল বাবলা, তিন মেয়ের দিকে পিছন ফিরে। মেয়েদের কাজ শেষ হতে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বাবলা, হাত দুটো পিছন দিকে সরিয়ে রেখেছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড এনভেলাপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'প্রথম এনভেলাপের ভেতর একটা স্বস্তিকা, দ্বিতীয়টায় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এবং শেষটায়

একটা চোখ রয়েছে। এনভেলাপ খুলে দর্শকদেরকে ওগুলো দেখাবেন, প্লীজ?'

মেয়েরা তাদের এনভেলাপ খুলে কাগজে আঁকা চিহ্নগুলো দেখাল। একটা স্বস্তিকা, একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন, একটা চোখ।

মনরোর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল টেমপল। 'এদেরকেও কি ভাড়া করে নিয়ে এসে বসিয়ে রাখা হয়েছে?'

নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে মনরোকে। কোনো মন্তব্য করল না।

'আপনাদের মনে হতে পারে,' কথা বলছে বাবলা, 'দর্শকদের মধ্যে আমার নিজের লোকজন আছে। কিন্তু একটা কথা তো সত্যি যে আপনারা সবাই আমার নিজের লোক হতে পারেন না, তা যদি হতেন, তাহলে আর আমার খেলা দেখার জন্যে আসতেন না কেউ, আপনাদের সবাইকে ভাড়া করার সামর্থ্য আমার থাকলেও। সে সামর্থ্য অবশ্য আমার নেই। যাই হোক, আমি আপনাদের সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাতে চাই।' টেবিল থেকে কাগজের তৈরি একটা প্লেন তুলে নিল সে। 'এটা ছুঁড়ছি। বাতাসে ভর করে উড়ে যাবে। অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পারি বটে, কিন্তু একটা পেপার প্লেনের গতিপথ কন্ট্রোল করা আমার ক্ষমতার বাইরে। এই ক্ষমতা কারো থাকতে পারে বলে বিশ্বাসও করি না। প্লেনটা উড়ে গিয়ে যাকে প্রথম স্পর্শ করবে, স্টেজে চলে আসবেন তিনি, প্লীজ।'

স্টেজের কিনারায় দাঁড়িয়ে পেপার প্লেনটা দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিল বাবলা। আর সব পেপার প্লেনের মতো এটাও সাঁত করে খানিকটা ওপরে উঠে গিয়ে অকস্মাৎ দিক বদলে আরেক দিকে ছুটল। অপ্রত্যাশিত ভাবে কয়েকবার দিক বদল করে, আর সব পেপার প্লেনের মতোই আচমকা খাড়া ডাইভ দিয়ে নেমে আসতে শুরু করল। ষোল সতের

বছরের এক তরুণের কাঁধে ধাক্কা খেল সেটা। একটু ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে গেল তরুণ, তারপর মুখে জোর করে একটু হাসি ফুটিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এগোল স্টেজের দিকে।

হাত ধরে স্টেজের ওপর তুলে নিল বাবলা তরুণকে। অভয় দিয়ে হাসল সে। হাতে ধরিয়ে দিল একটা এনভেলাপ আর এক টুকরো কাগজ। বলল, 'খুব সহজ একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। কাগজে স্রেফ তিনটে সংখ্যা লেখো, তারপর এনভেলাপে ভরে রাখো ওটা।' তরুণের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল সে। তরুণের কাজ শেষ হতে ঘুরে দাঁড়াল বাবলা, কিন্তু এনভেলাপটা ধরা তো দূরের কথা, ভালো করে সেটার দিকে তাকাল না পর্যন্ত। বলল, 'সংখ্যা তিনটে যোগ করে যোগফলটা বলো আমাকে।'

'বিশ।'

'প্রথম সংখ্যাটা তুমি লিখেছ সাত, পরেরটাও সাত, শেষটা ছয়।'

এনভেলাপ থেকে কাগজটা বের করে দর্শকদের দিকে মেলে ধরল তরুণ। ঠিক, বাবলা যা বলেছে, সাত, সাত, ছয়।

মনরোর কপালে চিন্তার রেখা। কিন্তু টেমপল তার দিকে তাকাতেই চেহারায় ফিরিয়ে আনল নির্লিপ্ত ভাবটা। বলল, 'সন্দেহ নেই, অত্যন্ত দক্ষ ম্যাজিশিয়ান। এসবের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো চাতুরী আছে।'

এবারও হাসি চাপল টেমপল।

বাবলা এবার তার সবচেয়ে কঠিন আর বিস্ময়কর অনুষ্ঠানটা দেখাতে যাচ্ছে। প্রথমেই সে জানাল, ফটোগ্রাফিক মেমোরি আছে তার। একবার স্রেফ চোখ বুলালেই যে-কোনো ভাষার, যে-কোনো সাইজের, ডাবল স্প্রেড পত্রিকার দাড়ি কমা সহ সমস্ত শব্দ মনের পর্দায় গাঁথা হয়ে

যায় তার। বাবলাকে পরীক্ষা করার জন্যে আর কেউ স্টেজে উঠে পড়তে পারে ভেবে আগে থেকেই স্টেজের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছিল লিউ। বাবলার কথা শেষ হতে লাফ দিয়ে স্টেজে উঠে পড়ল সে। সকৌতুকে, একটা ভুরু একটু উঁচু করে তার দিকে তাকাল বাবলা, খোলা ম্যাগাজিনটা চেয়ে নিল তার কাছ থেকে, দ্রুত চোখ বুলাল পৃষ্ঠা দুটোর ওপর, তারপর পত্রিকাটা ফিরিয়ে দিয়ে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

লিউ বলল, 'বাঁ দিকের পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় কলাম, দাঁড়ান মনে করি,··· সাত নম্বর লাইনের মাঝখানের শব্দটা কি?' বাবলার দিকে চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, ঠোঁটে আধো আধো হাসি।

'মন্ট্রিল,' বলল বাবলা।

হাসিটা উবে গিয়ে মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে গেল লিউয়ের, কেউ যেন প্রচণ্ড একটা চড় মেরেছে তাকে। তারপর নির্ভেজাল বিস্ময়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে, ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল।

বাইরে বেরিয়ে এসে টেমপল বলল, 'সি. আই. এ.-র ভেতর নিজের লোক আছে বাবলার, আমার তা মনে হয় না। তুমি কি বলো?'

'ঠাট্টা করো না!' গম্ভীর সুরে বলল মনরো।

'বিশ্বাস হয়েছে?'

'হ্যাঁ···মানে, হ্যাঁ···হয়েছে,' অন্তর থেকেই স্বীকার করল মনরো। 'শো শুরু হবে কখন?'

রিস্টওয়াচ দেখল টেমপল। 'আধঘণ্টা পর।'

'এবার চলো দেখা যাক, কতো বড় দড়াবাজ সে,' বলল মনরো। 'যতোটুকু বলেছ তার অর্ধেকটাও যদি সত্যি হয়···হ্যাঁ, ঠিক, সেই আমাদের লোক।'

এগজিবিশন হলের ভেতর তিল ধারণের জায়গা নেই। তিনটে

রিঙে সার্কাস দেখাবার আয়োজন করা হয়েছে, প্রতিটা বৃত্তের ভেতর সুন্দরী মেয়েরা সুন্দর সুন্দর রঙচঙে পোশাক পরে বসে রয়েছে হাতীর পিঠে, তাদেরকে নিয়ে বৃত্তের চারদিকে থপ্ থপ্ পা ফেলে চক্কর দিচ্ছে হাতীগুলো। গোটা এগজিবিশন হল মুখর হয়ে উঠেছে যন্ত্র-সংগীতের মূর্ছনায়। এটা সেই আগের নরক গুলজার করা সংগীত নয়. এই মিষ্টি মধুর যন্ত্রসংগীতের উৎস অত্যন্ত দক্ষ একটা অর্কেস্ট্রা। উত্তেজনায় অধীর পরিবেশ, টান টান হয়ে আছে দর্শকদের পেশী, বিহ্বল-বিস্ময়ে অপেক্ষা করছে সবাই। বাচ্চাদের আনন্দ-স্ফূর্তি দেখে কে, আর বুড়োরা তো তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে এক ডিগ্রী। এগ-জিবিশন হলের ভেতর প্রতিটি কণা রঙ আর আলোর জৌলুসে ঝলমল করছে। প্রথম রিঙে পশুদের সাথে কৌতুক করছে সাদা রঙ করা মুখ নিয়ে কমেডিয়ানরা। হাতী, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ যন্ত্র-সংগীতের তালে তালে পা ফেলে নাচছে। দ্বিতীয় রিঙে অ্যাক্রোব্যাটরা শারীরিক কসরৎ দেখাচ্ছে—কেউ দড়ির ওপর হাঁটছে, কেউ রশির ওপর সাইকেল চালাচ্ছে। সবার পরনে রঙচঙে পোশাক, চারদিকে উজ্জ্বল রঙিন আলোর বান ডেকেছে। এসবই মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে দর্শকরা—কিন্তু তাদের চেহারায় ফুটে রয়েছে অধীর উত্তেজনা, প্রত্যাশায় চকচক করছে চোখের দৃষ্টি। কেননা তারা জানে, এসব অনুষ্ঠান শুধুমাত্র পরিবেশ তৈরি করার জন্যে, আসল অনুষ্ঠান শুরু হবে আরো কিছু পরে।

মেইন রিঙের সবচেয়ে কাছের সারির দুটো চেয়ারে বসেছে মনরো আর টেমপল। এখান থেকে মেইন রিঙের অনুষ্ঠান যতো ভালো দেখা যাবে অন্য কোথাও থেকে তা সম্ভব নয়। এই সারিতে আসন নিয়েছে সবচেয়ে দামী টিকেটধারীরা। টেমপল জানতে চাইল, 'মিঃ ক্রিস্টোফার বায়রণ কোথায়?'

কোনোরকম ইঙ্গিত করল না মনরো। 'ডান দিকে, তোমার সীটটা বাদ দিয়ে তিন নম্বর সীটে,' উল্টো দিকে ফিরে নিচু গলায় বলল সে।

একটু পর ডান দিকে তাকাল টেমপল। ক্রিস্টোফার বায়রণকে খুঁটিয়ে দেখল সে। গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরেছেন সার্কাস পার্টির চেয়ারম্যান, ম্যাচ করা টাই, ধবধবে সাদা পপলিনের শার্ট। চিকন, মননশীল চেহারা, চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, মাথার একপাশে সরল এবং নিখুঁত সিঁথি। খুব বেশি হলে বয়স হবে পঞ্চান্ন।

'এই লোক ক্রিস্টোফার বায়রণ?' একটু অবাক হয়ে জানতে চাইল কর্ণেল। 'দেখে তো সার্কাস পার্টির চেয়ারম্যান বলে মনে হয় না, মনে হয় কোনো কলেজের প্রফেসার।'

'এককালে তাই ছিলেন। অর্থনীতি পড়াতেন। কিন্তু একটা বড় সার্কাস পার্টি পরিচালনা করা আর একটা রাজনৈতিক পার্টি পরিচালনা করা প্রায় সমান কথা। প্রখর দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, করেসপণ্ডিং ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি দরকার। হাইলি ইন্টেলিজেন্ট এক ব্যক্তিত্ব ক্রিস্টোফার বায়রণ, এসব গুণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে তাঁর।'

আচমকা তিন নম্বর বৃত্তটা জ্যান্ত হয়ে উঠল। ট্রামপেটের কানফাটানো গর্জন আর লাউডস্পীকারে হঠাৎ বেড়ে ওঠা ঐকতানের আওয়াজের সাথে অ্যারেনা ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো তাগড়া দুটো কালো মরদ ঘোড়া, পিছনে টেনে আনছে তারা একটা সোনালী চ্যারিয়ট—প্রাচীন আমলের যুদ্ধ-যান। অ্যারেনায় উঠেই সমতালে পা ফেলে তীর বেগে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো। তাদের পিছু পিছু এলো এক ডজন ঘোড়সওয়ার। মাঝে মধ্যে তাদের ঘোড়ার পিঠ স্পর্শ করছে ঘোড়সওয়াররা, বেশিরভাগ সময় ঘোড়ার পিঠের অনেক ওপরে বা নিচে

থাকছে তারা। শূন্যে লাফ দিয়ে ঘোড়া বদল করছে, মাটিতে পড়ে ডিগবাজি খেয়ে আবার লাফ দিয়ে উঠছে ঘোড়ার পিঠে—প্রতিটি কসরৎ দেখাতে গিয়ে আত্মহত্যার ঝুঁকি নিচ্ছে তারা।

আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ল দর্শক। শুরু হয়েছে সার্কাস।

দি বেস্ট সার্কাস পার্টি দাবী করে সারা দুনিয়ায় তাদের নাকি তুলনা হয় না। এর পরের অনুষ্ঠানগুলো দেখে মনে হলো, তাদের এই দাবী শুধু সঙ্গত নয়, দাবীটা করে তারা যথেষ্ট বিনয়ের পরিচয়ও দিয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠান রুদ্ধশ্বাসে দেখার মতো। সাড়ম্বর আয়োজনের কোথাও কোনো ত্রুটি বা খুঁত নেই, মনোমুগ্ধকর পরিবেশে অনুষ্ঠানগুলো পরিবেশন করা হলো অসাধারণ দক্ষতার সাথে। এবং যেমন আশা করা গিয়েছিল, দর্শকরা দুনিয়ার সেরা কয়েকটা অনুষ্ঠান উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হলো না।

ভারতীয় ট্রেনার শ্রী মেহতার তুলনা মেহতা নিজেই। একডজন ভয়ংকর প্রকৃতির আফ্রিকান সিংহকে সে তার অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে বশ করে রেখেছে। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে তো আতংকে চিৎকার করে কেঁদে উঠল শিশু আর মেয়েরা। একটা সিংহ মেহতার ঘাড় কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে দেখা গেল, তার বুকে উঠে বসেছে আরেকটা সিংহ। বাকি দশটা মুখ হাঁ করে ধাওয়া করছে তাকে। যে-কোনো মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার আশংকায় কাঁপছে অনেক দর্শক, কেউ কেউ চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। নিজের শিকার আর কাউকে ছুঁতে দিতে রাজি নয় প্রথম সিংহটা, তাই কেশর দুলিয়ে রিঙের ভেতর ছুটোছুটি করছে সে, মেহতার বুকে বসে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীকে ফেলে দিতে চেষ্টা করছে। আধশোয়া অবস্থায় বসে আছে মেহতা, মেটে রঙের বালির ওপর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রথম

সিংহ। তার বুকে বসে গলাটা কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে দ্বিতীয় সিংহ। বিপদটা ভয়ংকর হয়ে উঠল একটু পরই। পিছু ধাওয়ারত বাকি সিংহদের মধ্যে থেকে দু'জনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, মেহতার দুটো পা কামড়ে ধরে টানতে শুরু করল তারা। স্থির হয়ে গেল মেহতার শরীর। সিংহরা দু'দিক থেকে টানছে তাকে। সমস্ত দর্শক হায় হায় করে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে টেমপল দেখল, ক্রিস্টোফার বায়রণের চেহারায় স্পষ্ট উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এর আগে কখনো এতো বড় হুমকি হয়ে দেখা দেয়নি মেহতার সিংহরা।

চেহারায় ভয়ের ছাপটা দর্শকদের কাছ থেকে গোপন করে রাখতে পারল না মেহতা। কিন্তু এই সমূহ বিপদেও জোর করে মুখে হাসি ধরে রেখেছে সে, চাবুকটাও হাতছাড়া করেনি। নরম সুরে অনুরোধ উপরোধ করেও যখন কাজ হলো না, সপাং করে বাতাসে চাবুক মারল মেহতা। থমকে গেল সিংহের দল, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। আবার তারা দু'দিক থেকে টানতে শুরু করল তাকে। এবার মরিয়া হয়ে উঠতে বাধ্য হলো মেহতা। বুঝতে পারছে, আরেকটু দেরি হয়ে গেলে বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিতে হবে তাকে।

মেহতাকে কেন্দ্র করে চক্কর দিচ্ছে কয়েকটা সিংহ, মাথার ওপর হাত তুলে তাদের একজনের পিঠে সপাং করে চাবুক মারল সে। দাঁত-মুখ বিকৃত করে হিংস্র একটা ভঙ্গি করল সিংহটা, কিন্তু ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে শুরু করল সেই সাথে। তার দেখাদেখি আরো কয়েকটা পিছিয়ে যাচ্ছে। আবার চাবুক তুলল মেহতা। বাড়িটা এমনভাবে মারল এবার, পায়ের দিকে দাঁড়ানো দুটো সিংহের পিঠেই লাগল সেটা। গর্জে উঠল তারা, মেহতার পা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করল। চাবুক তুলতে হলো না, মান-সম্মান নিয়ে মেহতার বুক থেকে নেমে

গেল দখলদার সিংহটা। প্রথম আক্রমণকারীও ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল মেহতার ঘাড়। কিন্তু যেই উঠে দাঁড়িয়েছে সে, অমনি আবার চারদিক থেকে ধেয়ে এলো সিংহরা। এখানেই ট্রেনার হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিল মেহতা। সামনে পিছনে ডানে বাঁয়ে শত্রু, মাঝখানে দাঁড়িয়ে, এক জায়গায় লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে সে। তার হাতের চাবুকটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না দর্শকরা, আলোর ঝলকানির মতো সেটার উত্থান-পতনই শুধু লক্ষ্য করছে তারা। হিংস্র পশুরা ব্যথায় কাতরাচ্ছে, কিন্তু তাই বলে পিছু হঠার লক্ষণ নেই কারো মধ্যে। রিঙের বাইরে থেকে সহকারীরা সাহায্য করার প্রস্তাব দিল, মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল মেহতা। এই অনুষ্ঠানের জন্যে পনের মিনিট বরাদ্দ করা থাকে, কিন্তু এরই মধ্যে আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আরো পাঁচ মিনিট পর রক্তাক্ত অবস্থায় রিঙ থেকে বেরিয়ে এলো মেহতা, রিঙের ভেতর বারোটা পশুরাজ প্রচণ্ড ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে, তাদের চুপচাপ বসে থাকার হতাশ ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পরাজয় মেনে নিয়েছে তারা। ওদিকে উল্লাসে যে-যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সমস্ত দর্শক, মনরো আর টেমপলও বাদ যায়নি। প্রচণ্ড করতালিতে ফেটে পড়ছে এগজিবিশন হল।

এরপর রিঙের ভেতর এলো বারোটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে একজন জাপানী, হিদোহিকো কিডো। বারোটা বাঘের তর্জন-গর্জন দেখে মনে হলো, কিডোর অবস্থা মেহতার চেয়ে শোচনীয় না হয়ে যায় না। কিন্তু নিপুণ দক্ষতার সাথে বাঘগুলোকে শুধু বশ করেই রাখল না কিডো, প্রত্যেকটা বাঘকে দু'পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে মুসলমানী কায়দায় সালাম করিয়ে তবে রেহাই দিল।

এরপর অ্যারেনায় এলো ক্যারিকুলা, সে প্রমাণ করে ছাড়ল তার

শিম্পাঞ্জীরা তার চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধিমান প্রাণী। ক্যারিকুলা আর তার শিম্পাঞ্জীরা বিদায় নেবার পর রশির ওপর দেখা গেল দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ নওশাদকে। দুই কাঁধ আর দুই কোমরে দু'জন করে মেয়ে, তার মানে মোট আটজন মেয়েকে নিয়ে সরু রশির ওপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে গিয়ে তাক লাগিয়ে দিল সে। এবার হাই অয়্যার-ওয়াকিং কমেডিয়ান লেনির পালা। অনেক উঁচুতে, একটা চিকন রশির ওপর থেকে দশ ফুট নিচের আরেকটা চিকন রশিতে লাফ দিয়ে নামল সে। এইভাবে ভারসাম্য না হারিয়ে একের পর এক ঝাঁপ দিয়ে এক রশি থেকে আরেক রশিতে নামতে শুরু করল। এবং মাটির কাছাকাছি এসে, লাফ দিয়ে এবার ওপরের রশিতে উঠতে শুরু করল। এইভাবে ওপরের সর্বশেষ রশিতে উঠে গেল সে। নামা এবং ওঠার সময়, প্রতিবার দুটো করে ডিগবাজী খেল। মেক্সিকান টেসকো একজন নাইফ-থ্রোয়ার। চোখ বাঁধা অবস্থায় বিশ ফিট দূর থেকে একটা জ্বলন্ত সিগারেটে ছুরি মারতে পারে সে। এই রকম আরো প্রায় এক ডজন অনুষ্ঠান উপভোগ করল দর্শকরা। সব ক'টা রোমহর্ষক, রুদ্ধশ্বাসে দেখার মতো।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করল মনরো, 'সত্যি, মন্দ নয়!'

'ওই যে, এবার শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের হিরোর রোমাঞ্চকর অনুষ্ঠান,' ফিস ফিস করে বলল টেমপল।

আলোর উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে গেল। ঢিমে হয়ে গেল অর্কেস্ট্রার ঐকতান। করুণ সুরে বেজে উঠল বেহালা, কেমন যেন বিষাদময় হয়ে উঠল পরিবেশটা। দর্শককে যেন ভয়ংকর বিপদের পূর্বাভাস দেয়াই এর উদ্দেশ্য। তারপর আবার ফিরে এলো আলো। অনেক উঁচুতে ট্রাপিজ প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল ডোরাকাটা আঁটো পোশাক পরা তিনজন

লোককে। রঙিন জরি দিয়ে তৈরি পোশাকের ডোরা দাগগুলো আলোয় ঝলমল করছে। দু'পাশে শিষ্যদেরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবলা। ছয়টা রঙিন স্পটলাইট চোখ ধাঁধানো আলো ফেলেছে ওদের ওপর। পরনে ম্যাণ্ডারিন'স গাউন না থাকায় বাবলাকে এখন দীর্ঘদেহী. পেশীবহুল, শক্তিশালী দেখাচ্ছে। কাঁধ দুটো এখন আর সামান্য একটু চওড়া বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে বৃষ স্কন্ধ। এক নজরেই স্বীকার করে নিতে হয়, আদর্শ অ্যাথলেটের নিখুঁত কাঠামো। বাকি দু'জন তার চেয়ে সামান্য হালকা-পাতলা। কালো কাপড় দিয়ে ওদের তিনজনের চোখই বাঁধা।

ম্লান হতে হতে স্তব্ধ হয়ে গেল কনসার্ট আর বেহালা। বাবলা আর তার সহকারীরা মাথায় হুড পরছে। এগজিবিশন হলের ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা, সবাই অপলক চোখে তাকিয়ে আছে বাবলার দিকে।

'আশি ফিট ওপরে ওই প্ল্যাটফর্মে উঠতে বলা হলে আমি কিন্তু...'

'আমিও রাজি হবো না,' তাড়াতাড়ি টেমপল বলল, 'আমার তো তাকিয়ে থাকতেই ভয় করছে। শুনেছি, অনেকেই নাকি চোখ বুঁজে থাকে।'

কিন্তু চোখ বুঁজে থাকল না ওরা। আর সব দর্শকের সাথে চোখে বিশুদ্ধ অবিশ্বাস নিয়ে, মুগ্ধ বিস্ময়ের সাথে অন্ধ ঈগলদের অসম্ভব এরিয়াল রুটিন প্রত্যক্ষ করছে। অসম্ভব এই জন্যে যে অকস্মাৎ মাঝেমধ্যে অর্কেস্ট্রার ড্রাম পেটাবার শব্দ ছাড়া তাদের জানার কোনো উপায় নেই কে কোথায় আছে, বোঝার কোনো উপায় নেই কে কাকে কখন ধরবে। অথচ কারো হাত একবারও আর এক জোড়া অপেক্ষারত হাতকে শক্ত মুঠোয় ধরতে ব্যর্থ হলো না, একবারও বাড়ানো একজোড়া হাত ব্যর্থ

হলো না মৃদু কম্পমান একটা ট্রাপিজ ধরতে। একনাগাড়ে চার মিনিট ধরে রুদ্ধশ্বাসে এই অসম্ভব খেলা উপভোগ করল দর্শকরা। অনুষ্ঠান শেষে এগজিবিশন হলে আবার নেমে এলো পিন-পতন স্তব্ধতা। আবার ম্লান হয়ে এলো আলো। দর্শকরা যে-যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, উল্লাসে ফেটে পড়ছে সবাই।

'ওর শিষ্যদের সম্পর্কে কিছু জানো তুমি?' প্রশ্ন করল মনরো।

'তোফা আর সলোজা? না। তার দরকার আছে কি? আমি তো ধরেই নিয়েছি, কাজটা একজন মানুষের।'

'ঠিক তাই। এমনি জানতে চাইলাম। ভালো কথা, বাবলার উৎসাহ আছে তো? উদ্যোগী হবে?'

'ওর যা উৎসাহ তা আর কারো মধ্যে আশা করা যায় না। উদ্যোগ নেবে কিনা, তা অবশ্য নির্ভর করে আমাদের ওপর। আমাদের উদ্দেশ্যের পেছনে অসৎ কিছু নেই এটা তাকে বিশ্বাস করাতে হবে।' একটু থেমে কি যেন ভাবল টেমপল। তারপর বলল, কেন উৎসাহী, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। মরিসনও জানে না। ওপরমহল থেকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে, উৎসাহের কোনো অভাব হবে না বাবলার।' আবার একটু বিরতি নিল টেমপল, তারপর বলল, 'তবে, আমি নিজে তদন্ত চালিয়ে যতোটুকু জানতে পেরেছি, পোল্যাণ্ডে যেতে চাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বাবলার।'

'কি রকম?'

'সে এক লম্বা ইতিহাস। সংক্ষেপে বলছি। বছর কয়েক আগে বাবলার ওস্তাদ ভ্লাদিমির সবোক সপরিবারে স্বদেশে বেড়াতে যায়। পরিবারের সবাই, মোট সাতজন, সার্কাস পার্টির সদস্য। ছুটি কাটিয়ে

ফেরার সময় সিক্রেট পুলিশ ওদেরকে ধাওয়া করে। কারণটা আমি জানি না, আর কেউ জানে কিনা তাও আমার জানা নেই। দেশ থেকে ওদের-কে বেরুতে দেয়া হবে না বুঝতে পেরে গোপনে বর্ডার ক্রস করার চেষ্টা করে ওরা, এবং ধরা পড়ে যায়। তবে সবাই নয়। ভ্লাদিমির সবোক তার দুই ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্ত্রী, ছোটো ছেলে আর যুবতী এক মেয়ে সিক্রেট পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তাদের কপালে কি ঘটেছে তা জানা যায়নি, স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে তারা। এই দুঃখ আর শোক সহ্য করতে না পেরে দুই বছর পর মারা গেছে ভ্লাদিমির সবোক।'

'কিন্তু এসবের সাথে বাবলার সম্পর্ক কি?'

'ভ্লাদিমির সবোক বাবলার ওস্তাদ ছিল,' বলল টেমপল। 'একজন বাঙালী হিসেবে ওস্তাদকে বাবলা জন্মদাতার পরই স্থান দেয়। ভ্লাদিমির সবোক মারা যাবার আগে, শিষ্য বাবলা তাকে কথা দেয়, বেঁচে থাকলে জীবনে একবার অন্ততঃ সে তার ওস্তাদ-মাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে। তাছাড়া, গুজব আছে, ওস্তাদের মেয়ে সাফিনার ওপর নাকি বাবলার একটু দুর্বলতা ছিল।'

'কথা দিয়েছে বলেই সে-কথা রাখার জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করার ঝুঁকি নেবে, তা না-ও তো হতে পারে।'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, ওপরমহল থেকে জানানো হয়েছে এ-ধরনের কাজে উৎসাহের কোনো অভাব হবে না ওর। এই কথা দিয়ে হয়ত সাফিনার ওপর তার দুর্বলতার কথাই বোঝানো হয়েছে।' হঠাৎ মুচকি একটু হাসল কর্ণেল। 'তাছাড়া, এই ব্যাপারটার পেছনে এতো বেশি সময় নষ্ট করেছ তুমি, পোলাণ্ডে যেতে রাজি হলেই ভালো করবে বাবলা। প্রশ্ন হলো, এসবে চেয়ারম্যান মিঃ ক্রিস্টোফার বায়রণের

সায় আছে তো ?'

'আছে।'

আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলো। অন্ধ ঈগলরা এখন মাটি থেকে বিশ ফিট ওপরে একটা অয়্যার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা তার সোজা এগিয়ে গেছে সেন্টার রিঙের আরেকটা প্ল্যাট-ফর্মের দিকে। বাকি দুটো রিঙ খালি, এবং মাটিতে অপর একজন পার-ফরমার ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আবার সেই পিন-পতন স্তব্ধতা নেমে এসেছে হলে। থেমে গেছে কনসার্ট।

একটা বাই-সাইকেলে চড়ল বাবলা। তার দুই কাঁধের ওপর একটা লম্বা কাঠের য়োক (Yoke) স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা রয়েছে। তার একজন শিষ্যের হাতে দেখা যাচ্ছে একটা বারো ফুট লম্বা স্টীল পোল। প্যাডেল মেরে সামনে এগোল বাবলা, সাইকেলের সামনের চাকা প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে এসে স্থির হলো। অপেক্ষা করছে সে।

স্টীল পোলটা য়োকের খোদাই করা খাঁজে গলিয়ে দিল তোফা। পোলের দুই প্রান্ত বাবলার দুই কাঁধ ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে দু'দিকে। কোনো কিছুর সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা নয় পোলটা, সম্পূর্ণ আলগা অবস্থায় রয়েছে। এবার বাবলা তার দুটো পা-ই তুলে দিল সাইকে-লের দুটো প্যাডেলে। একই সাথে, তোফা আর সলোজা দুই ভাই একযোগে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ধরে ফেলল পোলের দুই প্রান্ত, প্ল্যাটফর্ম থেকে পা সরিয়ে নিয়ে ঝুলে পড়ল শূন্যে। ওদের ভারে তারটাও একটু ঝুলে পড়ল; কিন্তু এক চুল এদিক ওদিক নড়ল না বাবলা। ধীর এবং সমান গতিতে সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

পরবর্তী কয়েকটা মিনিট পোলের ওপর দুই শিষ্যকে নিয়ে তারের ওপর দিয়ে সামনে পিছনে বার বার যাওয়া-আসা করল বাবলা। ভার-

সাম্য রক্ষার আংশিক কৃতিত্ব তার, প্রায় গোটা ব্যাপারটাই তোফা আর সলোজার নিখুঁত সময়-জ্ঞানের জন্যে সম্ভব হয়ে উঠল। তারের ওপর সাইকেল চালাচ্ছে বাবলা, এরই মধ্যে দুই ভাই অত্যন্ত জটিল এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু শারীরিক কসরৎ দেখাল। মাঝে একবার কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে সম্পূর্ণ স্থির ভাবে সাইকেলটাকে দাঁড় করিয়ে রাখল বাবলা, সেই সুযোগে দুই ভাই তোফা আর সলোজা একযোগে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোল খেতে খেতে ক্রমশঃ দূরত্ব আর গতিবেগ বাড়িয়ে, হঠাৎ এক সময় একই সাথে দু'জোড়া পা আকাশের দিকে তুলে দিল। ওদের দু'জোড়া হাত পোল ধরে আছে, কিন্তু মাথা দুটো নিচে, পা দুটো ওপর দিকে খাড়া করা। দম বন্ধ করে আছে দর্শকরা। তারা শুধু বাবলা আর তার শিষ্যদের অনুষ্ঠান দেখছে না, ওদের নিচে যারা রয়েছে তাদেরকেও দেখছে। ঝুলন্ত তার থেকে ঠিক বিশ ফিট নিচে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে সেই বারোটা আফ্রিকান সিংহ। লোভাতুর দৃষ্টিতে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে তারা, হিংস্রভঙ্গিতে মুখ ঝাপটা দিচ্ছে, গরগর করছে আক্রোশে।

অনুষ্ঠান শেষ হতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন সবার, হলের ভেতর ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শোনা গেল কিছুক্ষণ, স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই। তারপর আবার সেই আগের মত যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দর্শকরা। চিৎকার, করতালি আর শিসে মুখর হয়ে উঠল হল।

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলল মনরো। 'এর বেশি সহ্য করার শক্তি আমার নার্ভের নেই। মিঃ বায়রণ আমাকে অনুসরণ করবেন। খানিক পর ফিরে আসবেন তিনি, নিজের চেয়ারে ফেরার সময় তিনি যদি তোমার সাথে ধাক্কা খান, মনে করবে কথা বলতে রাজি হয়েছে বাবলা। শো শেষ

হয়ে গেলে ভদ্রতাসূচক দূরত্ব বজায় রেখে তুমি মিঃ বায়রণকে অনুসরণ করবে।' কোনো রকম ইঙ্গিত না করে, বা বিশেষভাবে কোনো দিকে না তাকিয়ে অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল মনরো, বেরিয়ে গেল এগজিবিশন হল থেকে। তাকে অনুসরণ করলেন ক্রিস্টোফার বায়রণ।

মনরোকে নিয়ে নিজের খাস-কামরায় চলে এলেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। অত্যন্ত বিলাস-বহুল আসবাবে সাজানো কামরাটা, শুধু গোপনীয় কোনো কাজ করার দরকার হলে অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো অতিথি এলে এটা ব্যবহার করেন তিনি। অফিশিয়াল কাজ করার জন্যে অ্যারেনার ঠিক বাইরেই আরেকটা অফিস কামরা আছে তাঁর।

দি বেস্ট সার্কাস পার্টির মোবাইল আস্তানা এটা। বিরাট এক কমপ্লেক্সের অতি ক্ষুদ্র অংশ এই অফিস। এই ট্রেনের ওপরই রাত কাটায় সার্কাসের প্রতিটি প্রাণী। মোবাইল আস্তানাটা অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে ভাগ করা হয়েছে, ট্যুরে থাকার সময় এই ট্রেনে সার্কাসের সমস্ত পশুকে আশ্রয় দেয়া হয়। শেষ প্রান্তে, ব্রেক-ভ্যানের পরেই, প্রকাণ্ড আকারের চারটে ফ্ল্যাট-কার রয়েছে, ভারি সমস্ত যন্ত্র আর মেশিনপত্র রাখা হয় ওগুলোয়। মেশিনের মধ্যে ক্রেন থেকে ট্রাক্টর পর্যন্ত সব আছে, সুষ্ঠুভাবে সার্কাস দেখাবার জন্যে এগুলোর প্রয়োজন হয়। সংক্ষেপে, এই মোবাইল আস্তানাটা ছোটোখাটো একটা বিস্ময়। ট্রেনের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা নির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনার অধীনে সদ্ব্যবহার করা হয়। আকারে বিশাল এক দৈত্য বলা যেতে পারে ট্রেনটাকে, লম্বায় আধ মাইলেরও বেশি।

হুইস্কির গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নিল মনরো। বলল, 'বাবলাকে দরকার আমাদের। রাজি হবে বলে মনে করেন? রাজি না হলে আপনাদের

ইউরোপ ভ্রমণের প্রোগ্রামটা বাতিল না করে দিয়ে উপায় কি!'

'বাবলা?' মোটা একটা চুরুট দুই সারি দাঁতের মাঝখানে নিয়ে হাসলেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। 'রাজি হবে না মানে? ও তো একপায়ে খাড়া হয়ে আছে।'

মনরোর দুই ভুরুর মাঝখানে একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো, একটু বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইল সে, 'কারণ?'

'দুটো। এক, ভয় বলে কিছু জানে না বাবু। তার প্রমাণ নিশ্চয়ই পেয়েছেন আপনিও। দুই, সে তার ওস্তাদের ঋণ শোধ করতে চায়।'

'ওখানে যেতে পারলেই ওস্তাদ-মায়ের জন্যে কিছু করতে পারবে, তা সে ভাবছে কেন?'

'এর উত্তর প্রথম কারণটার মধ্যে নিহিত রয়েছে,' বললেন বায়রণ। 'ভয় বলে কোনো কিছুর সাথে পরিচয় নেই তার।'

'কিন্তু আমরা তাকে আমাদের কাজের জন্যে পাঠাতে চাই, মিঃ বায়রণ,' বলল মনরো।

'আমাদের লতিফুর রহমান বাবু একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি,' গম্ভীর গলায় বলল বায়রণ। 'সে যদি স্বেচ্ছায় কোনো দায়িত্ব নেয়, সেটা পালন করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবে না। এর চেয়ে বড় সার্টি-ফিকেট আমি আর কি দিতে পারি আপনাকে?'

'ভেরি গুড।'

'এবার তাহলে কাজের কথা হোক...'

'আমার সাথে? আরে না!' বলল মনরো। 'আপনাদের সাথে কথা বলবে কর্ণেল টেমপল, এ-ব্যাপারে আমার চেয়ে সে-ই বেশি জানে।'

'কর্ণেল টেমপল?'

'আমার পাশের সীটে যাকে বসে থাকতে দেখেছেন।'

'সি. আই. এ.-তে আপনারা ইউনিফর্ম পরা লোকও রাখেন তা তো জানা ছিল না আমার!'

'রাখা হয় না,' বলল মনরো। 'এটা একটা ব্যতিক্রম।' কর্ণেল টেমপল যে আদৌ কর্ণেল নয়, তার ইউনিফর্মটা ছদ্মবেশ, এসব কথা ক্রিস্টোফার বায়রণকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করল না সে। 'সে যাই হোক, একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে অনুরোধ করব আপনাকে। কোনো অবস্থাতেই, প্রকাশ্যে কিম্বা গোপনে আপনি বা বাবলা অথবা আপনার সার্কাসের অন্য কেউ আমার সাথে যেন যোগাযোগ করার চেষ্টা না করে। আর, ভুলেও আমার অফিসের দিকে পা বাড়াবেন না আপনি। কয়েক ডজন বিদেশী গুপ্তচর ওই অফিসের দরজার ওপর রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা তীক্ষ্ণ নজর রাখে।'

শো শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল টেমপল। দর্শকদের সাথে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝাড়া এক মিনিট হাততালি দিল। তারপর ক্রিস্টোফার বায়রণের দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে এলো এগজিবিশন হল থেকে। বায়রণ আগেই তাকে সিগন্যাল দিয়েছেন।

সার্কাস থেকে বেরিয়ে এসে বৃষ্টি মাথায় করে একটা গলির ভেতর ঢুকল সে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাঁটার গতি আরো একটু মন্থর করে আনল, তাকে অনুসরণ করতে বায়রণের যেন কোনো অসুবিধে না হয়। গলির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে গাঢ় রঙের লিমুসীন গাড়িটা। ব্যাক সীটে উঠে পড়ল টেমপল। সীটের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা ছায়ামূর্তি—তাকে উঠতে দেখে নড়লও না, কথাও বলল না। ছায়ার মধ্যে বসে রয়েছে বলে তার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে না টেমপল।

'হ্যালো, আমি টেমপল। আশা করি আপনাকে কেউ আসতে দেখে নি ?'

ছায়ামূর্তি নয়, উত্তর দিল ড্রাইভার, 'সতর্ক নজর রেখেছিলাম, স্যার। কেউ অনুসরণ করেনি আমাদেরকে। এই বৃষ্টির মধ্যে কার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, অনুসরণ করবে !'

'তা ঠিক,' ছায়ামূর্তির দিকে তাকাল টেমপল। 'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে গর্ব অনুভব করছি।' এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল সে। 'আপনাকে নিয়ে এই যে একটু লুকোচুরি খেলতে হচ্ছে, এর জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। আসলে, সাধারণ কাজেও সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের স্বভাবের অঙ্গ হয়ে গেছে—অভ্যাসের দোষ আর কি। অবশ্য এই ব্যাপারটা মোটেও সাধারণ নয়।' কিছু একটা জবাব পাবে আশা করে চুপ করে থাকল টেমপল। কিন্তু নিরাশ হতে হলো তাকে। অগত্যা নিজেই আবার মুখ খুলল, 'আমরা শুধু আপনার এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছি এখানে—এই যে, এসে গেছেন তিনি।' দরজা খুলে দিল সে, ভেতরে ঢুকলেন ক্রিস্টোফার বায়রণ।

'পয়েন্টন স্ট্রীট,' মৃদু গলায় বলল টেমপল।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার, স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলল না কেউ। ক্রিস্টোফার বায়রণকে একটু অস্থির দেখাচ্ছে, বার বার পিছন ফিরে তাকাচ্ছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বললেন, 'আমাদেরকে বোধহয় অনুসরণ করা হচ্ছে।'

'সেটাই কাম্য,' বলল টেমপল। 'অনুসরণ না করলে ওই গাড়ির ড্রাইভার কালকেই চাকরী হারাবে। গাড়িটা আমাদেরকে অনুসরণ করছে, যাতে অন্য কোনো গাড়ি আমাদেরকে অনুসরণ করতে না পারে।'

'আই সি!' চাপা গলায় বললেন বায়রণ। শহরের অভিজাত এলাকা ছেড়ে গাড়িটা এঁকেবেঁকে যতোই বিশ্রি এলাকার ভেতর ঢুকছে ততোই গম্ভীর হয়ে উঠছেন তিনি। প্রায় অন্ধকার একটা গলির ভেতর ঢুকল গাড়ি। থামল একটা দোতালা বাড়ির গেটের সামনে। 'শহরের এই এলাকাটাকে আপনি ভদ্র এলাকা বলতে পারেন না,' অসন্তোষ প্রকাশ পেল বায়রণের কথায়। 'আর, এই বাড়িটা·····এটা একটা কুখ্যাত বাড়ি।'

'কোনো সন্দেহ নেই,' সহাস্যে বলল টেমপল। 'আমরাই এটার মালিক। প্রয়োজনে খুব কাজ দেয়। এখানে যে মেয়েরা থাকে তারা সাংঘাতিক অতিথিপরায়ণাও বটে। এখন বলুন, কে বিশ্বাস করবে ক্রিস্টোফার বায়রণ এই বাড়িতে ঢুকবেন? আসুন।'

তিন

কুখ্যাত আর পুরানো হলেও বাড়িটার সিটিং রুম অত্যন্ত সৌখিন আর আরামদায়ক আসবাবে সাজানো। নরম কার্পেটে পা ডুবে যায়। সোফা, আর্মচেয়ার, ডিভান, ইজিচেয়ার বিরাট জায়গা নিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। কামরার মাঝখানে একটা ফায়ারপ্লেস, তাতে কয়লার আগুন জ্বলছে, কিন্তু ধোঁয়া নেই। পাশাপাশি দুটো আর্মচেয়ারে বসে আছেন বায়রণ আর বাবলা। একটা পোর্টেবল ককটেল কেবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে গ্লাসে পানীয় ঢালছে টেমপল।

ধীর-স্থির ভঙ্গিতে, সতর্কতার সাথে জানতে চাইল বাবলা, 'কথা-গুলো আবার একবার বলুন, প্লীজ। অ্যান্টি-ম্যাটার না কি যেন, ওটা সম্পর্কে।'

ঘুরে দাঁড়াল টেমপল, দু'জনের হাতে হুইস্কির দুটো গ্লাস ধরিয়ে দিল। ককটেল কেবিনেটের কাছে ফিরে গিয়ে নিজের গ্লাসটা তুলে নিল সে, ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বিকৃত করল মুখটা, বলল, 'প্রশ্নটা আপনি করবেন, সে ভয় আমার ছিল। জানি, প্রথম বার আমার বলায় কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়নি, তার কারণ, আপনাকে যা বলতে হবে তা আগেই আমি মুখস্থ করে রেখেছি—বলেও গেছি তোতাপাখির শেখানো বুলির মতো। কেন মুখস্থ করেছি? কারণ, আমি নিজেই জানি না আসলে ব্যাপারটা কি।' জুলফির নিচেটা একটু চুলকে নিল সে। 'এইবার বলার সময় আমার সাধ্য অনুযায়ী ব্যাপারটাকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করব আমি। তাহলে হয়ত, আমি নিজেও এর ভেতরের ব্যাপারগুলো কিছুটা বুঝতে পারব।'

বায়রণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু বাবলা নির্বিকার, চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল সে। কিন্তু ধরাল না।

'ম্যাটার বা বস্তু মাত্রই, আমরা জানি, অ্যাটম দিয়ে তৈরি। আর অ্যাটম কি দিয়ে তৈরি? এই প্রশ্নের সহজ কোনো উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। অ্যাটম অত্যন্ত জটিল একটা ব্যাপার, বিজ্ঞানীরা অ্যাটমের জটি-লতা নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছেন বললেও বেশি বলা হয় না। তাঁদের সমস্যার সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, অ্যাটম সম্পর্কে যতো গবেষণা করছেন তাঁরা, অ্যাটমের অরো জটিলতাই শুধু আবিষ্কৃত হচ্ছে তাতে, এর যেন কোনো শেষ নেই। কিন্তু আমরা সহজ বুদ্ধিতে

যেটা বুঝি, অ্যাটমের মৌলিক উপাদান দুটো—ইলেকট্রন আর প্রোটন। আমাদের এই পৃথিবীতে, অথবা বলা যেতে পারে আমাদের এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ইলেকট্রন অবধারিতভাবে নেগেটিভলি চার্জড্, আর প্রোটন পজিটিভলি চার্জড্। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের সায়েন্টিস্ট আর অ্যাস্ট্রো-নমারদের জীবন উত্তরোত্তর অশান্তিময় আর কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠছে, তার একটা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে—এই কিছুদিন আগে জানা গেছে এমন কিছু পদার্থও আছে, আল্লাই জানে কি দিয়ে তৈরি, যা আলোর চেয়েও কয়েক গুণ বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানী মহলকে সাংঘাতিক ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছে। ভয়ংকর অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন তাঁরা। কারণ, তাঁরাই এর আগে বলেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, আলোর গতির চেয়ে দ্রুত ভ্রমণ করতে পারে এমন কিছু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নেই, থাকতে পারে না। সে যাই হোক, আমাদের প্রসঙ্গ এটা নয়।

ডিকি আর অ্যাণ্ডারসন, দুজন অ্যাস্ট্রোনমার এরা, থিয়োরিটিক্যাল ক্যালকুলেশনের ওপর ভিত্তি করে বেশ কিছু দিন আগে আবিষ্কার করে ছেন যে পজিটিভলি চার্জড্ ইলেকট্রন নিশ্চয়ই আছে, না থেকে পারে না। পজিটিভলি চার্জড্ ইলেকট্রনের অস্তিত্ব দুনিয়ার সবাই আজ স্বীকার করে নিয়েছে, ইদানিং তার নাম করা হয়েছে পজিট্রন (Positron)। এর পরই, গোটা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে দিয়ে আবিষ্কৃত হলো —বার্কলেতে—অ্যান্টি প্রোটনের অস্তিত্ব, এগেইন ইলেক্‌ট্রিক্যালি অপজিট টু আওয়ার প্রোটন। পজিট্রন আর অ্যান্টি-প্রোটনের কমবিনেশনের ফলে যে জিনিসটা তৈরি হয় তাকেই আজকাল অ্যান্টি-ম্যাটার বলা হচ্ছে। অ্যান্টি ম্যাটারের অস্তিত্ব আছে, এ-কথা এখন আর কোনো সিরিয়াস বিজ্ঞানী অস্বীকার করেন না।

'এবং তাঁরা সবাই এ-ব্যাপারে একমত যে যদি একটা ইলেকট্রন আর পজিট্রন অথবা প্রোটন আর অ্যান্টি-প্রোটনের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে কিম্বা দুটো সেটের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, তার পরিণাম ভয়ংকর ধ্বংসকারী হতে বাধ্য। সংঘর্ষ ঘটলেই পরস্পরকে তারা নিশ্চিহ্ন করবে, এবং মারাত্মক গামা রশ্মি বিকিরণ ঘটিয়ে, প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের সাথে এমন তীব্র উত্তাপ সৃষ্টি করবে যে দশ মাইলের মধ্যে কিম্বা হয়ত একশো মাইলের মধ্যে সমস্ত প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ-ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো দ্বিমত বা বিতর্ক নেই। একটা আনুমানিক হিসেবে জানা গেছে, সূর্যের দিকে মুখ করে থাকা পৃথিবীর কোথাও মাত্র দুই গ্রাম অ্যান্টি-ম্যাটার আঘাত করলে সাথে সাথে সমস্ত প্রাণীর অস্তিত্ব তো মুছে যাবেই সূর্যের আকর্ষণ অগ্রাহ্য করে কক্ষপথ থেকে সৌরজগতের বাইরে ছিটকে পড়বে এই গ্রহ। অবশ্য, সংঘর্ষ ঘটার সাথে সাথে যদি গ্রহটা ধূলিকণায় পরিণত না হয়।'

'উর্বর মস্তিষ্কের অনেক খাটনির ফসল, সন্দেহ নেই,' বললেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। 'মনে হচ্ছে, কল্প-কাহিনী শুনছি।'

'বলার সময় আমারও তাই মনে হয়েছে। কিন্তু এসব যখন আমাকে শোনানো হয়েছিল, বিশ্বাস করি এই ভান না করে উপায় ছিল না আমার—যাই হোক, এখন কিন্তু ভান করার দরকার নেই, বিশ্বাস করতে শুরু করেছি আমি।'

'শুনুন। তার আগে ···আচ্ছা, এই অ্যান্টি-ম্যাটার তো আর আমাদের দুনিয়ায় নেই, তাই না?'

'অ্যান্টি-ম্যাটার কোনো জিনিসের সংস্পর্শে এলেই তাকে ধ্বংস করবে, এটাই তার ধর্ম। কিছুই যখন ধ্বংস হয়নি এখনও, আমরা নিঃ-

সন্দেহে ধরে নিতে পারি যে, না, অ্যান্টি-ম্যাটার পৃথিবীতে নেই।'

'যে জিনিস নেই সে জিনিস আসে কোত্থেকে? তার অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব?'

'তা আমি জানব কিভাবে?' কথাটা একটু অধৈর্যের সাথে বলে ফেলল টেমপল। কিন্তু অভদ্র হবার কোনো ইচ্ছে ছিল না ওর, আসলে বিজ্ঞানের এই সমস্ত কচকচি ওর নিজেরই ভাল লাগছে না, অচেনা ঘোলা পানিতে ডুব দিতে অস্বস্তিবোধ করছে। 'আমরা মনে করি আমাদের এই বিশ্বটাই একমাত্র বিশ্ব—কিন্তু এই মনে করাটা তো সত্যি নাও হতে পারে, তাই না? কে জানে, আমাদের এই দুনিয়ার পিছনে হয়তো আরো একটা দুনিয়া আছে, কিম্বা আরো অনেকগুলো দুনিয়া আছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তাভাবনা আর হিসেব করে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে এই রকম আরো বিশ্ব যদি থাকে, সেগুলোর একটা বা কয়েকটার অ্যান্টি-ম্যাটার দিয়ে তৈরি না হবার কোনো কারণই নেই।' গম্ভীর চেহারা নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল টেমপল, তারপর বলল, 'অন্য কোথাও যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থেকে থাকে, তারাও বোধ হয় ভাবছে, আমাদের এই পৃথিবী অ্যান্টি-ম্যাটার দিয়ে তৈরি। কে জানে, এমনও হতে পারে যে আমাদের এই বিশ্ব তৈরি হবার সময় নষ্ট বা বাতিল কিছু জিনিস ফেলে দেয়া হয়েছিল, তাই দিয়েই তৈরি হয়েছে ওই বিশ্ব বা বিশ্বগুলো। জোর দিয়ে কিছু বলা যায়?'

'তার মানে,' এতোক্ষণে কথা বলল বাবলা, 'গোটা ব্যাপারটাই একটা ধারণামাত্র। ধরে নেয়া হচ্ছে, এই রকম হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। যাকে বলে, থিয়োরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন্স। কোন প্রমাণ নেই।'

'প্রমাণ?' মৃদু হাসল টেমপল। 'আমাদের ধারণা, প্রমাণ আছে,

মিঃ রহমান। উনিশশো আট সালে লোক-বসতিহীন নর্দার্ণ সাইবেরিয়ায় যে ঘটনাটা ঘটে সেটাকেই আমরা প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করতে চাই। ঘটনাটা ঘটে যাবার প্রায় বিশ বছর পর রাশান বিজ্ঞানীরা তদন্ত করতে গিয়ে দেখেন একশো বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে যেখানে যতো গাছ ছিল সব প্রচণ্ড উত্তাপে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। লক্ষ্য করুন, আগুনে নয়, উত্তাপে। চোখের পলকে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সমস্ত গাছ। কোনো কোনো জায়গায় দেখা গেছে, গাছগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কাঠ বলে কিছু নেই, সবটাই ছাই। এই ভয়ংকর ঘটনা নিউইয়র্ক অথবা লণ্ডনে ঘটলে শহরটা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হতো।'

'প্রমাণ,' বাবলা বলল, 'আমরা প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, মিঃ টেমপল।'

'প্রমাণ। আউটার স্পেস থেকে উল্কা ছাড়া আর কিছু এসে আমাদের এই পৃথিবীকে আঘাত করেনি, সাধারণতঃ এটাই ধরে নেয়া হয়। কিন্তু নর্দার্ণ সাইবেরিয়ার ওই ঘটনার জন্যে কোনো উল্কা দায়ী নয়। একশো বর্গ মাইল এলাকা ধ্বংস করতে পারে, এতো বড় উল্কা পড়লে তা অনেক দূর থেকে দেখতে পাবার কথা, কিন্তু তা দেখা যায়নি তাছাড়া, উল্কা পড়লে তার প্রমাণ পাওয়া যাবেই, এক্ষেত্রে তাও পাওয়া যায়নি। কোথাও কোনো বড় গর্ত দেখতে পায়নি বিজ্ঞানীরা। অথচ আরিজোনা আর আফ্রিকায় যতো বড় বড় উল্কা পড়েছে সেগুলো প্রত্যেকটা গভীর গর্ত রেখে গেছে। ঘটনাটা বিশ্লেষণ করে একমাত্র এবং অপরিহার্য যে সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়েছে তা হলো, সাইবেরিয়ায় অ্যান্টি-ম্যাটার আঘাত করেছিল। ওই অ্যান্টি-ম্যাটারের পরিমাণ—এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের একশো ভাগ।'

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন

ক্রিস্টোফার বায়রণ, 'সে যাই হোক, এর আগেই এ ব্যাপারে কথা বলেছি আমরা। তবে দ্বিতীয় বার আলোচনা করে আরেকটু পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল বটে। কিন্তু সবটা পরিষ্কার হলো না। তাহলে?'

'বছর পনের আগে বিজ্ঞানীমহলে একটা প্রশ্ন ব্যাপকভাবে আলোড়ন তুলেছিল। প্রশ্নটা ছিল, রাশানরা কি অ্যান্টি-ম্যাটার আবিষ্কার বা তৈরি করেছে? কিন্তু প্রশ্নটা তখন হেসেই উড়িয়ে দেয়া হয়, কারণ, সবাই জানে অ্যান্টি-ম্যাটারের ধর্ম সংস্পর্শে আসা মাত্র ধ্বংস করা, তাই তাকে তৈরি করা বা সংরক্ষণ করা অসম্ভব।

'অসম্ভব বলে মনে করা হতো। কিন্তু ইদানিং কেউ কেউ ভাবছেন, এখন যদি সম্ভব হয়? কিম্বা তৈরির সম্ভাবনা দেখা দিয়ে থাকে? যে দেশ এই রহস্যের অধিকারী হবে, তার হাতের মুঠোয় চলে আসবে গোটা পৃথিবী। আর সব দেশকে জিম্মী হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে সে। অ্যান্টি-ম্যাটারের তৈরি মারণাস্ত্রের কাছে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র খোকার হাতের খেলনা বলে মনে হবে।'

অনেকক্ষণ কথা বলল না কেউ। এবারও ক্রিস্টোফার বায়রণ নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, 'আপনি যেভাবে কথা বলছেন, তাতে আমার মনে হচ্ছে, এ-ধরনের মারণাস্ত্র আছে বা থাকতে পারে বলে মনে করার পেছনে যুক্তি রয়েছে আপনার।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করার পেছনে যুক্তি আছে বৈকি। অ্যান্টি-ম্যাটার থাকতে পারে, এই সম্ভাবনা বেশ কয়েক বছর থেকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সব আধুনিক দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীগুলোকে।'

'বোঝাই যাচ্ছে, রহস্যটা আমাদের হাতে নেই, থাকলে এতো কথা বলার দরকার হতো না আপনার।'

'হতো না।'

'আমাদের দেশে নেই, আমাদের মিত্র কোনো দেশের কাছেও নেই—আমি ইংল্যাণ্ড বা ওই ধরনের মিত্রদের কথা বলছি। থাকলে আমাদের দুঃশ্চিন্তার কিছু ছিল না।'

'কেন?' ব্যাখ্যাটা জানা আছে ক্রিস্টোফার বায়রণের, কিন্তু টেমপলের মুখ থেকে শুনে নিশ্চিত হতে চান তিনি।

'কারণ, মিত্রদের কাছে মারণাস্ত্রটা থাকলে সংকট মুহূর্তে মিত্ররা আমাদের সাথে হাত মেলাবে। কেননা, তারা জানে, আমাদের একটা দায়িত্ববোধ আছে, একটা আদর্শ আছে। তাছাড়া, তাদের তরফ থেকে আমাদের বিপদ ঘটার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।'

'তার মানে, বিপদ ঘটাতে পারে, আপনাদের আদর্শের তেমন তোয়াক্কা করে না, এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন একটা দেশের কাছে এই মারণাস্ত্র আছে বা থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন আপনারা, যে দেশ সংকট মুহূর্তে বন্ধুও হবে না, দায়িত্ববোধেরও পরিচয় দেবে না।'

'ঠিক তাই,' বলল টেমপল। মনরোর মন্তব্য মনে মনে সমর্থন করল সে। ক্রিস্টোফার বায়রণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ।

'মিঃ মনরোর সাথে কিছু কিছু ব্যাপারে কথা হয়েছে আমার, কয়েকটা ব্যাপারে সমঝোতায়ও পৌঁচেছি আমরা,' বললেন বায়রণ। 'কিন্তু এসব বিষয়ে কোনো কথা তিনি তো আমাকে বলেননি।'

'বলার সময় হয়নি, তাই।'

'তার মানে এখন সময় হয়েছে?'

'হয় এখন, না হয় কখনোই নয়।'

'এই ফর্মুলা বা রহস্য অথবা যাই হোক, আপনারা এটা পেতে চান, তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন আপনি।'

'আর সব দেশের তুলনায় আমাদের দেশের দায়িত্ববোধ বেশি, তা কে বলল আপনাকে ? সংকট মুহূর্তে শুধু আমরাই সুবুদ্ধির পরিচয় দেবো, এই গ্যারান্টি কে দিচ্ছে ?'

'মার্কিন সরকারের বেতনভুক কর্মচারী আমি। এই বিতর্কে অংশ-গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই আমার। আমাকে যা করতে বলা হবে আমি তাই করব।'

'আশা করি আপনার জানা আছে যে ঠিক এই রকম ভাবনা-চিন্তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর গেস্টাপোর লোকেরাও করতো ? তারাই শ্রেষ্ঠ, সমস্ত দায়িত্ববোধ শুধু তাদেরই আছে, যেখানে যতো শক্তি আছে সব তাদের মুঠোয় চলে আসা দরকার—এইসব ভাবত তারা। আপনারাও কি ঠিক তাই ভাবছেন না ?'

'আপনি ভুল করছেন,' দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ করল টেমপল। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরো ক্ষমতার কোনো দরকার নেই—আর্মড পাও-য়ারের কথা বলছি আমি। আশা করি আপনারও জানা আছে, এই পৃথিবীকে ধ্বংস করার পরও যথেষ্ট ক্ষমতা আমাদের হাতে থেকে যাবে,' মৃদু একটু হাসল সে। তারপর খালি গ্লাসগুলো তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

গ্লাসে হুইস্কি নিয়ে আবার ফিরে এলো টেমপল। নিজে ধূমপান না করলেও লাইটার জ্বেলে বায়রণের চুরুটটা ধরিয়ে দিল। বাবলাকে সিগারেট অফার করল সে, কিন্তু হাতের সিগারেটটা দেখিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করল বাবলা।

'কল্পনা করতে পারেন,' বলল টেমপল, 'অ্যান্টি-ম্যাটার রহস্য যদি সেন্ট্রাল আফ্রিকার দু'জন একনায়কের হাতে পড়ে, কি তার পরিণতি হবে ?' বায়রণকে নিরুত্তর দেখে আবার বলল সে, 'আমরা সহজভাবে ধরে নিয়েছি, দায়িত্ববোধ আর সবার চেয়ে আমাদের বেশি। তা সত্যি

কিনা, সে বিচারের ভার অবশ্য আপনাদের ওপর।'

'আশা করি সেটাই বোধহয় সত্যি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাসটা গোপন করল টেমপল। 'তাহলে কি আমি ধরে নেবো, আপনি সহযোগিতা করবেন?'

'সহযোগিতা করতে না চাইলে আপনার সাথে দেখা করতাম?'

নড়েচড়ে বসল বাবলা। 'কিন্তু এসবের মধ্যে আমি আসছি কোত্থেকে? আমার কাছ থেকে কি চান আপনি?'

হঠাৎ উপলব্ধি করল টেমপল, এই লোকের সাথে ঘোর-প্যাঁচ চলবে না। সহজ কথা সরাসরি সহজ ভাবে বলতে হবে একে। স্বেচ্ছায় রাজি হলে হলো, তা না হলে একে রাজি করানো কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল সে, 'ওটা আমাদেরকে নিয়ে এসে দিন।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল বাবলা। ককটেল ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে নিজের গ্লাসে হুইস্কি ঢালল খানিকটা। এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে জানতে চাইল, 'তার মানে চুরি করতে বলছেন আমাকে?'

'না। নিয়ে আসতে বলছি। একজন উন্মাদের কাছ থেকে একটা ছুরি কেড়ে নেয়াটাকে চুরি করা বলবেন আপনি?'

হাতের সিগারেটটা এতোক্ষণে ধরাল বাবলা। 'কিন্তু আমাকে কেন?'

'কারণ, অসাধারণ কয়েকটা ক্ষমতা রয়েছে আপনার। কিন্তু আপনার কাছ থেকে মোটামুটি একটা ইতিবাচক উত্তর না পেলে আপনার ওই ক্ষমতাগুলো ঠিক কি কাজে লাগবে তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারছি না আমি। আপনাকে শুধু জানাতে পারি, অ্যান্টি-ম্যাটারের একটা মাত্র ফর্মূলার অস্তিত্ব আছে, একজন মাত্র লোকের কাছে আছে, এবং

একমাত্র সেই লোকই ফর্মূলাটা রিপ্রোডিউস করতে পারবে। ফর্মূলা আর লোকটা কোথায় আছে তাও আমরা জানি।'

'কোথায় ?'

মৃদু গলায় বলল টেমপল, 'জায়গাটার নাম, ক্রু।'

টেমপল আশা করেছিল জায়গার নামটা শোনা মাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠবে বাবলা, কিন্তু তার মধ্যে তেমন কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না। চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই, গলার আওয়াজটাও শান্ত। 'ক্রু।'

উত্তর দিল বাবলা আরেকটু পর। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসল সে। পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'যদি রাজি হই, কিভাবে যাব ওখানে ? বেআইনী পথে, বর্ডার টপকে ? নাকি প্যারাস্যুট ?'

হঠাৎ আবিষ্কার করল টেমপল, কখন যেন ঘেমে গিয়েছিল সে, এখন সেই ঘাম শুকাতে শুরু করায় মধুর একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব সারা শরীরটাকে জুড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবতেই পারেনি, বায়রণ এবং বাবলা, দু'-জনকেই এতো সহজে রাজি করাতে পারবে সে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না, অতো নাটকীয় কিছু না। আপনি সার্কাসের সাথেই যাবেন।'

'সার্কাসের সাথে যাবো ?' এই প্রথম আশ্চর্য হতে দেখা গেল বাব-লাকে।

বায়রণ বললেন, 'হ্যাঁ, তাই ঠিক হয়েছে, বাবলা। সহযোগিতা করব, এই আশ্বাস আমি আগেই দিয়েছি ওদেরকে। তবে, এই একটু আগে পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না। সে যাই হোক, মোটামুটি ঠিক হয়েছে, সংক্ষিপ্ত একটা সফরে ইউরোপে যাবো আমরা, বেশিরভাগ সময়টা অরশ্য পূর্ব ইউরোপেই কাটাব। যোগাযোগ, ছাড়পত্র সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ এরই মধ্যে শুরু

হয়ে গেছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। ওরা প্রায়ই তো আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক দল পাঠায়, বেশ কয়েকবার সার্কাস পার্টিও পাঠিয়েছে। আমরা এবারে পাল্টা সফরে যাচ্ছি।'

'গোটা সার্কাস নিয়ে?'

'না-না, তা কেন! সে তো অসম্ভব একটা ব্যাপার। এই ধরো, বাছাই করা অংশ থেকে সেরা কিছু খেলা নিয়ে যাবো।' মৃদু হাসলেন বায়রণ। 'বলা যায় না, সেই অংশে তুমিও হয়ত পড়ে যাবে।'

'কিন্তু আমি যদি রাজি না হই?' জানতে চাইল বাবলা। চেয়ারম্যানের চোখে চোখ রেখে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল সে।

'রাজি না হলে ট্যুরটা স্রেফ বাতিল করে দেবো আমরা, চুকে যাবে ব্যাপারটা।'

'এর মধ্যে আর কিছু নেই?'

'আর কি থাকতে পারে, বাবলা?' সবিস্ময়ে বললেন বায়রণ। 'কেউ এখানে কারো ওপর জোর খাটাচ্ছে না।'

টেমপলের দিকে তাকাল বাবলা। 'সার্কাস থেকে মিঃ বায়রণ মোটা টাকা লাভ করেন। এই কাজের জন্যে আপনার সরকারকে এক মিলিয়ন ডলার পে করতে হতে পারে, কথাটা ভেবে দেখেছেন?'

'আমার সরকার···আমার সরকার এই ফর্মূলাটা পাবার জন্যে একশো মিলিয়ন ডলার দিতেও পিছপা হবে না।'

টেমপলের দিক থেকে ক্রিস্টোফার বায়রণের দিকে, তারপর আবার টেমপলের দিকে তাকাল বাবলা। বলল, 'যাবো।'

'ভেরি গুড। ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ। আমার দেশ এই সহযোগিতার জন্য আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে···'

দ্রুত বাধা দিয়ে বলল বাবলা, 'কেউ ঋণী হয়ে থাকুক তা আমি

চাই না।' কথাটা অত্যন্ত দৃঢ় স্বরে বলল বাবলা, কিন্তু সুরে কোনো রকম তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা প্রকাশ পেল না।

কেমন যেন চমকে উঠে বাবলার দিকে তাকিয়ে থাকল টেমপল, কথাটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে মনে মনে। কিন্তু এ-ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না সে। মৃদু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, আপনার যেমন অভিরুচি,' একটু বিরতি নিল সে। 'কাজটার বিশদ ব্যাখ্যা পরে দেয়া হবে আপনাকে। মিঃ বায়রণ, আপনারা আমাদের দু'জন মানুষকে সাথে করে নিয়ে যাবেন—মিঃ মনরো এ-ব্যাপারে কিছু জানিয়েছে আপনাকে?'

'না!' একটু গম্ভীর দেখাল ক্রিস্টোফার বায়রণকে। 'দেখা যাচ্ছে, মিঃ মনরো অনেক ব্যাপারেই অজ্ঞ রেখেছেন আমাকে।'

'প্রয়োজন এবং সময় না হলে কোনো কথা বলা উচিত নয় মনে করেই বলেনি সে,' বলল টেমপল। 'যাই হোক, দু'জনের মধ্যে একজন হলেন ডাক্তার, ডাঃ ডীন অগডেন। অপরজন একটা মেয়ে, নাম লিলি, ঘোড়সওয়ার। এরা দু'জনেই আমাদের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আমাদের নিজেদের মানুষ। এ-সম্পর্কেও পরে ব্যাখ্যা দেবো আমি। তার আগে মিঃ মনরোর সাথে কয়েকটা ব্যাপারে আলোচনা করে নিতে হবে আমাকে।' বাবলার দিকে ফিরল টেমপল। 'এবার, আপনাকে একটা প্রশ্ন, মিঃ রহমান। বলুন তো, আমাদের প্রস্তাবে আপনি রাজি হলেন কেন? আপনাকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই, কাজটা ভয়ংকর বিপদসংকুল হয়ে উঠতে পারে। এবং আপনি যদি ধরা পড়েন, আপনার সাথে বেঈমানী না করে উপায় থাকবে না আমাদের। তার মানে, আপনাকে রক্ষা করার কোনো চেষ্টা আমরা করব না। এসব আশা করি আপনিও জানেন। তবু রাজি হয়েছেন। কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল বাবলা। 'কেন, কে তা বলতে পারে! একটা কাজ করতে চাওয়ার পিছনে অনেক কারণই থাকতে পারে যা মানুষ নিজের কাছেও ব্যাখ্যা করতে পারে না। আমার বেলায় হতে পারে—মানবিক কারণটাই বড়। স্ত্রী এবং পুত্র কন্যার শোকে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা পেতে দেখেছি আমি আমার গুরুকে। ভ্লাদিমির সবোক আমাকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন। আমি ছিলাম তাঁর শরীরেরই একটা অংগ যেন। সেজন্যেই হয়ত তাঁর কষ্ট আমিও সমান ভাবে অনুভব করেছি। সে-সময় মনে মনে ভাবতাম, ওস্তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে এমন কোনো কাজ নেই যা আমি করতে পারি না। আর এখন আমার মনে হয়, ওস্তাদ-মাকে উদ্ধার করার জন্যে এমন কোনো কাজ নেই যা আমি করতে পারব না। তাছাড়া, যে মানুষ কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না তাকে আমি মানুষ বলেই মনে করি না। ওস্তাদকে দেয়া কথা যদি রাখতে না পারি, নিজের কাছেই অমানুষ হয়ে যাবো আমি। তা হতে চাই না।'

'কিন্তু আমাদের প্রস্তাবটা যদি না পেতেন আপনি?'

'ইচ্ছে থাকলে উপায় একটা হয়ই,' শান্তভাবে বলল বাবলা। 'আমার মধ্যে ইচ্ছে আছে, উপায় একটা হয়েই যেতো; আপনাদের প্রস্তাব না এলেও। প্রস্তাবটা শুধু আমার অনেক সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবে, আমার রাজি হবার পিছনে আরো কিছু কারণ আছে। ওস্তাদের একটা দুঃখ ছিল, নিজের দেশের লোককে তিনি তাঁর সার্কাস দেখাতে পারেননি। আমি তাঁর শিষ্য হিসেবে তাঁর দেশবাসীকে সার্কাস দেখিয়ে তাঁর সেই ইচ্ছেটা পূরণ করতে চাই। তারপর ধরুন, আপনি বললেন, কাজটা ভয়ংকর প্রকৃতির, প্রাণের ঝুঁকি নিতে হতে পারে। আরো বললেন, এই কাজটা উদ্ধার করার জন্যে আমার অসাধারণ

কয়েকটা ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। এ-কথা জানার পর কিভাবে আমি আমার জায়গায় অন্য কাউকে যেতে দিই, বলুন ? তা যেতে দিলে সে লোক হয়ত ফর্মুলাটা তো উদ্ধার করে আনতে পারবেই না, চেষ্টা করতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারাবে। আমার বিবেক এতে রাজি নয়। কাজেই আমাকেই যেতে হয়।' শিশুসুলভ সরল হাসিতে মুখটা ভরে উঠল তার। 'ধরুন, আমার জন্যে এটা একটা চ্যালেঞ্জ।'

'কিন্তু এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ কোন্‌টা ?'

'এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণটা নেই,' অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিতে বলল বাবলা। 'সবচেয়ে বড় কারণ, যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি।'

'হুম্-ম্। ঠিক এই উত্তর আশা করিনি আমি, তা ঠিক, কিন্তু উত্তরটা আমাকে সন্তুষ্ট করেছে।' উঠে দাঁড়াল টেমপল। 'ধন্যবাদ, আপনাদের দু'জনকেই। আপনাদের সময় ব্যয়, ধৈর্য ধারণ, আর সহযোগিতার জন্যে। আমার গাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে আপনাদেরকে।'

'কিন্তু আপনি ?'

'এখানে মেয়েরা আছে,' মুচকি হেসে বলল টেমপল, 'তারাই আমার একটা ব্যবস্থা করবে।'

চার

মনরোর ফ্ল্যাট।

পকেট থেকে চাবি বের করে ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল টেমপল। এই ফ্ল্যাটই মনরোর বাড়ি, কাজকর্মও এখানে বসে করে সে। কী-হোলে চাবি ঢোকাতে গিয়ে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল টেমপলের। মনরো শুধু যে দরজায় তালা লাগাতে অবহেলা করেছে তাই নয়, দরজাটা ভালো করে বন্ধও করেনি সে। দরজার কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকল টেমপল, হাতে রিভলভার। ঢুকেই দেখতে পেল, মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে মনরো। মাথার পিছনে, একটু নিচে, ঠিক ঘাড়ের ওপর আমূল বিঁধে রয়েছে একটা ছুরি। মৃত্যু হয়েছে তৎক্ষণাৎ, মনরোর টার্ণবুল শার্টে একফোঁটা রক্তও লাগেনি। ফ্ল্যাটে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে লাশের সামনে হাঁটু মুড়ে বসল টেমপল, ব্যথা বা ভীতির কোনো ছাপ নেই মনরোর চেহারায়, যেন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে সে। লক্ষণ দেখে বুঝতে পারল টেমপল, মনরো জানতেই পারেনি কি তাকে আঘাত করেছে। কিম্বা আঘাত পেয়েছে তাই হয়ত জানতে পারেনি, তার আগেই মারা গেছে সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল টেমপল। এগিয়ে গিয়ে ডেস্ক থেকে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার। ডায়াল করে

বলল, 'ডাঃ অগডেন, প্লীজ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে চলে আসতে বলুন তাকে।'

ডাক্তার হোক বা না হোক, ডাক্তার অগডেনের চেহারা আর চাল-চলনে মরা মানুষকে জ্যান্ত করতে পারে এই রকম একটা আত্মবিশ্বাসের ভাব আছে। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন পুরুষ। কানের দু'পাশে মাথার চুলে একটু পাক ধরেছে। তীব্র বাতাস লাগা ক্ষেতের ধানের মতো একদিকে কাত হয়ে আছে পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল। চোখে শিঙের তৈরি ফ্রেমের চশমা। লাশের মতোই, তার পরনেও অত্যন্ত দামী পোশাক। সাথে মেডিকেল ব্যাগ রয়েছে বটে, কিন্তু লাশটা পরীক্ষা করার সময় সেটা তাকে ব্যবহার করতে দেখা গেল না। বলল, 'ব্যাস, এর বেশি কিছু জানো না তুমি, টেমপল?'

'জানি না।'

'ক্রিস্টোফার বায়রণ? ভুলে গেলে চলবে না, একমাত্র সে-ই গোটা ব্যাপারটা জানতো। তার মানে, আজ রাতের আগে।'

'না। আজ রাত এগারটার আগে পর্যন্ত কিছু কিছু জানতেন তিনি, কিন্তু বিশদভাবে কিছু জানতেন না। তাছাড়া, সময় পেলেন কোথায়? তিনি তো আমার সাথে ছিলেন।'

'সবাই সব কাজ নিজের হাতে করে না, সহায়তাকারী থাকে।'

'অসম্ভব! আগে তাঁকে দেখো, নিজেই বুঝতে পারবে তাঁর চেয়ে ভালো মানুষ আর হয় না। তাঁর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখে মনরো রায় দিয়েছিল, ক্রিস্টোফার বায়রণ একজন আদর্শ দেশ-প্রেমিক, তাঁর জীবনে কোনো কলংক নেই, কখনো কোনো অন্যায় করা তো দূরের কথা, অন্যায় সহ্যও করেননি।

তাছাড়া, ভেবে দেখো না, এই উদ্দেশ্যই যদি থাকবে তাঁর মনে, তা-হলে কি তিনি সার্কাস নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণের জন্যে তৈরি হবার পেছনে এতো সময় আর পরিশ্রম দিতেন? সবার চোখে ধুলো দেবার জন্যে এই ধরনের ব্যস্ততা দেখানোর অবশ্য দরকার হয়, জানি, কিন্তু এই ধরনের ভান করা ক্রিস্টোফার বায়রণের পক্ষে সম্ভব বলে আমি মনে করি না।'

'হুঁ।'

'তবে,' কি যেন চিন্তা করল টেমপল, 'আমি মনে করি তাকে আর বাবলাকে এখানে ডেকে পাঠানো দরকার। ওদেরকে দেখানো দরকার কিসের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছে ওরা। আরেকটা কাজ। অ্যাডমিরালকেও খবর দিতে হবে এখুনি। লিউ আর জনিকে পাওয়া যায় কিনা দেখছি আমি, তুমি অ্যাডমিরালের সাথে যোগাযোগ করো।'

লিউ আর জনি যখন এসে পৌঁছুল, ডাঃ অগডেন তখনও কথা বলছে ফোনে।

'মিঃ ক্রিস্টোফার আর মিঃ লতিফুর রহমানকে এখানে নিয়ে আসবে তোমরা,' লিউ আর জনিকে বলল টেমপল। 'বলবে, অত্যন্ত জরুরী দর-কার। কিন্তু কি ঘটেছে তা বলবে না। পেছনের টানেল দিয়ে নিয়ে আসবে ওদেরকে। তাড়াতাড়ি।'

লিউ আর জনি বেরিয়ে যেতে দরজাটা বন্ধ করে দিল টেমপল, কিন্তু তালা লাগাল না। ক্রাডলে রিসিভারটা রেখে দিচ্ছে ডাঃ অগ-ডেন, এই সময় ঘুরে দাঁড়াল সে।

'ব্যাপারটা চেপে যেতে হবে,' বলল ডাঃ অগডেন। 'অ্যাডমিরাল বললেন, মনরোর কোনো নিকটাত্মীয় নেই, কাজেই হার্ট-অ্যাটাক বলে চালিয়ে দিতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

'অ্যাডমিরালের জন্যে এটা একটা ভয়ংকর আঘাত,' ম্লান সুরে বলল টেমপল। 'মনরো তাঁর ডান হাত ছিল। অ্যাডমিরালের চেয়ারে এরপর সেই বসত।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'ঠিক আছে, এবার এক্সপার্টদেরকে খবর দেয়া যাক, তারা কিছু পায় কিনা দেখা যাক। পাবে বলে মনে হয় না, তবু।'

'ধরেই নিচ্ছ, কিছু পাবে না?'

'একটু মাথা খেলাও, তুমিও বুঝতে পারবে ব্যাপারটা,' বলল টেমপল। 'দরজার এতো সামনে লাশ দেখে কি মনে হয়, দরজাটা মনরোই খুলেছিল, ঠিক?'

'বলে যাও।'

'দরজার দিকে পা রয়েছে, মাথাটা উল্টোদিকে, কি মনে হয় এ থেকে? দরজা খুলে দিয়ে পেছন ফিরেছিল মনরো। কেন? অপরিচিত কেউ হলে পেছন ফিরত সে? একজন খুনীর দিকে পেছন ফেরে কেউ?'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ...'

'হ্যাঁ, লোকটাকে শুধু যে মনরো চিনতো তাই নয়, তাকে বিশ্বাসও করতো।'

চোখ পিট পিট করে টেমপলের দিকে তাকিয়ে থাকল ডাক্তার অগডেন।

টেমপলের অনুমানই ঠিক। এক্সপার্টরা কিছুই পেল না। ছুরি আর দরজার হাতলে ফিঙ্গার-প্রিন্ট পাওয়া গেল, কিন্তু সেগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার, দেখেই বোঝা যায় খুনী এগুলো মুছে রেখে যায়নি, ইচ্ছে করেই। পরীক্ষা করলে জানা যাবে ওগুলো নিহত ব্যক্তিরই হাতের

ছাপ। এক্সপার্টরা বিদায় নিতে যাবে, এই সময় অনুমতি না নিয়ে, দরজায় নক না করে কামরায় ঢুকল এক ভদ্রলোক।

অবসরপ্রাপ্ত একজন অ্যাডমিরালের মতোই চেহারা অ্যাডমিরালের। মোটাসোটা, লম্বা নন, মাত্র সাড়ে পাঁচ ফিট, মুখটা লালচে, মাথায় হালকা সোনালী চুল, চোখে মুখে প্রখর ব্যক্তিত্বের ছাপ। ষাটের ওপর বয়স, কিন্তু দেখে মনে হয় পঞ্চাশ। কামরায় ঢুকে কারো দিকে তাকালেন না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, সোজা এগিয়ে এসে লাশের সামনে দাঁড়ালেন। কয়েক সেকেণ্ড লাশটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর চোখ দুটো একবার বুঁজলেন, মাত্র দু'সেকেণ্ডের জন্যে, তারপরই চোখ মেলে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। চেহারায় নির্মম একটা কাঠিন্যের ছাপ ফুটে উঠল। 'ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছ?' ডাঃ অগডেনকে প্রশ্ন করলেন তিনি। ডাঃ অগডেন মাথা নাড়ল। 'এখুনি লেখো। তারপর মনরোকে আমাদের প্রাইভেট গোরস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।'

'কিন্তু স্যার আমি চাইছিলাম...' ইতস্ততঃ করছে টেমপল।

'বলো!'

'দু'জন ভদ্রলোক আসছেন, লাশটা তাঁদের একবার দেখা দরকার। একজন মিঃ ক্রিস্টোফার বায়রণ, আরেকজন...মানে আমাদের নতুন সহকর্মী—মিঃ লতিফুর রহমান বাবু।'

'লাশটা ওদের দেখা দরকার—কেন?' তীক্ষ্ণ হলো অ্যাডমিরালের চোখের দৃষ্টি।

'এই ঘটনার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, আমি শিওর। তবু, ওদের প্রতিক্রিয়াটা একবার দেখতে চাই আমি। তাছাড়া, এ-ধরনের একটা ঘটনা ঘটে যাবার পরও তারা যেতে রাজি হবে কিনা তাও জান-

তে হবে।'

'কিন্তু এখান থেকে তারা যদি সোজা কোন পত্রিকা অফিসে চলে যায়, তখন কি হবে? যে-কোনো পত্রিকা এ-ধরনের একটা ঘটনা লুফে নেবে। সব ফাঁস হয়ে...'

'কথাটা আমিও যে ভাবিনি তা নয়, স্যার,' শান্তভাবে বলল টেমপল। 'এ-ব্যাপারে কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। এক্ষেত্রে নিজের জাজমেন্টের ওপর ভরসা না করে উপায় নেই। ঝুঁকি আছে জেনেই ঝুঁকি নিতে চাই আমি, স্যার।'

'বেশ,' মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। টেমপলের যুক্তির সারবত্তা মেনে না নিয়ে উপায় দেখলেন না তিনি। নিজের ত্রুটি সংশোধনের জন্যে বললেন, 'তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু সামনের দরজা দিয়ে আসছে না তো ওরা?'

'না। লিউ আর জনি তাদেরকে পেছনের টানেল দিয়ে নিয়ে আসছে।'

টেমপলের কথা শেষ হতেই পেছনের দরজায় দেখা গেল ওদেরকে। লাইন বন্দী হয়ে কামরায় ঢুকল লিউ আর জনি, একপাশে সরে গিয়ে ক্রিস্টোফার বায়রণ আর বাবলাকে পথ করে দিল তারা। অ্যাডমিরাল আর ডাঃ অগডেনের দিকে না তাকিয়েও টেমপল অনুভব করল, বায়রণ আর বাবলার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ওরা। টেমপল নিজেও অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে জরিপ করছে সার্কাস পার্টির লোক দু'জনকে। কিন্তু ওদের কাউকে লক্ষ্য করছে না বাবলা। ক্রিস্টোফার বায়রণও ওদের দিকে তাকাচ্ছেন না। দু'জনের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে লাশটা।

মনরোর লাশ দেখে বাবলার মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়াই হলো না। সামান্য একটু কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া, মুখের পেশীতে

একটু টান পড়ল, দেখে কেউ বুঝতেই পারল না ওরা, প্রতিক্রিয়াটা কৃত্রিম কিনা। ব্যাপারটা যদি অভিনয় হয়, তাহলে মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে বাবলা একজন প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাবান অভিনেতা। নামমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ওদের মনে দ্বিধা এনে দিয়েছে সে। লাশটা দেখে যদি আঁতকে উঠত, ওরা হয়ত ধরেই নিতো, বাবলা অভিনয় করছে।

আঁতকে অবশ্য ক্রিস্টোফার বায়রণও উঠলেন না। কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়া হলো জোরালো। চোখের পলকে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখের চেহারা। বোঝা গেল অসুস্থ বোধ করছেন, কাঁপা একটা হাত বাড়িয়ে খাটের একটা স্ট্যাণ্ড ধরে ফেললেন তিনি। শরীর-টাও একটু দুলে উঠল তাঁর।

খুব বেশি কিছু জানে না টেমপল, বলতে তিন মিনিটের বেশি সময় নিল না সে। আর্মচেয়ারে বসে ক্রিস্টোফার বায়রণ মাঝে মধ্যে চুমুক দিচ্ছেন হুইস্কির গ্লাসে, এখনও হাত দুটো কাঁপছে তাঁর। তাঁর পাশের চেয়ারে বসে রয়েছে বাবলা। শান্ত। অস্থিরতার কোনো চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়। তবে একটু যেন কঠোর দেখাচ্ছে তাকে। ওদের সামনের একটা আর্মচেয়ারে বসে রয়েছেন অ্যাডমিরাল। টেমপল বায়রণের চুরুটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দৃষ্টিপথ থেকে সরে যেতেই মৃদু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন অ্যাডমিরাল। প্রথম প্রশ্নটা তিনি বায়রণকেই জিজ্ঞেস করলেন।

'সার্কাসে আপনাদের কোনো শত্রু আছে, মিঃ বায়রণ?'

'শত্রু? সার্কাসে?' হতভম্ব দেখাল বায়রণকে। 'হায় খোদা, কি বলছেন আপনি! অসম্ভব! সার্কাসে আমরা সবাই সুখী একটা পরি-বারের মতো ...'

'সার্কাসের বাইরে কোথাও কোনো শত্রু আছে কি ?'

মনরোর লাশ দেখে বিচলিত হলেও, বোধ বুদ্ধি কিছুই লোপ পায় নি ক্রিস্টোফার বায়রণের। প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে কোন অসুবিধেই হচ্ছে তা তাঁর। 'সফল সমস্ত মানুষের শত্রু থাকে। সেটা একটা বিশেষ ধরনের শত্রুতা, অনেকে সেটাকে শত্রুতা বলে মনে করেন না। যেমন প্রতিযোগিতা, রেষারেষি, ঈর্ষা—এগুলোকে আপনি শত্রুতা বলেন ?' মনরোর লাশটা আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন তিনি। 'এই ধরনের শত্রুতা ? নেই। এ-ধরনের কোন শত্রুতা কারো সাথে নেই আমার।' আবার তিনি লাশের দিকে তাকালেন। শিউরে উঠলেন নিজের অজান্তেই। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন। 'কিন্তু এসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করার কারণ কি ? আমাকে খুন করেনি ওরা। খুন করেছে আপনাদের লোককে।'

'এর সাথে আপনাদেরও যোগাযোগ আছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'টেমপল ?'

'হ্যাঁ, যোগাযোগ আছে,' বলল টেমপল। 'খোলাখুলি কথা বলতে পারি আমি, স্যার ?'

'তার মানে ?' ভুরু কুঁচকে তাকালেন অ্যাডমিরাল।

'না, মানে, তখন যে আপনি বললেন, পত্রিকা লুফে নেবে...'

'বোকার মতো কথা বলো না !' গম্ভীর গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'এরই মধ্যে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি আমি।'

'ইয়েস, স্যার !' কিন্তু স্মৃতির পাতা হাতড়ে কোথাও সেখানে কোনো ক্ষমাপ্রার্থনার আবেদন খুঁজে পেল না টেমপল। আপনমনে হাসল সে। 'আপনার কথাই ঠিক স্যার, যোগাযোগ একটা আছে। শুধু তাই নয়, কোথাও একটা ফুটোও আছে, যেখান দিয়ে ইনফরমেশন বেরিয়ে

যাচ্ছে। ফুটোটা আমাদের অর্গানাইজেশনের ভেতর কোথাও, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আমি আগেই বলেছি, মনরোকে তার পরিচিত কেউ খুন করেছে। কাজটার কথা আমরা মাত্র কয়েকজন জানতাম, স্যার। আপনি, আমি, ডাঃ অগডেন আর মনরো, এই আমরা চারজন। তবে আরো প্রায় ডজন খানেক লোক সবটা না হলেও কিছু কিছু ব্যাপার জেনেছে। রিসার্চার, টেলিফোন অপারেটর, ড্রাইভার—এদের কথা বলছি আমি। এরা সবাই জানে, বেশ কিছুদিন থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি আমরা মিঃ ক্রিস্টোফার বায়রণের সাথে। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, দুনিয়ার সমস্ত ইন্টেলিজেন্স আর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ছোটখাট পদে শত্রুপক্ষের লোক আছে, আমাদের প্রতিষ্ঠানেও আছে। কিন্তু পদগুলো ছোটো বলেই হোক আর তাদের অভিনয় ক্ষমতার গুণেই হোক, এরা সাধারণতঃ সন্দেহের উর্ধ্বেই থেকে যায়।

'মিঃ বায়রণ ইউরোপ ভ্রমণের তোড়জোড় করছেন, এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয়। সার্কাস পার্টি নিয়ে তিনি যে মূলতঃ পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন তাও কারো অজানা থাকার কথা নয়। এবং তিনি যে অন্যান্য শহরের মধ্যে ক্র-ও সফর করবেন, আগ্রহী কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা জেনে নেয়াও কঠিন কোনো কাজ নয়। ক্র-য়ে যারা রিসার্চের কাজ করছে, এসব তথ্য পেলে তাদের পক্ষে দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো এর সাথে সি. আই. এ.-র সম্পর্ক খুঁজে নেয়া পানির মতো সহজ একটা কাজ।'

'বুঝলাম, কিন্তু মনরোকে খুন করা কেন? এটা একটা ওয়ার্নিং?'

'এক অর্থে তাই, স্যার।'

'আরো কিছু বলার আছে তোমার?'

'আছে, স্যার। সন্দেহ নেই এটা একটা ওয়ার্নিং, কিন্তু তা ছাড়াও

এর পেছনে আরো একটা উদ্দেশ্য আছে। এই হত্যার উদ্দেশ্য আমাদেরকে উসকে দেয়াও বটে। ওয়ার্নিং, কিন্তু ওরা চাইছে আমরা যেন ওয়ার্নিংটা গ্রাহ্য না করি। ওরা জানে, খুনটা যে ওরা করেছে তা বুঝে নিতে দেরি হবে না আমাদের। তারপরও আমরা যদি মিঃ ক্রিস্টোফারকে ক্র-য়ে পাঠাই, প্রমাণ হয়ে যাবে কাজটা উদ্ধার করার অস্বাভাবিক জরুরী তাগাদা আছে আমাদের। এবং বিপদ হতে পারে নিশ্চিত জেনে নিয়ে আমরা যে তৈরি হয়েই যাবো, তাও বুঝতে পারবে ওরা। সেটাই চায়। আমাদের উদ্দেশ্য যে খারাপ তা প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না তাতে ওদের। ওরা হয়ত আশা করছে বেআইনীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে যাবো আমরা। এবং কাজটা উদ্ধার করার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করব। ওরা, স্বভাবতই, ফাঁদ পেতে সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকবে ক্র-য়ে।

'হাতেনাতে ধরাই ওদের উদ্দেশ্য। এবং তার পরিণাম কি হবে ভাবতে পারেন? সারা দুনিয়া আমাদের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে। সবাই জানবে সার্কাসের মতো নির্দোষ একটা আনন্দ-মাধ্যমকে আমরা গুপ্তচরবৃত্তির নোংরা জগতে টেনে নিয়ে এসেছি। পূর্ব ইউরোপের সাথে যে-কোনো ভবিষ্যৎ সমঝোতায় আসার সময় আমাদেরকে কি নাজুক অবস্থায় পড়তে হবে, কল্পনা করা যায় না। ওরা আমাদেরকে বিশ্বাসঘাতক, চোর, আদর্শহীন ইত্যাদি বলবে, অথচ আমাদেরকে থাকতে হবে মুখটি বুঁজে।'

'যা বলেছ। কিন্তু আমাদের ভেতর যে বেঈমানটা রয়েছে তাকে খুঁজে বের করার কি হবে?'

'এখুনি তাকে খুঁজে বের করার কোনো আশা নেই। ভবিষ্যতে যদি কোনো ভুল করে সে, এবং সেই ভুলটা আমরা যদি সময় মতো

ধরতে পারি, তবেই তাকে চেনা যাবে।'

ডাঃ অগডেনের দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি কি বলো?'

'টেমপলের সাথে সম্পূর্ণ একমত আমি। এখনই তাকে খুঁজে বের করার কোনো আশা নেই। কার ওপর চোখ রাখবেন আপনি, স্যার? এই বিল্ডিঙে চারশোর ওপর লোক রয়েছে আপনার। যাদেরকে চোখ রাখার জন্যে বেছে নেবেন তাদের ওপর কারা চোখ রাখবে?'

'হুঁ,' গাম্ভীর্যের সাথে বললেন অ্যাডমিরাল। পকেট থেকে দুটো ভিজিটিং কার্ড বের করে ক্রিস্টোফার বায়রণ আর বাবলার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'কখনও যদি আমাকে দরকার হয়, এই নাম্বারে ফোন করে মিঃ চার্লসকে চাইবেন। আর হ্যাঁ, আমার পরিচয় সম্পর্কে যাই অনুমান করে থাকুন আপনারা, তৃতীয় কাউকে তা জানাবেন না, প্লীজ। আপনাদের স্বার্থের কথা ভেবেই বলছি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'টেমপল, তোমার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সঠিক, অন্ততঃ আমি তা মনে করি। আর কোন বিকল্প ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ডকুমেন্টটা আমাদের চাই। পেতেই হবে। এবং পাবার জন্যে আমাদেরকে হয়ত অন্য কোন উপায় খুঁজে নিতে হবে।'

'কিন্তু, স্যার, আর কোন উপায় আছে বলে আমি মনে করি না।'

ডাঃ অগডেন বলল, 'নেই।'

'হয় বাবলা, নয়ত স্বপ্ন?'

মাথা ঝাঁকাল টেমপল। 'হয় বাবলা আর সার্কাস, নয়ত আকাশ-কুসুম কল্পনা।

'সেইরকমই দেখাচ্ছে বটে।' অ্যাডমিরাল চিন্তিতভাবে ক্রিস্টোফার বায়রণের দিকে তাকালেন। 'আশা করি কাজটার গুরুত্ব এবং ঝুঁকি কতখানি তা আপনি বুঝতে পেরেছেন। কি ভাবছেন এ ব্যাপারে?'

এক চুমুকে গ্লাসের হুইস্কিটুকু নিঃশেষ করলেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। এখন আর তাঁর হাত কাঁপছে না। 'কিছুই ভাবতে পারছি না।'

'এর সাথে জড়াতে চান ?'

'সত্যি কথা বলতে কি, না।'

'কারণটা আমি বুঝতে পারছি। সার্কাসের ভেতর হাঙ্গামা হলে ব্যবসার জন্যে ক্ষতিকর হবে সেটা। তবে কি আমি ধরে নেব আপনি আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন ?'

'বুঝতে পারছি না কি করব। জানি না···' হঠাৎ উদ্বিগ্ন আর বিচলিত দেখাল তাঁকে। 'তুমি ? বাবলা ?'

'আমি যাবো।' বাবলার কণ্ঠস্বরে কোনোরকম উত্থান-পতন নেই, চেহারাতেও নেই কোনোরকম দুঃশ্চিন্তা বা উত্তেজনার চিহ্ন। বুকও ফোলাল না, নাটকীয় ভঙ্গিও করল না, সহজভাবে বলল, 'পাঠানো যদি হয় আমাকে, আমি একাই যাবো। এখনও আমি জানি না কিভাবে সেখানে যেতে হবে, জানি না সেখানে গিয়ে কি করতে হবে—কিন্তু একবার যখন যাবো বলেছি, যাবো।'

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। 'এরপর আর দ্বিধা করার কিছু নেই আমার।' তাঁর চেহারায় আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। 'আর যাই হোক, নিজেকে তো আর অপমান করতে পারি না। আমার ফ্যামিলি পাঁচ পুরুষ ধরে আমেরিকান। একজন বিদেশী আমাকে কাপুরুষ ভাববে তাকে সে-সুযোগ আমি দিতে পারি না। বাবলা যদি আমার দেশের স্বার্থে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে, নিজের দেশের জন্যে আমি কেন তা পারব না ?'

'ধন্যবাদ, মিঃ বায়রণ।' অ্যাডমিরাল সকৌতুকে, সবিস্ময়ে বাবলার দিকে তাকালেন। 'আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু জানতে

কৌতূহল হচ্ছে, যাবার ব্যাপারে আপনার এই দৃঢ় মনোভাব কিসের জন্যে ?'

'মিঃ টেমপলকে আগেই জানিয়েছি। যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি।'

লাশটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অ্যাডমিরাল, ক্রিস্টোফার বায়রণ, বাবলা, ডাঃ অগডেন, লিউ আর জনি, সবাই চলে গেছে ওরা। মনরোর ফ্ল্যাটে একা শুধু পায়চারি করছে টেমপল। এতোক্ষণ ব্যস্ত ছিল কাজে, বন্ধুর জন্যে চিন্তা করার তেমন অবকাশ মেলেনি। না চাইতেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে মনরোর চেহারাটা। সেই নির্লিপ্ত অবয়ব, সেই ব্যঙ্গ মেশানো কণ্ঠস্বর, সব মনে পড়ে যাচ্ছে। তিন দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কবরস্থানে মাটি দেয়া হবে তাকে। কেউ কোনো দিন জানবে না তার মৃত্যুর আসল কারণ। এসপিওনাজ জগতে এটা অবশ্য নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। নিজের মৃত্যুর কথা ভাবল টেমপল। তা-কেও তো একদিন মরতে হবে। হয়ত, কে জানে, মনরোর মতো হঠাৎই একদিন অকালে ফুরিয়ে যাবে তার আয়ু। শির শির করে উঠল শরীরটা। কেমন যেন গা ছম ছম করছে। হঠাৎ চমকে দিয়ে ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল টেমপল।

'হ্যালো ? হ্যালো ? টেমপল বলছেন ? টেমপল ? আপনি টেম-পল ?' উত্তেজনায় কাঁপছে গলাটা।

'হ্যাঁ। কে বলছেন ?'

'ফোনে তা বলি কিভাবে ! খুব ভালো করেই জানেন আপনি, কে আমি ! এর মধ্যে আপনিই আমাকে জড়িয়েছেন !' গলাটা এতো বেশি কাঁপছে যে, চেনা প্রায় অসম্ভব। 'খোদার দোহাই, এক্ষুণি চলে

আসুন এখানে। ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কি ?'

'যতো তাড়াতাড়ি পারেন!' উত্তেজনায় বিকৃত শোনাচ্ছে কণ্ঠস্বর। 'আর, খোদার ওয়াস্তে একা আসবেন। অফিসেই পাবেন আমাকে। সার্কাস অফিসে।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

মুখের সামনে নিয়ে এসে রিসিভারটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল টেমপল। ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল সেটা। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। তারপর লিফটে চড়ে নেমে এলো আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারেজে। একটা স্পোর্টস্‌কার নিয়ে বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল সার্কাসের দিকে।

গভীর রাত। সার্কাসের সেই ঝলমলে চেহারা এখন ম্লান, নিষ্প্রভ। গম্বুজের ওপর সারি সারি আলোগুলো নিভে গেছে। এদিক সেদিক দু'চারটে বালব জ্বলছে, তাতে শুধু অনেক জায়গায় জমাট বেঁধেছে অন্ধকার। সার্কাসের লোকজন চলে গেছে সবাই, রাতের মতো আশ্রয় নিয়েছে নিজেদের মোবাইল আস্তানা, সেই ট্রেনে। গাড়ি থেকে নেমে অ্যানিমেল কোয়ার্টারে চলে এলো টেমপল। ক্রিস্টোফার বায়রণের সার্কাস অফিসটা এই কোয়ার্টারের ভেতরই। আলোর কোনো অভাব নেই এদিকটায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কাউকে, জন-প্রাণীর সাড়া নেই কোথাও। একটু আশ্চর্য হলো টেমপল। অনেকগুলো চারপেয়ে ঐশ্বর্য রয়েছে এদিকে, অথচ কোনো পাহারা নেই! পরমুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আপনমনে হাসল সে। পাহারা না থাকায় আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। পাগল ছাড়া আর কে-ই বা ভারতীয় একটা হাতী বা আফ্রিকান একটা সিংহ চুরি করতে যাবে? জানোয়ারগুলোকে সামলানোটাই একমাত্র সমস্যা নয়, তারচেয়ে বড় সমস্যা চুরি করে নিয়ে

গিয়ে লুকিয়ে রাখা।

বেশির ভাগ জীব-জন্তু ঘুমাচ্ছে। কিন্তু হাতীগুলোর চোখে ঘুম নেই, ঘুম নেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের চোখে। হাতীদের সামনের একটা পা লোহার মোটা চেইন দিয়ে বাঁধা, খাড়া দাঁড়িয়ে এ-পাশ ও-পাশ দুলছে তারা। আর প্রকাণ্ড একটা খাঁচায় বারোটা সুন্দর-বনের বাঘ পায়চারী করছে অনবরত, কোনো কারণ ছাড়াই চেহারা বিকৃত করে গরগর করছে তারা।

ক্রিস্টোফার বায়রণের অফিসের দিকে এগোল টেমপল। কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। আরে! অফিস কামরা অন্ধকার কেন? জানালা দিয়ে কোনো আলো আসছে না···

দ্রুত এগোল টেমপল। অশুভ কিছু আশংকা করে বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটতে শুরু করছে। দরজাটা পরীক্ষা করল আগে। বন্ধ, কিন্তু তালা খোলা। কবাট ফাঁক করে সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকল টেমপল। অন্ধকারে এক পা মাত্র এগিয়েছে, অকস্মাৎ যেন নরক ভেঙে পড়ল তার মাথায়।

পাঁচ

রাতে ভালো ঘুম হয়নি ক্রিস্টোফার বায়রণের। যতোবার তন্দ্রা মতো এসেছে, চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মনরোর লাশ। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে কাটিয়ে দিয়েছেন রাতটা। ভোর পাঁচটায় বিছানা

ছেড়ে দাড়ি কামালেন, শাওয়ার সারলেন, পোশাক পরে বেরিয়ে এলেন নিজের বিলাসবহুল কোয়ার্টার থেকে। ট্রেন থেকে নেমে সার্কাসের অ্যানিমেল কোয়ার্টারের দিকে এগোলেন তিনি। মন খারাপ থাকলে বা কোনো সমস্যা জট পাকিয়ে গেলে সার্কাসের জীব-জন্তুদের কাছে চলে আসেন তিনি। ওদের সাথে কিছুটা সময় কাটালে হালকা হয়ে যায় তাঁর মন। এর কারণ বোধ হয় এই যে সার্কাসকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন তিনি, দুনিয়ার আর সব জায়গার চেয়ে সার্কাসের পরিবেশটাকেই সবচেয়ে ঘরোয়া বলে মনে হয় তাঁর, এখানেই তিনি সুখ-শান্তি খুঁজে পান। সার্কাসের পশুদের সাথে অদ্ভুত একটা সখ্যতা জন্মে গেছে তাঁর। তিনি ওদের ট্রেনার নন, কিন্তু ওরা তাঁকে দেখলেই আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখানে এলে আরেকজন লোক তাঁকে দেখে সাংঘাতিক খুশি হয়। পঁচাত্তর বছর বয়স স্যামের, সার্কাসের জন্মলগ্ন থেকে আছে, তাকে দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না বলে অ্যানিমেল কোয়ার্টারে বসে থাকার কাজ দিয়েছেন বায়রণ। দু' জনের স্ট্যাটাসে মেরু সমান ফারাক হওয়া সত্ত্বেও ক্রিস্টোফার বায়রণ স্যামকে একজন বন্ধু হিসেবেই জ্ঞান করেন।

কিন্তু অ্যানিমেল কোয়ার্টারে এসে স্যামকে কোথাও দেখতে পেলেন না বায়রণ। কোথাও গিয়ে ঘুমাচ্ছে, তার সম্পর্কে এ-কথা ভাবাও যায় না। কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে না পারলেও রাত জাগতে জুড়ি নেই স্যামের। আর কাজে ফাঁকি দেবার প্রশ্নই ওঠে না। সার্কাসকে সে প্রায় বায়রণের মতোই ভালোবাসে। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন সে, হঠাৎ কোনো পশু অসুস্থ হয়ে পড়লে বা অস্বাভাবিক অস্থিরতা প্রকাশ করলে সাথে সাথে ডাক্তারকে খবর দেয়াই তার দায়িত্ব। প্রথমে সামান্য একটু অবাক হলেন বায়রণ, কিন্তু এদিক ওদিক

খোঁজাখুঁজি করেও যখন তাকে কোথাও দেখতে পেলেন না, রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। এরপর এলোমেলো ভাবে এখানে সেখানে ঢুঁ না মেরে, একটা নিয়ম ধরে স্যামকে খুঁজতে শুরু করলেন, কোনো জায়গা দেখতে যেন বাদ না যায়। শেষ পর্যন্ত তাকে তিনি আবিষ্কার করলেন অন্ধকার এক কোণে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে স্যাম, মুখে একরাশ তুলো গোঁজা। শরীরে কোথাও তেমন কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলেন না বায়রণ, তবে সাংঘাতিক রেগে আছে সে। বায়রণ তার মুখের ভেতর থেকে তুলো বের করে নিলেন, খুলে দিলেন হাত-পায়ের রশি। অশ্রাব্য ভাষায় ঝাড়া এক মিনিট মনের খেদ মিটিয়ে গালিগালাজ করে নিল স্যাম।

'কে তোমার এই অবস্থা করেছে?' জানতে চাইলেন বায়রণ।

'জানি না, বস। আজব রহস্য। দেখতেই পাইনি কাউকে। কোনো শব্দ পর্যন্ত নয়।' ঘাড়ের পিছনটা হাত দিয়ে ডলছে স্যাম। 'মনে হচ্ছে, বালি ভর্তি ব্যাগ দিয়ে কেউ দড়াম করে বাড়ি মেরেছিল পেছন থেকে।'

স্যামের ঘাড়টা পরীক্ষা করলেন বায়রণ। জরাজীর্ণ চামড়া ছড়ে গেছে, তবে রক্ত বেরোয়নি। স্যামের বাঁকা কাঁধে একটা হাত রাখলেন তিনি। 'হ্যাঁ, তাই। অফিসে এসো, ওষুধ লাগিয়ে দিই একটু। তার পর পুলিশে খবর দেয়া যাবে।'

স্যামকে নিয়ে অফিসের দিকে এগোচ্ছেন বায়রণ, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল স্যাম।

'কি হলো, স্যাম?'

'পুলিশকে দেবার জন্যে আরো বড় খবর তৈরি হয়ে রয়েছে, বস!' ফিসফিস করে বলল বুড়ো স্যাম।

স্যামের দৃষ্টি অনুসরণ করে বায়রণ দেখলেন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার-দের খাঁচায় রক্তাক্ত একটা মাংসপিণ্ড পড়ে রয়েছে। মাংসের পরিমাণ খুব কম, বেশিরভাগই হাড়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, হাড়গুলো একজন মানুষের ছিল। অবশ্য ইউনিফর্মের সামান্য কিছু অংশ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, তাতে রয়েছে কয়েকটা মেডেল আর দু'একটা রিবন। ক্রিস্টোফার বায়রণ বুঝতে পারলেন, তিনি কর্ণেল টেমপলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ভোরের আবছা আলোয় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। আতংকে বিহ্বল হয়ে দেখছেন সার্কাসের কর্মী, শিল্পী আর ইউনিফর্ম পরা পুলিশ গিজ গিজ করছে অ্যানিমেল কোয়ার্টারের চার-দিকে। সাদা পোশাক পরা ডিটেকটিভরা প্রত্যেককে প্রশ্ন করছে, কোথাও যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায় এই আশায়। টেমপলের দেহা-বশিষ্ট সাদা কাপড়ে মুড়ে স্ট্রেচারে তুলছে অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা। সবার কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে টাইগার ট্রেইনার হিদি-হিতো কিডো, লায়ন টেমার মেহতা আর বাবলা। বাঘের খাঁচায় ঢুকে এরা তিনজন বের করে এনেছে টেমপলের দেহাবশিষ্ট।

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। সবার আগে অ্যাডমিরালকেই ফোন করেছিলেন তিনি। কিন্তু সবার শেষে এসেছেন অ্যাডমিরাল। আসার পর কাউকে তিনি নিজের পরি-চয় দেননি, কেউ তাঁর পরিচয় জানতেও চায়নি। পুলিশ আর ডিটে-কটিভরা তাঁকে দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যায়, পদস্থ কোনো পুলিশ অফিসার ওদের সবাইকে নিষেধ করে দিয়ে-ছেন, 'ওই ভদ্রলোকের কাছে যেয়ো না।'

'এমন নিষ্ঠুর কাজ কে করতে পারে! আমি তো……'

বায়রণের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'আমি দুঃখিত, মিঃ বায়রণ।' কোনো ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করা অ্যাডমিরালের স্বভাব-বিরুদ্ধ। 'আমার দুটো হাত কাটা গেছে। কিন্তু আপনাকে এর মধ্যে জড়িয়েছি বলেও আমি দুঃখিত। জানি, আপনার সার্কাসের জন্যে এই ঘটনা দুর্নাম বয়ে আনবে।'

'দুর্নামের ভয় আমি করি না। আমি জানতে চাই…কে? কে সে? কে এর জন্যে দায়ী?'

'মনরোকে যে খুন করেছে, সেই একই লোক। সে কাদের লোক তা আপনি যতোটুকু অনুমান করতে পারেন তারচেয়ে বেশি কিছু অনুমান করা আমারও সাধ্যের বাইরে। তাদের পরিচয় যাই হোক, তারা জানতো টেমপল এখানে আসছে, তা না হলে আগে থাকতেই গার্ডকে কাবু করে রাখতো না। বুড়োর ভাগ্য ভালো যে তাকেও টেমপলের সাথে বাঘের খাঁচায় ভরে দেয়নি। নিশ্চয়ই ভুয়া টেলি-ফোন কল করে ডেকে পাঠানো হয়েছিল টেমপলকে। একটু পরই জানা যাবে। খোঁজ নেয়া হচ্ছে।'

'কি খোঁজ নেয়া হচ্ছে?'

'আমাদের অফিসে যতো ফোন আসে আর যায় সব রেকর্ড করা থাকে। রেকর্ডিংটা কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাবো বলে আশা করছি। তার আগে, টেমপলকে যারা খাঁচা থেকে বের করেছে তাদের সাথে কথা বলতে চাই আমি। প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে। ওদের মধ্যে একজন বোধহয় টাইগার ট্রেইনার, তাই না? কি নাম তার?'

'হিদিহিতো কিডো। কিন্তু…ওকে সন্দেহ করার কোনো মানেই

হয় না।'

'আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু আপনি কি মনে করেন শুধু যাদেরকে সন্দেহ করা হয় তাদেরকে জেরা করলেই একটা মার্ডার কেসের সুরাহা হবে? ওকে ডেকে পাঠান, প্লীজ।'

ভোঁতা চেহারা কিডোর। মুখ দেখেই বোঝা গেল, সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছে সে। ব্যাপারটা ধরতে পেরে অ্যাডমিরাল তাকে অভয় দিলেন, 'কিন্তু এর জন্যে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।'

'কিন্তু, স্যার!' প্রতিবাদের সুরে বলল কিডো। 'ওরা আমার বাঘ! জঘন্য, নিষ্ঠুর কাজটা ওরাই করেছে!'

'তোমাকে ছাড়া আর যাকে পাবে তার সাথেই এই জঘন্য নিষ্ঠুর আচরণ করবে ওরা। নয় কি?'

'জানি না, স্যার। কেউ যদি খাঁচার ভেতর ঢুকে চুপচাপ শুয়ে থাকে, তাকে ওরা কিছু বলবে বলে আমি মনে করি না।' খানিক ইতস্ততঃ করল কিডো। তারপর বলল, 'তবে, মানে···বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে কাউকে ছেড়ে দেবার বান্দা নয় ওরা।' ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছেন অ্যাডমিরাল। তারপর ধীরে ধীরে আবার বলল কিডো, 'ধরুন, ওদেরকে যদি উসকে দেয়া হয়, যদি প্ররোচিত করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই হিংস্র হয়ে উঠবে। অথবা···'

'বলো!' স্নেহের সুরে উৎসাহ জোগালেন অ্যাডমিরাল।

'অথবা ওরা যদি রক্তের গন্ধ পায়।'

'এ-ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত? রক্তের গন্ধ পেলে ক্ষেপে উঠবে ওরা?'

'কিডো কখনো নিশ্চিত না হয়ে কোনো ব্যাপারে কথা বলে না,'

বায়রণের কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করে অবাক হলেন অ্যাড-মিরাল। বুঝতে পারলেন, নিজের লোকজনদের ওপর অগাধ বিশ্বাস রাখেন বায়রণ। 'রক্ত দেখলে ওরা যে ক্ষেপে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। রোজ ওদেরকে আমরা রক্ত মাখা কাঁচা মাংস খেতে দিই। বাঘ কখনো মাংস দেখে ধীরে সুস্থে এগোয় না বা দাঁত আর থাবা দিয়ে টুকরো টুকরো করে নিয়ে তবে খায় না। খাবার সময় কোনো বাঘকে দেখেছেন কখনো?'

'দেখিনি, দেখতে চাইও না,' কথাটা বলে শিউরে উঠলেন অ্যাড-মিরাল, ধীরে ধীরে কিডোর দিকে তাকালেন। মরা মানুষের শরীর থেকে রক্ত বেরোয় না। হুঁশ থাক বা না থাক, টেমপল তাহলে বেঁচে ছিল? আহত করে ছুঁড়ে দেয়া হয় বাঘের খাঁচায়?'

'হতে পারে, স্যার। কিন্তু আহত করা হয়েছিল কিনা তা এখন আর জানার কোনো উপায় নেই।'

'নেই। দরজাটা বাইরে থেকে তালা মারা অবস্থায় দেখেছ তোমরা। তা কি ভেতর থেকে করা সম্ভব?'

'না। ভেতর থেকে আপনি হুড়কো লাগাতে পারেন। সেটা অবশ্য লাগানো ছিল না।'

'আয়োজনটা একটু অদ্ভুত নয় কি?'

ক্ষীণ একটু হাসল কিডো, এই প্রথম। 'একজন টাইগার ট্রেইনা-রের জন্যে এটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা, স্যার। বাইরে থেকে তালা খুলে চাবিটা কী-হোলে রেখেই খাঁচার ভেতরে ঢুকি আমি। ঢুকেই হুড়কোটা বন্ধ করে দিই ভেতর থেকে।'

'কেন?'

'দরজাটা আপনাআপনি খুলে যেতে পারে, আবার থাবা দিয়ে

আঁচড়ে একটা বাঘও খুলে ফেলতে পারে। অতো বড় ঝুঁকি আমি নিতে পারি না, স্যার।'

'ঝুঁকি ?'

'ওরা যদি খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে কতো লোক মারা যাবে, কতো লোক আহত হবে ভেবে দেখেছেন ?' আরেকবার ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল কিডোর ঠোঁটে। 'ব্যবস্থাটা আমার জন্যেও ভালো। খাঁচার ভেতর যদি কোনো বিপদ দেখি, তালা খোলার জন্যে সময় নষ্ট করতে হবে না আমাকে। এক ঝটকায় হুড়কোটা সরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারব। আর একবার বেরিয়ে আসতে পারলে কী-হোলে ঢোকানো চাবিটা ঘুরিয়ে দেয়া কঠিন হবে না।'

'ধন্যবাদ। এবার তোমার ওই বন্ধুকে একটু ডেকে দেবে···কি যেন নাম ওর ?'

'মেহতা, লায়ন টেমার।'

'ওর সাথেও কথা বলতে চাই আমি,' বললেন অ্যাডমিরাল। কিডো দ্রুত পায়ে চলে যেতে বায়রণের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কিডোকে কেমন যেন অখুশি মনে হলো আমার।'

'ওর জায়গায় আপনি হলেও কি অখুশি হতেন না ?' জোর দিয়ে কিডোর পক্ষ সমর্থন করলেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। 'কাজটায় ওর বাঘেরও একটা ভূমিকা রয়েছে, সেজন্যে নিজেকে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী বলে মনে করছে ও। তাছাড়া, আরো একটা কারণ আছে। এই প্রথম ওর বাঘ মানুষের রক্তের স্বাদ পেল। কিডোও একজন রক্তমাংসের মানুষ।'

'তাইতো ! কথাটা আমি ভাবিনি।'

মেহতাকে কয়েকটা সহজ আর সাধারণ প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল,

তারপরই ডেকে পাঠালেন বাবলাকে। 'আসলে শুধু তোমার সাথেই কথা বলার দরকার আমার। ওদের দু'জনের সাথে কথা বলতে হলো কাভারের জন্যে—সার্কাস আর পুলিশের লোক আমাদেরকে লক্ষ্য করছে। পুলিশের কিছু লোক ভাবছে, আমি নিশ্চয়ই খুব বড় কোনো অফিসার, আরেক দল ভাবছে আমি নিশ্চয়ই এফ-বি-আই থেকে এসেছি। এসব কেন ভাবছে ওরা, তা আমি জানি না। যাই হোক, ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। এখন বুঝতে পারছি, ঠিকই বলেছিল বেচারা টেমপল। শেষ সীমা পর্যন্ত প্ররোচিত করা হয়েছে আমাদের-কে। ওরা দেখতে চায় এখনও আমরা ক্র'য় যেতে চাই কিনা। যদি যাই, পরিষ্কার বুঝবে ওরা, কাজটা উদ্ধার করা আমাদের জন্যে ভয়ঙ্কর জরুরী—যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে ফর্মুলাটা আমরা চাই।' একটু বিরতি নিয়ে নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরালেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু ক্ষতি স্বীকার করারও একটা সীমা আছে। কে জানে এরপর কার পালা? তোমাদেরকে এ-ব্যাপারে জড়িত হতে বলার আর কোনো অধিকার আমার নেই। দেশপ্রেমেরও একটা সীমা আছে, সীমা আছে আদর্শবাদেরও। আদর্শবাদিতার প্রমাণ দিতে গিয়ে তুমিও মারা যাও, এই অনুরোধ আমি করতে পারি না। তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেয়া হলো। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না।'

'নিজের কথা বলুন, আর কারো পক্ষ নিয়ে মুখ না খুললেই ভালো করবেন,' কঠিন সুরে বললেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। রেগে গেছেন তিনি, স্পর্ধার সাথে কথা বলতে দ্বিধা বোধ করছেন না। গোটা ব্যাপারটাকে এখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছেন। 'ভালোমানুষ দু'জন লোক মারা গেছে। তাদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে? অসম্ভব! আমি আমার সার্কাস

নিয়ে ইউরোপ যাচ্ছি, কেউ না পাঠালেও।'

চোখ পিটপিট করে বাবলার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'আর তুমি?'

জবাব দেবার প্রয়োজনই অনুভব করল না বাবলা। তবে তার দৃষ্টিতে ঘৃণা ফুটে উঠতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিলেন অ্যাডমিরাল।

'বেশ!' একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন তিনি। 'আমি আর কি বলতে পারি! আপনারা যদি ঝুঁকিটা নিতে রাজি থাকেন, আমিও আপনাদের আত্মত্যাগ মেনে নিতে তৈরি আছি। চরম স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়া হয়ে যাচ্ছে, জানি, কিন্তু ওই কাগজগুলোও সাংঘাতিক দরকার আমাদের। আপনাদের এই আত্মত্যাগের জন্যে আমি ধন্যবাদ দেবো না, কারণ ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই, তবে আপনাদের জন্যে আমি প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি। আপনাদের সাথে আমি আমার সেরা পাঁচজন লোক দেবো, তারা আপনাদের নিরাপত্তার দিকে সারাক্ষণ নজর রাখবে। সাংবাদিকের ছদ্মবেশে যাবে ওরা—তারপর আপনারা যখন জাহাজে চড়বেন...'

'আমি এর মধ্যে নেই তাহলে,' গম্ভীর গলায় পরিষ্কার জানিয়ে দিল বাবলা।

'নেই! নেই মানে?' হতভম্ব হয়ে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'আপনাদের আর কোন লোককে যদি আমাদের সাথে পাঠান, আমি যাবো না,' বলল বাবলা। 'এর মধ্যে যতোটুকু বুঝেছি, আমি না গেলে আর কারো যাবার কোনো মানেও হয় না। ডাঃ অগডেনের কথা অবশ্য আলাদা। নিহত একজন লোক তাকে নির্বাচন করে গেছে, এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট বা সুপারিশ আর কিছু হতে পারে না। আপনার বাকি লোকদের মধ্যে কে মনরো আর টেমপলকে খুন করেছে

তা আপনি জানছেন কিভাবে ?' একটু থামল বাবলা, কিন্তু অ্যাড-মিরাল মুখ খুললেন না দেখে আবার শুরু করল সে, 'সাথে আপনার লোক না থাকলে আমাদের তবু একটু আশা আছে। ওদেরকে সাথে নেয়া মানে স্বেচ্ছায় খুন হওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করা, তাই নয় কি ?' কথা শেষ করে চরকীর মতো আধপাক ঘুরে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল বাবলা। ক্ষীণ একটু ব্যথিত দৃষ্টি মেলে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল। জীবনে যা কখনো হয়নি, মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি, মুহূর্তের জন্যে হলেও। নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু বলতে যাবেন এই সময় তাঁর সামনে একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ সার্জেন্ট এসে দাঁড়াল। ইউনিফর্মটা দেখেই ক্রিস্টোফার বায়রণ বুঝলেন, লোকটা ছদ্মবেশ নিয়ে রয়েছে।

'রেকর্ডিং ?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। মাথা দোলাল সার্জেন্ট। 'মিঃ বায়রণ, আমরা আপনার অফিসটা ব্যবহার করতে পারি, প্লীজ ?'

'অবশ্যই,' নিজের চারদিকে তাকালেন বায়রণ। 'এখানে নয়। ট্রেনে। এখানে বড় বেশি লোকজন।'

ট্রেনে বায়রণের অফিসে ঢুকলেন ওঁরা। সবার পিছনে এলো সার্জেন্ট। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল সে। তারপর টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল রেকর্ডারটা।

'কি শুনতে পাবেন বলে আশা করছেন আপনি ?' জানতে চাইলেন বায়রণ।

'আপনার গলা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'অথবা আপনার গলার সাথে প্রচুর মিল আছে এমন কারো গলা। কিম্বা বাবলার। সার্কাসে শুধু আপনাদের দু'জনের গলাই চিনতো টেমপল। আর কারো কথায়

এখানে আসতো না সে।'

রেকর্ডিংটা নিঃশব্দে শুনে গেলেন ওঁরা। শেষ হতে শান্তভাবে বায়রণ বললেন, 'আমার গলা বলেই মনে হচ্ছে। আর একবার শুনতে পারি ?'

দ্বিতীয়বার শুনলেন ওঁরা। এবার বায়রণ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'অসম্ভব ! এ আমার গলা নয়। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার গলার আওয়াজ নয় ওটা ?'

'নয়, এবং আপনার গলা হবে বলে আমি আশাও করিনি। তবু দ্বিতীয়বার শুনে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিলাম। সে যাই হোক, টেমপল যে বোকা বনেছিল তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ফোনের মাউথ পীসে সিল্কের একটুকরো সিল্ক কাপড় লাগিয়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বললে অনেক কণ্ঠস্বরই নকল করা যায়। তাছাড়া, সে-সময় টেমপলের মাথায় একটা সমস্যাই টগবগ করে ফুটছিল, মনে কোনো রকম সন্দেহ ঢোকেইনি।' কি যেন ভাবলেন অ্যাডমিরাল, তারপর জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, আপনি তো আমাদের আর কোন লোকের সাথে কথা বলেননি বা পরিচিত হননি, তাই না ?' মাথা নাড়লেন বায়রণ। 'তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি আপনার সার্কাসের কোনো লোকই এখান থেকে ফোন করেছিল টেমপলকে। যে লোক আপনার কণ্ঠস্বর খুব ভালো করে চেনে। শুধু তাই নয়, সে আপনার কণ্ঠস্বর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করার সুযোগও পেয়েছে।'

'আপনার এসব কথার কোন অর্থ হয় না !' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বললেন বায়রণ। 'আপনি যদি বলতে চান···'

'হ্যাঁ, আপনি যা ভাবছেন ঠিক তাই বলতে চাইছি আমি। ভেবে দেখুন না, আমাদের প্রতিষ্ঠানে যদি বাইরের লোক অনুপ্রবেশ করতে

পারে, আপনার এই সার্কাসে ঢুকতে পারবে না কেন ? পঁচিশটা দেশের লোক রয়েছে আপনার সার্কাসে। আমার প্রতিষ্ঠানে লোক আছে মাত্র একটা দেশের।'

'কিন্তু আসল সত্যটা ভুলে যাচ্ছেন আপনি। আপনারা সি. আই. এ.। সি. আই. এ.-তে অনুপ্রবেশ করতে চাওয়ার কারণ আছে। সার্কাস স্রেফ একটা আনন্দ দানের মাধ্যম, এর ভেতর কার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই অনুপ্রবেশ করতে চাইবে ?'

'মেনে নিলাম, কেউ চাইবে না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু আপনার সার্কাস এখন আর নিছক আনন্দদানের মাধ্যম নয়, আপনার সার্কাস সি. আই. এ.-র সাথে হাত মিলিয়েছে—তাই সবাই এখানেও অনুপ্রবেশ করতে চাইবে। অন্ধ বিশ্বাস যেন আপনার বুদ্ধিকে ঘোলা করে না দেয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, মিঃ বায়রণ। আসুন, আরো একবার শোনা যাক রেকর্ডিংটা। এবার ওতে আপনি নিজের গলার আওয়াজ খুঁজবেন না, অন্য কোন লোকের গলার আওয়াজের সাথে মেলে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আপনি তো আপনার সমস্ত কর্মচারীর কণ্ঠস্বরই চেনেন। তবে ক্ষেত্র আরো ছোটো করে আনারও সুযোগ আছে। কথায় বিদেশী টান আছে এমন গলা যাদের, তাদের সাথে এই রেকর্ডিঙের গলার মিল নেই, লক্ষ্য করুন। রেকর্ডিঙের গলাটা অ্যাঙলো-স্যাক্সন, সম্ভবতঃ আমেরিকান—যদিও জোর করে কিছুই বলা যায় না।'

আরো চারবার শুনলেন ওঁরা রেকর্ডিংটা। সব শেষে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন বায়রণ। 'কোনো লাভ নেই। এমন ভাঙা গলা, কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়।'

'ধন্যবাদ, অফিসার, আপনি এখন যেতে পারেন,' বললেন অ্যাড-

মিরাল। রেকর্ডটা কাভারে ভরে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল সার্জেন্ট। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। দ্রুত সংক্ষিপ্ত পায়চারী করলেন অফিসের মেঝেতে—এদিকে তিন পা ওদিকে তিন পা—তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনিবার্যকে মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কয়েকবার। 'ভাবতেও আশ্চর্য লাগে! আমার দলের কেউ আপনার দলের কারো সাথে যোগাযোগ রাখছে!'

'নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় আছে কি?'

'একটা ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, একটা বাঘের খাঁচা খোলার চেয়ে আমার লোকেরা তাদের পেনশন হারাতেও আপত্তি করবে না। এ-কাজ অন্য কেউ করেছে। অন্য কেউ বলতে আপনার দলের লোককেই বোঝায় এখানে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাডমিরালের ব্যাখ্যাটা মেনে নিলেন বায়রণ। 'হ্যাঁ, ঠিক। সম্ভাবনার কথাটা আমার মনেই প্রথম উদয় হওয়া উচিত ছিল।'

'কথা সেটা নয়। কথা হলো, কি করতে যাচ্ছি আমরা? আমার ক্যারিয়ার বাজি রেখে বলতে পারি, আপনার ওপর অশুভ শক্তির দৃষ্টি পড়েছে।' চেহারাটা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল অ্যাডমিরালের।

'এ-ব্যাপারে যা চিন্তা করার তা আমরা আগেই করে ফেলেছি, তাই না? বাবলা কি বলেছে তাও আপনি শুনেছেন।'

চিন্তিতভাবে বায়রণের দিকে তাকিয়ে থাকার পর অ্যাডমিরাল বললেন, 'গত রাতের তুলনায় আজ আপনার মনোভাব অনেক বেশি দৃঢ় বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনি আমাকে বুঝতে ভুল করছেন অ্যাডমিরাল,' শান্তভাবে বললেন বায়রণ। 'এই সার্কাস আমার জীবন, বোধহয় আমার জীবনের

চেয়েও বেশি। আমাকে স্পর্শ করা মানে সার্কাসকে স্পর্শ করা। কিম্বা উল্টোটা।' একটু থেমে অ্যাডমিরালকে স্মরণ করিয়ে দেবার সুরে বললেন, 'একটা বড় চাল এখনো আমাদের হাতে রয়েছে।'

'আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি কি?'

'বাবলা। আপনাদের সাথে আমি জড়িয়ে আছি তা শত্রুপক্ষ জানে। কিন্তু আর কারো কথা জানে না। বাবলাকে সন্দেহ করার কোনো কারণ ঘটেনি।'

'জানি। এবং ওকে এই অবস্থায়, সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার জন্যেই আমাদের একটা মেয়েকে সার্কাসে ঢোকাতে চাচ্ছি। তার নাম লিলি হপকিন্স। ব্যক্তিগতভাবে তাকে আমি না চিনলেও, ডাঃ অগডেন আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে অত্যন্ত দক্ষ অপারেটর সে, তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কেও কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। সে বাবলার, বাবলা তার প্রেমে পড়বে। এর চেয়ে বেশি স্বাভাবিক আর কিছু হতে পারে না,' বিষণ্ণ একটু হাসি দেখা গেল অ্যাডমিরালের ঠোঁটে। 'আমার বয়স আরো বছর বিশেক কম হলে ওই মেয়ের প্রেমে পড়ার চেয়ে সহজ কাজ আর কিছু হতে পারত না। চোখ ঝলসানো রূপসী, ওই লিলি। যাই হোক, এভাবেই সে ডাঃ অগডেন, বাবলা আর আপনার মধ্যে একটা যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে। এবং আপনারা রওনা হবার আগে পর্যন্ত কারো মনে কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক না করে আমার সাথেও যোগাযোগ রাখবে। তার মানে, আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার আর দরকার হবে না আপনাদের কারো। এখন প্রশ্ন হলো, সার্কাসে কিভাবে ঢোকানো যায় তাকে? একজন মেয়ে ঘোড়সওয়ার হিসেবে?'

'উঁহু। ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারে নিজেকে সে যতো অভিজ্ঞ বলেই

মনে করুক, হয়ত আসলেই সে দক্ষ, কিন্তু সার্কাসে কোনো অ্যামেচারের স্থান নেই। তাছাড়া, আমাদের সার্কাসের লোকেরা সবাই ধরে ফেলবে সে ট্রেনিং পাওয়া ঘোড়সওয়ার নয়। ওই ভূমিকায় নামালে তার দিকে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই সার হবে।'

'কোনো পরামর্শ আছে ?'

'আমার সেক্রেটারী অদ্ভুত এক লোককে বিয়ে করতে যাচ্ছে। লোকটা সার্কাস পছন্দ করে না। মেয়েটা তাই সার্কাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওই খালি পদটা লিলিকে দিয়ে পূরণ করা যেতে পারে। আমার সেক্রেটারী যে চলে যাচ্ছে, সবাই তা জানে। লিলি নতুন সেক্রেটারী হিসেবে এলে কারো মনে কোনো সন্দেহ জাগবে না। এবং বাবলা, ডাক্তার আর আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে লিলিরও কোনো অসুবিধে হবে না।'

'ভেরি গুড। এবার, ডাঃ অগ্‌ডেনকে সার্কাসে কিভাবে ঢোকানো যায় ? আগামীকাল খবরের কাগজে বড় একটা বিজ্ঞাপন ছাপতে দিন। সার্কাসের সাথে ইউরোপে যাবার জন্যে একজন ডাক্তার দরকার। জানি, এভাবে ডাক্তার সংগ্রহের নিয়ম নেই। তাই এদিকটা কাভার করার জন্যে বিজ্ঞাপনে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করতে হবে যে প্রফেশনাল চ্যানেল ব্যবহার করে ডাক্তার সংগ্রহের সময় আপনার হাতে নেই। আপনি হয়ত অনেকগুলো দরখাস্ত পাবেন, বিশেষ করে সবে পাশ করেছে এমন ডাক্তাররা আবেদন করতে পারে। কিন্তু আপনি চাকরীটা দেবেন ডাঃ অগডেনকে।

'ডাঃ অগডেন বেশ অনেক বছর প্র্যাকটিস করছে না বটে, কিন্তু ডাক্তার হিসেবে এককালে যে সে খুব ভালো ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেটা অবশ্য প্রসঙ্গ নয়। আসল কথা হলো, সে একজন অসা-

ধারণ দক্ষ ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট।'

মৃদুকণ্ঠে বায়রণ বললেন, 'মনরো আর টেমপলও কি তাই ছিলেন না?'

'দু'জন গেছে, তাই আরেকজনও যাবে, এমন নাও হতে পারে। ভাগ্য বদলায়। ঝুঁকিটা কি, তা ওরা জানতো। ডাঃ অগডেনও জানে। তাছাড়া, বাবলার মতো সে-ও সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে। সার্কাসের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। কেউ জানে না সে আমাদের লোক।'

'কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি যে শত্রুপক্ষ তার ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে পারে?'

'আপনার মনে এ-প্রশ্ন কখনো উদয় হয়েছে কি যে আপনার চেয়ে ভালো সার্কাস পরিচালনার যোগ্যতা আমার আছে?'

হেসে ফেললেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। 'তার মানে, ব্যাকগ্রাউণ্ড যতোই ঘাঁটাঘাঁটি করুক, সন্দেহজনক কিছু পাবে না ওরা। অন্যায় প্রশ্ন করেছি, কাজেই ক্ষমা চাইছি আমি। আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত হয় নি আমার।'

'ডাঃ অগডেন একটা পাবলিক মেডিকেল কলেজের প্রফেসার,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'সেটা অবশ্য আমাদেরই একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। চাকরিটার জন্যে যতো লোক আবেদন করবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য লোক ও-ই থাকবে। কাজেই ওকে বেছে নিলে তাতে কারো সন্দেহের কিছু থাকবে না। কবে রওনা হচ্ছেন আপনারা?'

'রওনা হচ্ছি?'

'ইউরোপের উদ্দেশ্যে।'

'শো দেখাবার চুক্তি রয়েছে আট-দশটা প্রতিষ্ঠানের সাথে। শেষ

করতে এক বছর লেগে যাবে। তার মানে, প্রায় সমস্ত চুক্তি বাতিল করে দিয়ে রওনা হতে হবে আমাকে। সেটা কোন সমস্যা নয়। এখানে আরো তিনদিন, তারপর ঈস্ট কোস্টে আরো তিনটে এনগেজ-মেণ্ট—কতো দিন আর সময় লাগবে ...'

'ওগুলোও বাতিল করে দিন।'

'তা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ আমরা কখনও প্রোগ্রাম বাতিল করি না। গুডউইলের একটা ব্যাপার আছে। তাছাড়া, ঈস্ট কোস্টের শো-গুলোর জন্যে সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে, এখন আর বাতিল করার কোন উপায় নেই। থিয়েটার বুক করা হয়ে গেছে, বিজ্ঞাপন ছাপা হয়ে গেছে, শো-এর অ্যাডভান্স টিকেট বিক্রি শুরু হয়ে গেছে— উঁহুঁ।'

'ক্ষতিপূরণ চান, পেয়ে যাবেন, মিঃ বায়রণ। কতো টাকা ক্ষতি হবে তার একটা হিসেব করে মোট টাকার পরিমাণটা আমাকে জানিয়ে দিন, কালই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউণ্টে জমা হয়ে যাবে।'

'ব্যাপারটা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। ঈস্ট কোস্টে প্রত্যেক বছর এই সময় অনুষ্ঠান করি আমরা। আমাদের গুডউইল ...'

'ক্ষতিপূরণের পরিমাণটা দ্বিগুণ করুন। আপনাদের সী-ট্র্যান্সপোর্ট এক হপ্তার মধ্যে নিউইয়র্কে তৈরি হয়ে যাবে। ডাঃ অগডেনকে অ্যাপ-য়েণ্টমেণ্ট দেবার পর সে-ই ভ্যাকসিনেশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে। ভিসা নিয়ে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তা আমরা সমাধান করে দেব। ইউরোপীয় দূতাবাস বা কনসুলেটগুলো কোনো রকম বাধার সৃষ্টি করবে না, ওদের দেশগুলো আপনাদেরকে পাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছে। আজ সন্ধ্যার শোতে হাজির থাকব আমি, লিলি হপকিন্সও থাকবে—তবে আমার সাথে নয়। কারো হাতে গছিয়ে দেবেন ওকে, সে যেন সার্কাসটা ঘুরিয়ে দেখায় ওকে। তবে আপনি নন।'

'আমার এক ভাইপো আছে।'

'ভেরি গুড। কিন্তু রহস্য ফাঁস করবেন না তার কাছে। লিলিকে নিয়ে সার্কাসের চারদিকে ঘুরতে দেবেন তাকে। সবাই যেন দেখতে পায় নতুন সেক্রেটারী তার দায়িত্বের ফিজিক্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ডের সাথে পরিচিতি লাভ করছে। সার্কাসের টপ কয়েকজন পারফরমারের সাথে লিলির পরিচয় করিয়ে দিতে বলবেন। তাদের মধ্যে মেহতা, কিডো, নওশাদ, এরা যেন থাকে, আর বাবলা তো থাকবেই। বাবলাকে গোটা ব্যাপারটা আগেই জানিয়ে রাখবেন।'

ছয়

চাচার সাথে ভাইপোর চেহারার কোনো মিল নেই। ক্রিস্টোফার বারটন একহারা চেহারার তরুণ যুবক, বয়স বাইশ কি তেইশ, ঝাড়া ছয় ফিট লম্বা, নীলচে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ পূজারী বলতে যা বোঝায় সে তাই। নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন সে, তারচেয়ে বেশি সচেতন নিজের পোশাক-আশাক সম্পর্কে। যেহেতু সৌন্দর্যের পূজারী, সুন্দরী মেয়েদের সান্নিধ্যে এলে এই সচেতনতা কয়েক গুণ বেড়ে যায় তার। সার্কাসের ভেতর লিলি হপকিন্সকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তার, এতোটুকু ক্লান্ত বোধ করছে না। অ্যাডমিরালের কথা শতকরা এক শো ভাগ ঠিক, শুধু সুন্দরী নয়, লিলি হপকিন্স অসাধারণ সুন্দরী। ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট বলতেই চোখের সামনে যে-ধরনের চেহারা ভেসে ওঠে তার সাথে

লিলির চেহারার কোনো মিলই নেই। তার চেহারায় বড়বেশি ভালো-মানুষি ভাব। হয়ত সেজন্যেই ডাঃ অগডেন তার সম্পর্কে এতো ভালো ধারণা পোষণ করে। ডাগর দুটো চোখে যতোটা না বুদ্ধির ঝিলিক তার চেয়ে বেশি কোমল মায়াবী স্বপ্ন। চিত্রকরের নিপুণ তুলিতে আঁকা চিকণ ভুরু। গায়ের চামড়ায় অদ্ভুত গভীর লাবণ্য, সাধারণতঃ যা দেখা যায় না। মুখের আকৃতি এবং রঙ পাকা আপেলের মতো। আমেরিকান মেয়ে, একটু বেশি লম্বা, পাঁচ ফিট ছাড়িয়েও দু'এক ইঞ্চি বেশি হবে। বয়সটাও কম, বিশ কি বাইশ। সদা প্রফুল্ল, সদা হাস্যময়ী লিলিকে দেখার পর থেকে নিজের প্রেমিকা, যার সাথে এন-গেজমেন্ট হয়ে আছে, তার কথা বেমালুম ভুলে গেছে বারটন। অথচ এর আগে পর্যন্ত সেই প্রেমিকার কথা একবার মনে পড়লে বিশ মিনিট এক নাগাড়ে তার কথা না ভেবে পারত না সে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, গত এক ঘণ্টা ধরে প্রেমিকার কথা একবারও মনে পড়েনি বার-টনের।

লিলির কনুইয়ের ওপরটা ধরে তাকে অ্যানিমেল কোয়ার্টারে নিয়ে এলো বারটন। মেহতা আর কিডোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল লিলি-র। চ্যাপ্টা মুখটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কিডোর। মুগ্ধ বিস্ময়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি যেন অনেক অনেক দিন ধরে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারো আমাদের সাথে।' আর মেহতা লিলির মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে বোকার মতো শুধু তাকিয়ে থাকল, বিড়বিড় করে কি বলল, কেউ তা শুনতে পেল না।

লিলিকে নিয়ে এবার ফেয়ারগ্রাউণ্ডে চলে এলো বারটন। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানব নওগাদ রয়েছে এখানে। প্রকাণ্ড একটা বার-বেল নিয়ে খেলছে সে। তাকে অন্য যে কোনো দিনের চেয়ে উৎ-

ফুল্ল আর শক্তিশালী দেখাচ্ছে আজ। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে, আলতো-ভাবে নিজের প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে লিলির কোমল একটা হাত তুলে নিয়ে একগাল হাসল সে। ঘোষণা করল, সে যেদিন সার্কাসে নাম লিখেয়েছিল তারপর থেকে আজ পর্যন্ত একটা মাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে, সেটা হলো, লিলি হপকিন্সের সার্কাসে যোগদান। নিরীহ ভালোমানুষ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি আছে নওশাদের। তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে এমন বিশাল তার চেহারা আর এমন প্রচণ্ড তার গায়ের শক্তি যে ক'রো সাথে চটাচটি করার বা কাউকে ভয় দেখাবার কোনো দরকারই পড়ে না তার। টেসকো, ছুরি নিক্ষেপে মেক্সিকান প্রতিভা, একটা বুথে কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে একরাশ কৌতুক নিয়ে একদল তরুণের টার্গেট প্র্যাকটিস দেখছে সে। তরুণের কেউই তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারছে না। মাঝে মধ্যে বুথ থেকে বেরিয়ে এসে ছয়টা টার্গেট তিন সেকেণ্ডে ভেদ করে দিয়ে তরুণ-দের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করছে টেসকো। লিলির সাথে পরিচিত হয়ে সে জানাল, তার একটা সাধ পূরণ হতে যাচ্ছে এতোদিনে। সাধটা কি জানতে চাওয়া হলে টেসকো সবিনয় ভঙ্গি করে বলল, কোনো মানবীরূপী দেবীর সেবা করা। আরেকটু এগিয়ে লোবাকের দেখা পেল ওরা। লোবাক ল্যাসো স্পেশালিস্ট। চেহারায় অত্যন্ত গাম্ভীর্য নিয়ে লিলিকে অভ্যর্থনা জানাল সে। তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে লিলি, এই সময় পিছন থেকে স্যাঁত করে মাথার ওপর এসে পড়ল রশির একটা ফাঁস। প্রায় চমকে উঠল লিলি। চকচকে একটা রশির বৃত্ত মাথা গলে নেমে এলো লিলির পায়ের চারদিকে। মাটি স্পর্শ করল কি করল না, পরমুহূর্তে অনায়াস সাবলীল ভঙ্গিতে আবার উঠে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল বৃত্তটা, লিলির পোশাক না ছুঁয়েই। ঘুরে তাকাল

লিলি, বিস্মিত মুগ্ধ হাসি উপহার দিল লোবাককে। এখন আর সেই গাম্ভীর্য নেই লোবাকের চেহারায়, নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মুখটা।

ক্ষুদে স্টেজ থেকে এগিয়ে আসছে গ্রেট মেন্টালিস্ট, এই সময় সে-দিকেই এগোচ্ছে লিলিকে নিয়ে বারটন, পথে দেখা হয়ে গেল ওদের। ম্যাণ্ডারিন আলখাল্লা পরে রয়েছে বাবলা, ফলে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য-গুলো ঢাকা পড়ে গেছে. মুখের চেহারাতেও ব্যক্তিত্বের মাধুর্য অনুপস্থিত। বারটন তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল লিলির। ভদ্রতাসূচক সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল বাবলা, কিন্তু পরমুহূর্তে চোখে প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠল, অবশ্য সে দৃষ্টির মধ্যে লালসার ছায়া পর্যন্ত নেই। সাধারণতঃ যা হয়, দেখে বোঝা গেল না কি ভাবছে সে। তারপর যা সাধারণতঃ কখ-নো করতে দেখা যায় না তাকে, তাই করল। মৃদু হাসল সে।

বলল, 'স্বাগতম। আশা করি সার্কাস আপনার ভালো লাগবে।'

'ধন্যবাদ,' সংক্রামক হাসি দেখা গেল লিলির ঠোঁটে। 'আপনাদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আপনি·····আপনিই তো এই সার্কাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র?'

হাত তুলে আকাশটা দেখাল বাবলা। 'নক্ষত্ররা সব ওখানে থাকে, মিস লিলি। নিচে এখানে আমরা শুধু পারফরমার। যতোটুকু পারি করি, এই আর কি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগ্যবান এই অর্থে যে অন্যান্য সার্কাসের তুলনায় এখানকার অ্যাক্টগুলো একটু বেশী উন্নত-মানের, তার বেশী কিছু না। মাফ করবেন। তাড়া আছে আমার।'

চিন্তিতভাবে বাবলার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল লিলি। সকৌতুকে বলল বারটন, 'যা আশা করেছিলে তার ধারে-কাছেও নয় ও, তাই না?'

'না··· মানে, হ্যাঁ।' চেহারায় আশাভঙ্গের ছাপ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

'নিরাশ হয়েছ ?'

'একটু তো বটেই।'

'আজ রাতে নিরাশ হবার কোনো কারণই থাকবে না তোমার। মনে মনে যে যতো বেশী আশাই করুক, তাকে কখনো বাবলা নিরাশ করে না। কেউ কখনো আজ পর্যন্ত নিরাশ হয় নি। অসম্ভবকে সম্ভব করতে দেখে সবাই তাজ্জব হয়ে যায়।'

'সত্যিই কি ট্রাপিজের ওপর ও আর ওর শিষ্যরা চোখ বাঁধা অবস্থায় খেলা দেখায় ?' সন্দেহের সাথে জানতে চাইল লিলি। 'কিছুই দেখতে পায় না ওরা ?'

'কোনো ভুল নেই। কোনো রকম চালাকী নেই। অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না ওরা। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে তুমি যে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা বাবলাই করে। সে-ই কো-অর্ডিনেটর আর ক্যাচার। কে জানে, হয়ত ওর মতো ওর শিষ্যরাও ওই টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার অধিকারী। আমি জানি না। আর কেউও জানে বলে মনে হয় না। সে ক্ষমতা ওদের থাকলেও, ওরা কাউকে তা জানায় না।'

'হয়ত এর মধ্যে অন্য কোনো রহস্য আছে,' প্রচলিত কিংবদন্তী সম্পর্কে ইঙ্গিত করছে লিলি। 'গ্রেট মেন্টালিস্ট। ফটোগ্রাফিক মেমোরি। আচ্ছা, সত্যিই মানুষের চিন্তা-ভাবনা পড়তে পারে ও ?'

'আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস তোমার মনের সব কথা পরিষ্কার পড়ে ফেলেছে।'

'অসম্ভব নয়। শুনেছি, বন্ধ এনভেলাপের ভেতর কিছু থাকলে তাও

পড়ে ফেলে। কাগজের ভেতর দিয়ে যদি দেখতে পায়, চোখের ভেতর দিয়ে দেখতে অসুবিধে কি ?'

মুগ্ধ বিস্ময়ের সাথে লিলির দিকে তাকাল বারটন। 'লিলি, তুমি শুধু সুন্দরী নও। জানো, আমি কখনো কথাটা ভেবে দেখি নি !' লিলির কনুইয়ের ওপরটা ধরল সে, বলল, 'শো শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। চলো, সীট দখল করা যাক। ঘুরেফিরে যা দেখলে, মোটামুটি ভালো লেগেছে তো ?'

'খুব ভালো লেগেছে।'

'বিশেষভাবে কোন্ জিনিসটা ভালো লেগেছে বলবে আমাকে ?' সবিনয়ে জানতে চাইল বারটন।

'হ্যাঁ। সবাই কতো ভালো আর ভদ্র, আর হাসি খুশি।'

মুচকি একটু হাসল বারটন। 'আমরা তো আর আজই জঙ্গল থেকে বেরোই নি !' লিলিকে টেনে নিয়ে চলল বারটন অ্যারেনার দিকে। তার রঙ ঝলমলে মনের আকাশে চিহ্নমাত্র নেই প্রাক্তন প্রেমিকার।

গ্রেফতারের ভয় দেখাতেই কাজ হলো, বুড়ো স্যাম তার প্রহরার দায়িত্ব ফেলে অ্যাডমিরালকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো ক্রিস্টোফার বায়রণের অফিস কামরায়।

'ইউরোপে রওনা হতে আর কোনো বাধা নেই আপনাদের,' বায়রণকে বললেন অ্যাডমিরাল। 'ভিসা পেতে কোনো অসুবিধেই হবে না।'

'পঁচিশটা দেশের ভিসা ? একদিনে ?'

'আমার অধীনে সাড়ে চারশো লোক কাজ করে,' উত্তরে বললেন অ্যাডমিরাল। হাত বাড়িয়ে বায়রণের এগিয়ে দেয়া হুইস্কির গ্লাসটা নিলেন তিনি। 'ডাঃ অগডেন সকাল দশটায় এখানে এসে পৌঁছুবে।

থাকবেন, প্লাজ। সাথে সাথে দায়িত্ব বুঝে নেবে সে। ভালো কথা,' গ্লাসে মৃদু চুমুক দিলেন তিনি। 'মনরো আর টেমপল হত্যা সম্পর্কে আমাদের তদন্তে কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি। আমি অবশ্য তা আশা করিনি। ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলো হয়ত প্রমাণ করা সম্ভব হবে।'

'কি ধরনের ঘটনা?' সার্কাস চলাকালে সার্কাসের কোনো কর্মী মদ খায় না, এই নিষেধাজ্ঞা বায়রণও মেনে চলেন। আয়েশ করে একটা চুরুট ধরালেন তিনি।

'কি ধরনের ঘটনা? জানি না। তবে সন্দেহ নেই, সে-সব ঘটনায় নিষ্ঠুরতার পরিচয় থাকবে।' দ্রুত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া অ্যাডমিরালের একটা স্বভাব। 'ট্রেনের স্লিপিং কোয়ার্টারে রাতের জন্যে ছয় জন প্রহরীর ব্যবস্থা করছি আমি। এরা আমাদের অর্গানাইজেশনের লোক নয়, কাজেই আপনার আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না। শুধু রাতের বেলা আসবে তারা, সকালে আপনি যতোক্ষণ ট্রেনে থাকবেন তারাও ততোক্ষণ থাকবে। আগামী পাঁচ দিন।'

'তার কি কোনো দরকার আছে?' বললেন বায়রণ। 'ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

'খোলাখুলি বলছি, আপনার পছন্দ-অপছন্দে কিছু এসে যায় না।' মুচকি হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'এই অ্যাসাইনমেন্ট গ্রহণ করার পর-মুহূর্ত থেকে আপনি সরকারের হুকুমে চলাফেরা করতে বাধ্য। নিরাপত্তার দিকটা দেখা এখন সরকার নিজের দায়িত্ব বলে মনে করছে। আমি চাই বুড়ো স্যাম ছয়জন প্রহরীর গাইড হিসেবে কাজ করবে।'

'কার নিরাপত্তা?'

'বাবলার। লিলির। ডাঃ অগডেনের। এবং আপনার।'

'আমার?' আর একটু হলে বায়রণের হাত থেকে চুরুটটা পড়ে

যাচ্ছিল। 'আমি বিপদের মধ্যে রয়েছি ?'

'একদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, আপনার কোনো বিপদ নেই। আপনার কিছু হলে ইউরোপ সফর বাতিল করা হবে। শত্রু-পক্ষীয় বন্ধুরা তা চায় না। কাজেই আপনাকে ছোঁবে না ওরা। কিন্তু বিশ্লেষণে ভুলও থাকতে পারে। তা প্রায়ই হতে দেখা যায়, বিশেষ করে এসপিওনাজ জগতে। তাই কোনো রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নই আমি।'

'টহলের ব্যবস্থা করলেই কি ভয় দূর হবে ?'

'হবে। এই রকম ঘেরা একটা জায়গায় তাদের কথা এক ঘণ্টার মধ্যে সবাই জেনে যাবে। আপনি গুজব ছড়িয়ে দিন, হুমকি দিয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে সার্কাসের অজ্ঞাত সংখ্যক পারফরমারের ক্ষতি করা হবে। আপনার দলে যদি কোনো গুপ্তচর থাকে, প্রহরী দেখে চুপ মেরে যাবে সে।' শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করলেন অ্যাডমিরাল। 'লিলির সাথে দেখা করেছে বাবলা ?'

মাথা দোলালেন বায়রণ।

'প্রতিক্রিয়া ?'

'বাবলার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। যদি কিছু হয়েও থাকে, কারো চোখে তা ধরা পড়েনি।'

'আর লিলি ?'

'আমার ভাইপো বারটনের ভাষ্য, প্রথম দর্শনেই লিলি যে একেবারে ঢলে পড়েছে ব্যাপারটা তা নয়।'

'বাবলা তাকে মুগ্ধ করতে পারেনি ?'

'বলা যেতে পারে।'

'লিলি কি শো দেখছে ?'

'হ্যাঁ। বারটনের সাথে।'

'জানতে ইচ্ছে করছে, এখনও কি লিলি মুগ্ধ হয়নি?'

সাত

'এখনও কি বলবে মুগ্ধ হও নি?' জানতে চাইল বারটন। সে নিজে অবশ্য হয়েছে, এত বেশি যে, লিলির দিক থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ ফেরাতে পারছে না।

সাথে সাথে কোনো উত্তর দিল না লিলি। দু'চোখ ভরা বিস্ময় আর অবিশ্বাস নিয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে সে। অন্ধ ঈগলরা আরো দশ হাজার লোকের সাথে তাকেও যেন সম্মোহিত করেছে। দু'এক মুহূর্ত পর পরই নিজের অজান্তে শিউরে উঠছে সে, অন্ধ ঈগলদের আত্মহত্যাপ্রবণ ঝুঁকি নিতে দেখে চোখ দুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে তার। শো শেষ হতে বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ল সে।

'কি দেখলাম! এ আমি বিশ্বাস করি না!' প্রায় রুদ্ধ শোনাল লিলির কণ্ঠস্বর। 'ভুল দেখেছি, সত্যি বলে বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করতে আমারও ইচ্ছে করে না, অথচ কমপক্ষে একশো বার বাবলার এই অনুষ্ঠান দেখেছি আমি। সে যাই হোক, এখন তুমি স্বীকার করো তো, প্রথম দেখাই সব নয়?'

আধ ঘণ্টা পর ড্রেসিং রুম এলাকায় দেখা গেল ওদেরকে। একটা বুথ থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সামনাসামনি পড়ে গেল বাবলা। চেহা-

রায় আবার সেই সাদামাটা ভাবটা ফিরে এসেছে তার। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, লিলির দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'আপনাকে দেখলাম, প্রথম সারিতে বসেছিলেন।'

'চোখ বাঁধা অবস্থায়?' প্রায় আঁতকে উঠল লিলি।

'নিচু তারে, সাইকেলে ছিলাম যখন।'

চোখে বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল লিলি, 'ওই অসম্ভব খেলা দেখাবার সময়? অডিয়েন্সের দিকে তাকাবার সুযোগ পান আপনি?'

'মনটাকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখার দরকার হয় আমার,' চেহারায় কৃত্রিম বীরত্বের ভাব ফুটিয়ে বলল বাবলা। 'ভালো লেগেছে আপনার?' মাথা ঝাঁকাল লিলি। মৃদু হাসি ফুটে উঠল আবার বাবলার ঠোঁটে। 'আর অন্ধ ঈগল? ওটাও ভালো লেগেছে? বুঝতেই পারছেন, প্রশংসা শুনতে ভালো লাগে আমার।'

বাবলার দিকে তাকিয়ে আছে লিলি, কিন্তু মুখে হাসি নেই। আকাশের দিকে একটা হাত তুলল সে, বলল, 'একটা নক্ষত্র খসে এসেছে আকাশ থেকে।' ঘুরে দাঁড়াল লিলি। হেঁটে চলে গেল। বাবলার ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে ওঠা দেখে বোঝা গেল না আসলে সে কৌতুক বোধ করল, নাকি হতভম্ব হয়ে পড়ল।

ইন্টারভিউয়ের জন্যে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো ডাঃ অগ-ডেনকে। ক্রিস্টোফার বায়রণ চারজন প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেয়া শেষ করে তাকে ডেকে পাঠালেন।

নক করে ভেতরে ঢুকলেন ডাক্তার। অফিসে একা রয়েছেন বায়-রণ। খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি ডাক্তারকে। শিংয়ের তৈরি চশমার ভেতরে গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, কানের দু'পাশে কাঁচাপাকা চুল, সুদর্শন,

দীর্ঘদেহী।

'গুড মর্ণিং, স্যার,' বলল ডাক্তার। 'আমি ডাঃ অগডেন।'

মনরোর লাশ দেখতে গিয়ে ডাক্তারকে দেখেছিলেন বটে বায়রণ, কিন্তু তখন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেননি তাকে। মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন তিনি, এই সময় তার দিকে এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল ডাক্তার। কাগজটা নিয়ে বায়রণ দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে—'আপনার এই অফিসে আড়িপাতা যন্ত্র রোপণ করা হয়ে থাকতে পারে। একজন প্রার্থী হিসেবে ইন্টারভিউ নিন আমার।'

'গুড মর্ণিং,' বায়রণ এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেললেন না। 'আমি ক্রিস্টোফার বায়রণ, দি বেস্ট সার্কাস পার্টির মালিক।' ডাক্তারের পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করতে শুরু করলেন তিনি। চমৎকার ইন্টারভিউ দিচ্ছে ডাক্তার অগডেন। উত্তর দেবার ফাঁকে আরেকটা চিরকুট লিখল সে। বায়রণ পড়লেন সেটা—'ইন্টার-ভিউ শেষ করুন এবং চাকরীটা আমাকে দিন। তারপর আমার ইমি-ডিয়েট প্ল্যান সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। সবশেষে চারদিক ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যে বাইরে নিয়ে চলুন আমাকে।'

আরো দশ মিনিট পর ডাক্তারকে নিয়ে অফিসের বাইরে বেরিয়ে এলেন বায়রণ। সার্কাসের একেবারে সেন্টার রিঙের ভেতর চলে এলেন তিনি। এক মাইলের মধ্যে এর চেয়ে নির্জন জায়গা আর নেই। তবু মুখ খোলার আগে জুতো দিয়ে সামনের খানিকটা বালি এলোমেলো করে দিলেন তিনি, ভালো করে চারদিকটা দেখে নিতে ভুললেন না।

'এ সবের মানে কি?'

'রহস্য সৃষ্টি করার জন্যে দুঃখিত,' বলল ডাক্তার। 'ঝুঁকি নেয়া সাজে না আমাদের, তাই সব কাজে একটু সতর্ক থাকতে হয়। প্রসঙ্গ-

ক্রমে, কংগ্রাচুলেশন্স—আমাদের দলে আপনার সার্কাস চমৎকার একটা অন্তর্ভুক্তি, সন্দেহ নেই। এখানে আসার আগে মিঃ চার্লসের সাথে কথা হচ্ছিল আমার, আমার সন্দেহটাকে তিনি সমর্থন করেছেন।'

'আপনার সন্দেহ? আমার অফিসে আড়িপাতা যন্ত্র আছে?'

'যদি থাকে, অনেক রহস্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু চিরকুট লেখার দরকার ছিল কি? আপনি তো ফোন করেই আমাকে সাবধান করতে পারতেন।' ডাক্তারকে হঠাৎ হাসতে দেখে নিজের ভুলটা ধরতে পারলেন বায়রণ। 'ও বুঝেছি। টেলিফোনেও ক্ষুদে যান্ত্রিক ছারপোকা থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ। কিছুক্ষণ পর এই পদের জন্যে আরেকজন প্রার্থী আসবে। তার নাম ডাঃ মডরিজ। সাথে কালো মেডিকেল ব্যাগ থাকবে। মডরিজ ডাক্তার নয়, ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট। যান্ত্রিক ছারপোকা খুঁজে বের করার জন্যে অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট আছে তার ওই ব্যাগে। আপনার অফিসে দশটা মিনিট কাটালেই বলে দিতে পারবে সে কিছু আছে কি নেই।'

পনের মিনিট পর ডাক্তার অগডেনকে নিয়ে অফিসের দিকে যাচ্ছেন বায়রণ. এই সময় অফিস থেকে বেরিয়ে এলো বেঁটে, স্বদেশী এক জন লোক হয়ত কেউ দেখছে বা শুনছে, তাই অগডেনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন বায়রণ, তারপর ক্যান্টিনে বসে চা খাবার প্রস্তাব করলেন তিনি। ক্যান্টিনে এসে নির্জন এক কোণে সবাইকে নিয়ে বসলেন।

'দুটো ছারপোকা,' বলল মডরিজ। 'ক্ষুদে রেডিও ট্রান্সমিটার। একটা সিলিং লাইটের ভেতর, আরেকটা টেলিফোনে।'

'যাক, নিজের অফিসে এখন আর বোবা হয়ে থাকতে হবে না,' বললেন বায়রণ। কিন্তু ডাক্তার বা মডরিজ সাথে সাথে কোনো মন্তব্য

করল না লক্ষ্য করে আবার তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই ওগুলো নষ্ট করা বা সরিয়ে ফেলা হয়েছে ?'

'না। এবং সম্ভবতঃ ইউরোপ থেকে ফেরার আগে পর্যন্ত সরানো হবেও না। আমরা জানি, তা ওদেরকে জানাব কেন ? মিথ্যে আর দ্ব্যর্থবোধক তথ্য ওদের কানে তুলে দেবার এই সুবর্ণ সুযোগ কেউ হাত ছাড়া করে ?' আনন্দে হাত কচলাচ্ছে ডাক্তার। 'এখন থেকে আপনি শুধু রুটিন সার্কাস বিজনেস সম্পর্কে কথা বলবেন অফিসে।' প্রায় স্বপ্নের ঘোরে হাসল সে। 'অবশ্য যতোক্ষণ না আমি উল্টো পরামর্শ দিই।'

এরপরের ক'টা দিন- চারটে ব্যাপার সার্কাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল।

প্রধান আলোচ্য বিষয়টা হলো, ইউরোপ ভ্রমণ। সবাই যাচ্ছে না, সুতরাং খেদোক্তি করার লোকেরও অভাব হলো না। তবে কর্মীদের মনোভাব বুঝতে পেরে উদার-হৃদয় ক্রিস্টোফার বায়রণ প্রত্যেকের জন্যে বোনাসের ব্যবস্থা করলেন। শীতকালীন হেডকোয়ার্টার ফ্লোরিডায় ফিরে যাচ্ছে যারা তারাই শুধু এই বোনাস পাবে। যারা ইউরোপে যাচ্ছে, তাদের অনেকেরই দেশ ইউরোপ, কাজেই স্বদেশ দেখার এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে তারা তো আনন্দে দিশেহারা হবেই।

দ্বিতীয় যে বিষয়টা আলোচনা তুলল, সেটা হলো ডাক্তার অগডেন আর তার দু'জন টেমপোরারি নার্সের নিষ্ঠুর আচরণ। ওদের নিন্দায় মুখর নয় এমন একজনও পাওয়া যাবে না সার্কাসে। টিকা এবং ইন্-জেকশন দেবার ব্যাপারে কাউকে রেহাই দেবার পাত্র নয় ডাক্তার, আর তার নার্স দু'জন তার চেয়েও এক কাঠি সরেস। সার্কাস পার্টির লোকজন গোটা মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর শক্ত

প্রকৃতির সম্প্রদায় হলেও টিকা-ইন্‌জেকশনের বেলায় আর সবার মতোই সাংঘাতিক স্পর্শকাতর তারা। তবে এ-ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই যে নিজেদের মধ্যে তারা একজন আত্মনিবেদিত এবং আদর্শ ডাক্তার পেয়েছে।

দুটো রহস্যময় ব্যাপার আলোচ্য বিষয় হিসেবে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। প্রথম রহস্য, ছয়জন প্রহরী। কেউই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে রাজি হলো না যে অজ্ঞাত পরিচয় একজন বা একদল লোক তাদের জীবন নাশ করার হুমকি দিয়েছে। তবে তা না বিশ্বাস করে আর কি বিশ্বাস করবে তাও কেউ ভেবে পেল না। দ্বিতীয় রহস্যের সৃষ্টি করল দু'জন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র। ট্রেনের অয়্যারিং পরীক্ষা করার জন্যে এসেছিল তারা। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে, এই সময় তাদের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল। সাথে সাথে ডাকা হলো পুলিশ। ডাক্তার অগডেন ছাড়া আর কেউ তাদেরকে চেনে না, তাই পাঁচ মিনিট নজরবন্দী থাকতে হলো তাদেরকে। ওদের একজনের ওই পাঁচ মিনিটই সময় লাগল অ্যাডমিরালকে ফোন করে জানাতে যে ট্রেনের স্লিপিং কোয়ার্টারের কোথাও কোনো রেডিও ট্রান্সমিটার রোপণ করা হয়নি।

শেষ, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলল বাবলা আর লিলির বিষয়টা। বারটন লিলির পিছনে জোঁকের মতো লেগে থাকলেও, বাবলা আর লিলি পরস্পরের সাথে উত্তরোত্তর ঘন ঘন দেখা করছে। শুধু তাই নয়, একবার দেখা হলে তারা একজন আরেকজনকে সহজে ছেড়ে যেতে চায় না। ঘটনার এই অপ্রত্যাশিত উত্তরণে এক এক জনের এক এক রকম প্রতিক্রিয়া হলো। মেয়েদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নিজের চারদিকে ব্যক্তিত্বের একটা কঠোর প্রতিরোধ-দেয়াল তৈরি করে রেখেছিল বাবলা, সেটা হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়তে দেখে অনেকেই

কৌতুক বোধ করল। কেউ কেউ জ্বলেপুড়ে গেল ঈর্ষায়। তার কারণ, বাবলা কোনো চেষ্টা না করেই, অনায়াসে অমন একটা সুন্দরী মেয়েকে ফাঁদে জড়িয়ে নিয়েছে, অথচ আর সবাই লিলির সামান্যতম দাক্ষিণ্য চেয়েও পায়নি, তাদের সবাইকে লিলি শান্ত কিন্তু দৃঢ় ভঙ্গিতে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে সাংঘাতিক খুশি হয়েছে এমন লোকেরও অভাব নেই সার্কাসে। বিশেষ করে নওশাদ, লোবাক আর টেসকো, বাবলার এই তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আনন্দ উপচে পড়ছে বললেও বেশি বলা হয় না। ওদের এতো আনন্দের কারণ, ওরা ধরেই নিয়েছিল ওস্তাদের মেয়ে সাফিনা বাবলার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ায় কখনো আর কোনো মেয়েকে ধারে কাছে ঘেঁষতেই দেবেনা সে। ওদের দৃঢ় ধারণা সাফিনাকে আজও ভালবাসে বাবলা। সে ভালবাসার প্রকৃতি কি তা অবশ্য জানে না ওরা, ওদের জানার কথাও নয়। বাবলা কখনো বলেনি।

তবে শহরে ওদের শেষ রাতের শেষ অনুষ্ঠানের আগে লিলিকে বাবলা তার ট্রেনের কামরায় নিয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানাল না। প্রস্তাবটা গ্রহণ করার সময় কোনোরকম ইতস্তত করতে দেখা গেল না লিলিকে, সে যেন এই আমন্ত্রণের আশায় অপেক্ষা করছিল। একটা কোচের শেষ মাথায় পৌঁছুল ওরা, খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লিলিকে সাহায্য করল বাবলা।

বিলাসবহুল আর সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ঘেরা কোয়ার্টারে থাকে বাবলা। সিটিংরুম, কিচেন-কাম-ডাইনিংরুম, সংলগ্ন বাথরুম আর বেডরুম প্রত্যেকটিতে যা যা লাগে তার সবই আছে। সিটিংরুমে ঢুকে রীতিমতো বিস্মিত হলো লিলি। অত্যন্ত দামী আসবাবে সাজানো কামরাটা।

বাবলা বলল, 'কোনো শহরে পুরো একটা অনুষ্ঠানের সিরিজ শেষ হলে তবে আমি এক-আধটু গলা ভেজাই। অ্যালকোহল আর ট্রাপিজ,

দুটোর সহাবস্থান সম্ভব নয়। তোমার জন্যে মার্টিনি ?'

'প্লীজ।' কামরাটা ঘুরেফিরে দেখছে লিলি। 'স্বীকার করতেই হবে, বেঁচে থাকার স্টাইল কাকে বলে জানো তুমি। কিন্তু এই সুন্দর আয়োজন বৃথা বলে মনে হয় যদি না তোমার একজন স্ত্রী থাকেন।'

গ্লাসে বরফের টুকরো ফেলে বাবলা জানতে চাইল, 'এটা কি একটা প্রস্তাব ?'

'না। প্রস্তাব নয়। আমি আসলে বলতে চাইছি, এতো আরাম আয়েশের ব্যবস্থা, শুধু একজন মানুষের জন্যে।'

'মিঃ বায়রণ আমার ব্যাপারে খুবই উদার।'

'কিন্তু তোমাকে দিয়ে তিনিও প্রচুর রোজগার করেন। তাঁর লোকসান নেই। এই রকম বিলাসবহুল থাকার ব্যবস্থা আর কারো আছে কি ?'

'আমি তো পরীক্ষা করার জন্যে উঁকি মারতে যাইনি···'

'সোজা কথার সোজা উত্তর দিতে জানো না ? আর কারও আছে এরকম কামরা ?'

'না।'

'আমার অন্ততঃ নেই,' বলল লিলি। 'টেলিফোন বুথের মতো খাড়া একটা বাক্সের ভেতর থাকি আমি। তবে···হ্যাঁ, তোমার আমার মধ্যে স্ট্যাটাসের দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। তুমি হলে গিয়ে আকাশ থেকে খসে পড়া একটা তারা, আর আমি স্রেফ নবীশ সেক্রেটারী, তুলনায় বড়-জোর একটা ধূলিকণা।'

'ঠিক তাই।'

'হায় পুরুষ ! একটু ভদ্রতাবোধও কি থাকতে নেই ! নাকি মুখের ওপর তিক্ত সত্য কথাটা বলে ফেলাই তোমার আদর্শ ? বাবলা, সিন-

সিয়ারলি স্পিকিং, তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'বুঝবে। আমার সাথে হাই ট্রাপিজে এসো। চোখ বাঁধা অবস্থায়। তাহলে বুঝবে।'

শিউরে উঠল লিলি, নিজের অজান্তেই। 'সোজা হয়ে আমি একটা চেয়ারের ওপরও দাঁড়াতে পারি না। খোদার কিরে। তোমার এই কামরাটা আমার বড় পছন্দ হয়েছে। যখন ইচ্ছে আসতে পারব তো?'

লিলির হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল বাবলা। 'তোমার জন্যে একটা কার্পেট বিছিয়ে রাখব আমি, বাগদাদের তৈরি।'

'ধন্যবাদ,' হাতের গ্লাসটা একটু উঁচু করে ধরল লিলি। 'প্রথমবার আমরা এক হতে পেরেছি, সেই উপলক্ষে। কথা হয়েছে, প্রেমে পড়তে হবে আমাদেরকে। কে কি ভাবছে অনুমান করতে পারো কিছু?'

'কি করে বলব! তবে আমি জানি আমি দারুণ ভালো করছি।' পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে থাকা লিলির ঠোঁট জোড়ার দিকে চোখ পড়তে দ্রুত বলল আবার বাবলা, 'আমি জানি, আমরা দারুণ ভালো করছি। সম্ভবতঃ আর সবাইও তাই ভাবছে। এতোক্ষণে অন্ততঃ একশো লোক জেনে গেছে যে এখানে তুমি আমার সাথে একা রয়েছো। এই পরিস্থিতিতে লাল হয়ে ওঠার কথা নয় তোমার?'

'না। ইস্!'

'আগেকালের মেয়ে হলে হতো। সে যাই হোক, নিশ্চয়ই তুমি আমার কালো চোখ দেখতে বা ভাটিয়ালি গান শুনতে আসোনি। আমাকে কিছু বলার আছে তোমার?'

'কই, না তো। তুমিই আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছ, ভুলে গেছ এরই মধ্যে?' ঝির ঝির করে হাসল লিলি। 'কেন বলো তো, হঠাৎ

নিয়ে এলে কি মনে করে ?'

'কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে। বলো। ক্রু'য়ে পৌঁছে ঠিক কি করতে হবে আমাকে ? আর কিভাবে তা করব ?'

'তা শুধুমাত্র ডাঃ অগডেন জানেন। মুখ খোলার সময় হয়েছে বলে মনে করছেন না তিনি। পথে, কিম্বা হয়ত ইউরোপে পৌঁছে তোমাকে জানাবেন। তবে দু'একটা ব্যাপারে আজ সকালে কিছু কথা হয়েছে তার সাথে আমার।'

'জানতাম, আমাকে কিছু বলার আছে তোমার।'

'আছে। তোমার সাথে ইয়ার্কি মারছিলাম। কিন্তু ধরা পড়ে গেছি, তাই না ? ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়রদের কথা মনে আছে তো ? ওরা আমাদের লোক, ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট, ট্রেনে কোথাও আড়িপাতা যন্ত্র রোপণ করা আছে কিনা দেখতে এসেছিল। আসলে ট্রেনের নাম করে ওরা তোমার অ্যাপার্টমেন্টটা পরীক্ষা করতে এসেছিল।'

'আড়িপাতা যন্ত্র ? আমার অ্যাপার্টমেন্টে ? অতি নাটকীয় শোনাচ্ছে না ?'

'তাই কি ? আরেকটা খবর হলো, কদিন আগে দুটো আড়িপাতা যন্ত্র পাওয়া গেছে মিঃ বায়রণের অফিসে। তার মধ্যে একটা ছিল টেলিফোনের ভেতর। অতি নাটকীয় শোনাচ্ছে ?' বাবলা কোনো মন্তব্য করল না। 'যন্ত্রগুলো সরায়নি ওরা। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মিঃ বায়রণ রোজই কয়েকবার টেলিফোনে কথা বলছেন মিঃ চার্লসের সাথে। আভাসে ইঙ্গিতে তাঁকে জানাচ্ছেন সার্কাসের অমুক অমুক লোক তাঁর সম্পর্কে, মানে মিঃ চার্লস সম্পর্কে আগ্রহী বলে মনে হয় তাঁর। মিঃ বায়রণ যাদেরকে সন্দেহ করেন বলে জানাচ্ছেন, সেই সব লোকের মধ্যে আমরা নেই। তবে, সংখ্যায় তারা এতো বেশি

যে তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে গেলে সার্কাসের আর কারো সম্পর্কে খোঁজ-খবর করার সময় পাবে না ওরা। তার মানে তোমার আর আমার ব্যাপারে চিন্তা করার অবকাশ পাচ্ছে না ওরা।'

'ওদেরকে আমার পাগল বলে মনে হচ্ছে,' বলল বাবলা। 'আর ওরা বলতে আমি "ওদেরকে" বোঝাচ্ছি না। মিঃ বায়রণ আর ডাক্তারকে বোঝাচ্ছি। ছেলেমানুষের মতো লুকোচুরি খেলছে।'

'লুকোচুরি খেলছেন?' অবাক হলো লিলি। 'মনরো আর টেম-পলের মৃত্যুকে তুমি ছেলেখেলা বলো?'

'মেয়েলি যুক্তি থেকে খোদা আমাকে রক্ষা করুন। আমি ওদের কথা বলছি না।'

'জানো, ডাক্তার অগডেনের পেছনে বিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে?'

'অথবা এক বছরের অভিজ্ঞতা বিশ বার অর্জন করেছে সে।' মুচকি হেসে বলল বাবলা। 'বেশ, স্বীকার করলাম, বিশেষজ্ঞদের নিরাপদ হাতে আছি আমি। ইতিমধ্যে তাহলে বলির ছাগল হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, করার মতো কিছুই নেই?'

'নেই। হ্যাঁ, আছে। আমাকে জানাও, তোমার সাথে যোগাযোগ করার উপায় কি?'

'দু'বার নক করে জিজ্ঞেস করবে বাবলা আছো নাকি?'

'তোমার এই অ্যাপার্টমেন্ট তো সীল-অফ করা। চলন্ত ট্রেনে তোমার সাথে দেখা করতে পারব না। তার কি উপায়?'

'চমৎকার! চমৎকার!' দুর্লভ একটা ব্যাপার, বাবলার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'যথেষ্ট ভালো করছি আমি।' এই প্রথম দেখল লিলি, বাবলার হাসি তার চোখ ছুঁয়ে গেল। 'সত্যিই তাহলে আমার

প্রেমে পড়ে গেছো তুমি ? আমাকে দেখার জন্যে মন কেমন করবে তোমার ?'

'ছেলেমানুষি করো না। তোমার সাথে দেখা করার দরকার হতে পারে আমার।'

'ঠিক। ট্রেন যখন চলে তখন কোনো কেবিন সীল-অফ করে রাখার নিয়ম নেই,' বলল বাবলা। 'আমার বেডরুমের এক কোণে একটা দরজা আছে, ওটা দিয়ে পিছনের প্যাসেজে বেরিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু একটা মাত্র হাতল, ভেতর দিকে।'

'ঠক-ঠক, ঠক-ঠক আওয়াজ হলে মনে করবে আমি।'

'ঠক-ঠক, ঠক-ঠক—বাহ্, চমৎকার। বুকের ভেতর পুলকের দোলা লাগবে, এখন থেকেই শুনতে পাবার জন্যে তৈরি রাখব কান দুটোকে।'

লিলির হাত ধরে তার কমপার্টমেন্টে তাকে নিয়ে এলো বাবলা। সিঁড়ির ধাপের নিচে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ তাহলে এই পর্যন্তই। গুড নাইট। ধন্যবাদ।' সামনের দিকে ঝুঁকে লিলির নাকের পাশে চুমো খেল সে, তারপর মুখটা সরিয়ে নেবার আগে আরেক বার বন্ধ ঠোঁট জোড়ার ওপর।

লিলি বাধা দিল না, তবে মৃদু গলায় বলল, 'অতি নাটুকে হয়ে গেল না ব্যাপারটা ?'

'মোটেও না। হুকুম হুকুমই। জানো, কম করেও এক ডজন লোক লক্ষ্য করছে আমাদেরকে ?'

ভেংচে দিল লিলি বাবলাকে, তাতে তাকে আরো অপরূপ সুন্দরী দেখাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে সে, পিছন থেকে তার রিনিঝিনি হাসি শুনতে পেল বাবলা।

আট

পরদিনটা অ্যারেনা, ব্যাক-স্টেজ আর ফেয়ার গ্রাউণ্ডের ইকুইপ-মেণ্ট খুলে ট্রেনে তোলার কাজে ব্যয় হলো। আকারে এগুলো যেমন বিস্ময়কর, তেমনি প্রকারে অগুণতি আর বিচিত্র। আধ মাইল লম্বা ট্রেনে এগুলোর সাথে জীব-জন্তুর খাঁচা, অফিস, ফেয়ারগ্রাউণ্ড বুথ, বাবলার মেণ্টালিস্ট থিয়েটার, সব তোলা হলো। গোটা সার্কাসটাকে ট্রেনে তোলা, যে-কোনো সাধারণ একজন মানুষের মনে হবে, অসম্ভব একটা কাজ। কিন্তু বহু বছরের অভিজ্ঞতা আর নিয়ম-শৃংখলার সাহায্যে সার্কাস কর্মীরা যে শুধু মাত্র এক দিনের মধ্যে কাজটা সম্পন্ন করল তাই নয়, কাজটা করার সময় কোথাও কোনো অব্যবস্থা, শোরগোল, বিশৃং-খলা বা বিভ্রান্তি দেখা গেল না। যেন হালকা খেলার ছলে কাজ করে গেল সার্কাসের লোকজন, কাকে কি করতে হবে তা কেউ কাউকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করার প্রয়োজন বোধ করল না। কয়েকশো মানুষ আর পশুর খাবার-দাবার, দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস-পত্র, ব্যক্তিগত মোটবহর ইত্যাদির পরিমাণও কম নয়, কিন্তু কোথায় কি রাখতে হবে তার জন্যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে বলে ট্রেনে জায়গার কোনো অভাব দেখা দিল না। তাদের এই কাজের ধারার সাথে শুধু মাত্র সামরিক বাহিনীর শৃংখলা আর নৈপুণ্যের তুলনা করা যেতে পারে। সন্দেহ নেই,

দক্ষতার চরম লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে সার্কাস।

সেই রাতেই দশটার সময় রওনা হবার কথা ট্রেনের।

ন'টা বাজে। ডাক্তার অগডেন অ্যাডমিরালের সাথে বসে দুটো অত্যন্ত জটিল ডায়াগ্রাম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। অ্যাডমিরালের এক হাতে চুরুট, অপর হাতে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস। শান্ত আর হাসিখুশি চেহারা। কিন্তু মাথার ভেতর রাজ্যের চিন্তা ছুটোছুটি করছে। গোটা অ্যাসাইন-মেন্টটা তাঁরই মস্তিষ্কের ফসল, কাজেই এর ভেতর-বাইরে কি আছে না আছে এবং কিভাবে কি করলে কি হবে একমাত্র তিনিই সবার চেয়ে ভালো বলতে পারেন।

'ডায়াগ্রামে সব আছে কিনা ভালো করে আরেকবার দেখে নাও,' বললেন তিনি। 'গার্ড, এন্ট্রি, ইনটেরিয়র লে-আউট, এগজিট আর বাল্‌টিকে বেরিয়ে আসার এস্কেপ রুট।'

'সব আছে। খোদার ওয়াস্তে ওখানে জাহাজটা থাকলেই হয়।' ভাঁজ করে ডায়াগ্রাম দুটো কোটের ভেতরের পকেটে রেখে দিল ডাক্তার।

'এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার পর্যন্ত তীর ঘেঁষে যাওয়া আসা করবে ওরা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তোমরা যে-কোনো এক মঙ্গলবার রাতে অনুপ্রবেশ করবে। পুরো এক হপ্তা গ্রেস।'

'ইস্ট জার্মান, পোলাণ্ড বা রাশিয়া সন্দিহান হয়ে উঠবে না?'

'উঠবেই।'

'প্রতিবাদ করবে না ওরা?'

'কিভাবে করবে? বাল্‌টিক তো আর কারো ব্যক্তিগত পুকুর নয়। বাল্‌টিকে আমাদের জাহাজ বা জাহাজগুলো, ওদিকে ক্র'য়ে সার্কাস

পার্টি, দুটোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না ওদের। এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই আমাদের। ওদেরও সার্কাসকে সার্কাস হিসেবেই দেখতে হবে।' অ্যাডমিরাল কষে টান দিলেন চুরুটে। 'আমাদের নতুন রিক্রুট সম্পর্কে কেমন বুঝছ বলো এবার।'

'বুদ্ধিমান, কঠিন পাত্র, শক্তিশালী, ভালোমানুষ। দেখে যেন মনে হয় নার্ভাস সিস্টেম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছে। অত্যন্ত রিজার্ভড্ প্রকৃতির মানুষ। লিলি বলেছে, বাবলার কাছে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

'হোয়াট?' ঘন, কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল অ্যাডমিরালের। 'ওই সুন্দরী লক্ষ্মী ছোট্ট মেয়েটাকে বাবলা এড়িয়ে যেতে পেরেছে? কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। লিলি যদি ভালো মতো চেষ্টা করে নিশ্চয়ই তাকে নিরাশ হতে হবে না। দুনিয়ায় এমন পুরুষ খুব কমই আছে···মুনি-ঋষিরও ধ্যান ভাঙে···'

'স্যার, আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইনি।'

'ও,' ছোট্ট করে শব্দটা উচ্চারণ করে চুপ করে গেলেন অ্যাডমিরাল।

নিজের মেডিকেল ব্যাগের তলায় একটা হাত রাখল ডাক্তার, বলল, 'এই পোস্টেজ স্ট্যাম্প ট্র্যানসিভার, স্যার···আপনি শিওর, আমার মেসেজ রিসিভ করতে পারবেন আপনি?'

'নাসার ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছি আমরা। তুমি চাঁদ থেকে মেসেজ পাঠালেও রিসিভ করতে পারব।'

রওনা হবার ছয়ঘণ্টা পর সার্কাস ট্রেন একটা শান্টিং ইয়ার্ডে যাত্রা বিরতি করল। আর্ক-ল্যাম্পের আলো ঘন কালো অন্ধকার দূর করতে

পারেনি, ওদিকে ঝির ঝির করে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিরও বিরাম নেই। আগে থেকে বাছাই করে রাখা কয়েকটা কোচ বিচ্ছিন্ন করা হলো এখানে, অন্য একটা ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যাবে এগুলোকে শীতকালীন আস্তানা ফ্লোরিডায়। এরপর ট্রেনের মেইন বডি ছুটে চলল নিউইয়র্কের দিকে।

পথে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা ঘটল না। নিজের রান্না-বান্না নিজেই সারে বাবলা, অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরই হলো না সে। দু'বার তার সাথে দেখা করে গেল তার দুই শিষ্য, একবার এলেন মিঃ ক্রিস্টোফার বায়রণ, আর একবার ডাক্তার অগডেন। আর কেউ তাকে বিরক্ত করল না, কেননা সবাই জানে একা থাকতেই পছন্দ করে বাবলা।

জাহাজটা একাধারে মালবাহী এবং যাত্রীবাহী। তার পাশে ট্রেন এসে থামার বিশ মিনিট পরই মাল-পত্তর তোলার কাজ শুরু হয়ে গেল। এই জাহাজই জেনোয়ায় নিয়ে যাবে সার্কাসকে। স্ট্র্যাটেজিক জিয়োগ্রাফিক্যাল পজিশনের জন্যে নয়, মেডিটারেনিয়ানের অল্প কয়েকটা পোর্টে কোচ আর ফ্ল্যাট-কার নামাবার সুবন্দোবস্ত আছে, তার মধ্যে ওটা একটা বলে জেনোয়াকে বেছে নেয়া হয়েছে।

রওনা হবার পর থেকে এই প্রথম নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো বাবলা। এখনো বৃষ্টি হচ্ছে। বেরুবার পর প্রথম যার সাথে দেখা হলো সে-ই লিলি হপকিন্স। নেভীস্ল্যাকস পরেছে লিলি, গায়ে চড়িয়েছে হলুদ রঙের অয়েলস্কীন, কিন্তু চেহারাটা ম্লান, চোখ দুটো ম্রিয়মান। 'অসামাজিক!' বাবলাকে দেখেই অভিযোগের সুরে বলল সে।

'দুঃখিত। কিন্তু তুমি তো জানতে কোথায় টোকা মারলে সাড়া দেবো আমি।'

'কিছুই বলার ছিল না তোমাকে।' একটু থেমে আবার বলল লিলি, 'কিন্তু তুমিও তো জানতে কোথায় টোকা দিলে সাড়া দেবো আমি!'

'মেয়েদের পিছু নেয়া আমার স্বভাব নয়।'

'ভুলে গেছো নাকি, পরস্পরের প্রেমে পড়ার কথা আমাদের?' কৃত্রিম ব্যঙ্গ ফুটে উঠল লিলির কণ্ঠস্বরে।

'ভুলিনি। কিন্তু আমার যা স্ট্যাটাস, তাতে ঢলে পড়া শোভা পায় না। মেয়েটারই ঢলে পড়া উচিত, এবং সেটাই বাস্তব হবে।'

'তার মানে বেহায়ার মতো তোমার পিছনে লেগে থাকতে হবে আমাকে? আর তুমি...'

'মাঝে মধ্যে আমিও তোমার দিকে তাকাব, একটু দয়া করব,' হাসি চেপে বলল বাবলা। 'প্রথম কিছুদিন এইরকম চলুক না, তারপর ধীরে ধীরে আমিও তোমার দিকে একটু একটু...'

'আচ্ছা! তা এইভাবে এগোলে ডিনার খেতে বলতে কতোদিন লাগবে তোমার?'

'চলো না, আজই—এখুনি বেরোনো যাক?'

'কিভাবে বুঝলে আমি আশা করছিলাম তুমি আমাকে ডিনার খেতে নিয়ে যেতে চাইবে?'

'টেলিপ্যাথি, লিলি, টেলিপ্যাথি।'

দু'চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল লিলি। চলে গেল পোশাক পাল্টাতে।

লিলির নির্বাচিত একটা ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় এলো ওরা। ছিমছাম নির্জন পরিবেশ। আসার পথে তিনবার ট্যাক্সি বদল করেছে ওরা। বসতে না বসতেই জিজ্ঞেস করল বাবলা, 'কোনো দরকার ছিল কি?

ট্যাক্সি বদলের কথা বলছি।'

'জানি না। আমি শুধু হুকুম পালন করছি।'

'আসলে তো তুমিই আমাকে নিয়ে এসেছো। এখানে কেন এসেছি আমরা? আমার সান্নিধ্য কি এতোই প্রিয় তোমার?'

'কিছু নির্দেশ আছে তোমার জন্যে।'

'আমার কালো চোখ আর ভাটিয়ালির জন্যে নয় তাহলে?' সকৌতুকে হেসে লিলিকে এদিক ওদিক মাথা নাড়তে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাবলা। 'কাজের মেয়ের সাথে প্রেম করা একটা ঝকমারি! আজ্ঞে, কি আদেশ?'

'এতো ব্যস্ত কেন? এই তো এলাম, একটু হাঁফ ছাড়তেও দেবে না?'

'ঠিক আছে। এই, লিলি,' লিলির নীল ভেলভেট পোশাকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল বাবলা, 'জানো, বৃষ্টির মধ্যে ট্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ শোনার প্রস্তাব দাওনি বলে আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল লিলির। 'খুশি হয়েছ? কেন?'

'ওখানে যা অন্ধকার না! তোমাকে আমি দেখতেই পেতাম না। জানো, তুমি সত্যি সুন্দর। তর সইছে না, নির্দেশগুলো কি বলবে?'

'কি!' মুহূর্তের জন্যে রাঙা হয়ে উঠল লিলি, বাবলার মুখ থেকে নিজের রূপের প্রশংসা এভাবে হঠাৎ করে, এতো নগ্ন ভাবে শুনবে বলে আশা করেনি সে। পরমুহূর্তে কৃত্রিম ক্ষোভে কমলালেবুর কোয়ার মতো ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে সেঁটে গেল। 'কাল সকাল এগারোটায় আমাদের জাহাজ ছাড়বে। ছ'টায় নিজের কেবিন ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে তোমার সাথে

আলোচনা করার জন্যে পার্সার আসবে ওই সময়। লোকটা একজন খাঁটি পার্সার, কিন্তু সেই সাথে ইলেকট্রনিক এক্সপার্টও—তোমার কেবিনে আড়িপাতা যন্ত্র আছে কিনা পরীক্ষা করবে সে।' বাবলাকে চুপ করে থাকতে দেখে মুচকি একটু হাসল লিলি। 'লক্ষ্য করছি, এখন আর তুমি অতি নাটকীয় কিছু বলছ না।'

পরিচয় হবার পর থেকে এই প্রথম বাবলাকে গম্ভীর হতে দেখল লিলি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল সে, 'এ ব্যাপারে কথা বলে লাভ কি? বলতে পারো, আমার কেবিনে আড়িপাতা যন্ত্র রোপণ করার প্রশ্ন ওঠে কেন? কেউ কোনোভাবে সন্দেহ করছে না আমাকে। আমি যে এই অ্যাসাইনমেন্টের সাথে জড়িত কেউ তা জানে না, অন্ততঃ জানার কথা নয়। জানে না, কিন্তু জানবে—ওই ডাক্তার ব্যাটা যদি বোকার মতো এই লুকোচুরি খেলা চালিয়ে যেতে থাকে। মিঃ বায়রণের অফিসে আড়িপাতা যন্ত্র কেন? কিভাবে? ট্রেনে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আড়িপাতা যন্ত্র আছে কি না দেখার জন্যে কেন পাঠানো হলো দু'জন লোককে? এখন আবার আরেকজন লোক জাহাজে আমার কেবিনে কিছু আছে কিনা দেখার জন্যে আসছে। কেন? অনেক বেশি লোক দেখে যাচ্ছে আমার ঘরে আড়িপাতা যন্ত্র নেই। অনেক বেশি লোক জানতে পারছে আমার সম্পর্কে সার্কাস যা দাবী করে আমি তা নই। অনেক বেশি লোক কোনো কারণ ছাড়াই আমার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে। কেন, লিলি? এসব আমার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না।'

'প্লীজ। ব্যাপারটা তুমি আসলে ঠিক ...'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে দাও।'

বোকার মতো তাকিয়ে আছে লিলি।

'জানি, পারবে না,' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল বাবলা।

'বাবলা, আমাকে তুমি ভুল বুঝছ। আমি স্রেফ একজন মেসেঞ্জার। তবু বলছি সাধারণভাবে মনে হয়, তোমার ওপর সন্দেহ সৃষ্টি হবার কোন কারণ নেই, হয়ত কেউ তোমাকে সন্দেহ করেও না। কিন্তু আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। তার কারণ, অত্যন্ত দক্ষ আর সন্দেহপ্রবণ সিক্রেট পুলিশের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছি আমরা। ক্ষীণতম সম্ভাবনাও ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না।' ভুলে যেয়ো না, যে ফর্মুলাটা আমরা চাইছি সেটা ক্র'য়ে রয়েছে। আমরা যাচ্ছিও ক্র'য়ে। ক্র'য়ে জন্মগ্রহণ করেছে এমন লোকের শিষ্য তুমি, তুমি তোমার ওস্তাদকে কথা দিয়েছিলে বেঁচে থাকলে একবার অন্ততঃ ক্র'য়ে যাবে। এসব কথা অনেকেই জানে, সুতরাং রটতে অসুবিধে কোথায়? তাছাড়া, লোকে বলাবলি করে, তোমার ওস্তাদের মেয়ে সাফিনাকে নাকি তুমি ভালোবাসতে। কেউ যদি মনে করে এখনও তুমি তাকে ভালোবাসো, তাকে উদ্ধার করার কোনো প্রস্তাব তুমি হাতছাড়া করবে না, আশ্চর্য হবার কিছু আছে তাতে?'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল বাবলা। 'চুপ করো!' ক্রুদ্ধ চাপা ধমক শুনে চমকে উঠল লিলি। 'সাফিনাকে জড়িয়ে আমার সম্পর্কে ও-কথা আবার যদি বলো, এর মধ্যে আমি নেই! শুধু তাই নয়, এই অপারেশনের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো আমি। আর তার জন্যে দায়ী থাকবে তুমি। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?'

'পে-রে-ছি,' ফিসফিস করে কোনোরকমে উচ্চারণ করল লিলি। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার চেহারা। হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। ভুলটা ঠিক কোথায় হয়েছে, বুঝতে চেষ্টা করেও পারল না সে। শুকনো ঠোঁটের ওপর দিয়ে জিভের ডগাটা ধীরে ধীরে বুলিয়ে

নিল। নিচু গলায় বলল, 'বসো, বাবলা। আমি দুঃখিত। মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। এরকম ভুল আর কখনো হবে না।'

ধীরে ধীরে বসল বাবলা। কিন্তু কথা বলল না।

'ডাক্তার অগডেন তোমাকে সাড়ে ছ'টার সময় কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এসে, মেঝেতে—সরি—ডেকে—কম্পানিয়নওয়ের গোড়ায় বসে থাকতে বলেছেন। সবাই জানবে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছ তুমি পায়ে। একটু পরই ডাক্তার অগডেন সেখানে যাবেন। তিনি তোমাকে অপারেশনের বিশদ একটা ধারণা দিতে চান।'

'তোমাকে দিয়েছেন?' নিরুত্তাপ গলায় জানতে চাইল বাবলা।

'না। আমাকে না জানাবার ব্যাপারে বোধ হয় তোমাকেও নিষেধ করে দেবেন। প্রয়োজন না থাকলে সবাইকে সব কথা বলেন না তিনি।'

'বেশ। তোমার কথা মতো কাজ করব আমি। আর কিছু বলার আছে তোমার?'

ভয়ে ভয়ে বলল লিলি, 'না।'

'তার মানে তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। চলো এখন তাহলে ফেরা যাক,' বলল বাবলা। 'তোমার জন্যে তিনটে ট্যাক্সি, তুমি তো আর নিয়ম ভাঙতে পারো না, হাজার হোক চাকরী করো। কিন্তু আমি ওদের চাকরীও করি না, কারো ধারও ধারি না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ফিরে যাবো আমি। তাড়াতাড়ি আর সস্তায় ফিরতে পারব। চুলোয় যাক তোমাদের সি. আই. এ।'

ধীরে ধীরে একটা হাত বাড়িয়ে বাবলার হাতের উল্টোদিকটা স্পর্শ করল লিলি। 'মাফ চেয়েছি আমি। আর কিভাবে চাইব, কতোবার চাইতে হবে, বলে দাও।' তবু বাবলাকে কথা বলতে না শুনে হাসল

লিলি, কিন্তু হাসিটাও হলো ওর হাতের মতো, কাঁপা কাঁপা, অনিশ্চিত। 'আমার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি রোজগার করো তুমি, তাই না? আমি একজন খেটে খাওয়া মেয়ে। আমার মতো একটা মেয়েকে ডিনার খাওয়ালে তুমি গরীব হয়ে যাবে না। খাওয়ালে একজন অন্ততঃ খুশি হবে। তাছাড়া, ফিরতে চাই না আমি। মানে, এখুনি নয়।'

'কেন?'

'জানি না···জানি, কিন্তু সে-কথা বলতে ভয় করছে আমার।'

'আমাকে ভয় কর তুমি?'

'না-না,' তাড়াতাড়ি বলল লিলি। 'ভয় আমার নিজেকে নিয়েই।'

'তোমাকে ডিনার খাওয়ালে কে যেন খুশি হবে বলছিলে?' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখল বাবলা।

'তুমি নাকি মানুষের মন পড়তে পারো?' ক্ষীণ একটু কৌতুক দেখা গেল লিলির চোখে।

'পারি কি না পারি বলব না,' বলল বাবলা। 'তবে জোর দিয়ে বলতে পারি, মেয়েদের মন পড়তে পারি না।'

ম্লান হয়ে গেল লিলির চেহারা।

'ভালো কথা,' সিগারেট ধরাল বাবলা, 'ডাঃ অগডেন এসব কথা নিজেই আমাকে জানায়নি কেন?'

'ডাক্তারের সাথে তোমাকে বেরুতে দেখলে লোকের মনে সন্দেহ জাগতো। এখন পর্যন্ত পরস্পরের সাথে কথা বলোনি তোমরা। কোন্ অজুহাতে তিনি দেখা করবেন তোমার সাথে?'

'ও।'

'কিন্তু আমার সাথে তোমাকে দেখলে কারো কিছু মনে করার

নেই। নাকি ভুলে গেছো? দুনিয়ার সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রেম।'

'চাকরী বটে একখানা!' ধীরে ধীরে বসল বাবলা চেয়ারে। মেনুটা এগিয়ে দিল লিলির দিকে।

নয়

'এখনও সেই মেয়েটাকে ভালোবাসে ও,' গলায় কোনো আবেগ নেই, স্বগতোক্তি করল লিলি। গার্ডরেইলে কনুই রেখে এম. জি. মাল্টার প্যাসেঞ্জার ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ও। হাড়-কাঁপানো হিমেল বাতাস বইছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। তাকিয়ে আছে বিশালকায় ক্রেনগুলোর দিকে, জাহাজে তোলা হচ্ছে কোচগুলো। তাকিয়ে আছে কিন্তু দেখছে না। এই সময় একটা হাত এগিয়ে এসে তার কাঁধ স্পর্শ করল। ঘাড় ফেরাতেই ক্রিস্টোফার বারটনের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দেখতে পেল লিলি।

'কে সেই মেয়েটা? কে ভালোবাসে তাকে?' সহাস্যে জানতে চাইল বারটন।

'একটু সাড়া দিয়ে আসতে পারতে!' গলায় একটু অসন্তোষের সুর টেনে বলল লিলি। 'আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'দুঃখিত। কিন্তু ক্রেনের যা শব্দ হচ্ছে দামামা বাজিয়ে এলেও শুনতে পেতে না তুমি,' হাসিটা এতোটুকু ম্লান হয়নি বারটনের।

'এড়িয়ে যেয়ো না। সেই মেয়েটা? কে? তাকে ভালোই বা বাসে কে?'

'ও কিছু না,' প্রসঙ্গটা হেসে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল লিলি।

'আমি কিন্তু ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি,' বলল বারটন। 'কথাটা তোমারও তাহলে কানে গেছে। হ্যাঁ, আমাদের বাবলা এখনও সেই মেয়েটাকে ভালোবাসে।' লিলির চেহারাটা কালো হয়ে গেল, কিন্তু আবছা আলোয় তা লক্ষ্য করল না সে। 'এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে নিজের সাথে কথা বলছ কেন? চলো, ভেতরে যাই। দু'চুমুক ব্র্যাণ্ডি খাওয়া দরকার তোমার।'

'ব্র্যাণ্ডি নয়, আমার ঘুম দরকার এখন,' অন্যমনস্কভাবে বলল লিলি।

লিলির হাত ধরে মৃদু টান দিল বারটন। 'কিন্তু আমি জানি, ঘুমুতে হলে আজ তোমার ওষুধ দরকার হবে। দু'ঢোক ব্র্যাণ্ডিই ওষুধের কাজ করবে।'

বারটনের মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে কি যেন খুঁজল লিলি, তারুণ্যের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারাটা। মিষ্টি করে হাসল ও, বলল, 'বেশ, চলো—পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো আমাকে।'

একজন সুদর্শন স্টুয়ার্ড ছাড়া আর কেউ নেই লাউঞ্জে। লেদার আর্মচেয়ারে বসে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে তিনবার ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিল বারটন। লিলি প্রায় ছুঁলোই না, একাই গিলছে বারটন। পঁয়ত্রিশ মিনিটের মাথায় আরও দু'পেগ খেয়ে চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠল তার, স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না। 'সাফিনা। মেয়েটার নাম সাফিনা,' জড়ানো গলায় বলল সে, 'বাবলার সামনে তার নাম পর্যন্ত মুখে আনতে সাহস পায় না কেউ। ওস্তাদের মেয়ে, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। কি অদ্ভুত, নাগালের বাইরে চলে গেলেও, এখনও বাবলা

তাকে ভুলতে পারেনি।'

'এসব কথা কে শুনতে চেয়েছে তোমার কাছ থেকে?' শান্ত গলায় তিরস্কার করল লিলি।

'তোমার জানা দরকার,' টেবিলের ওপর দিয়ে লিলির দিকে ঝুঁকে পড়ল বারটন। 'সাফিনা তোমার চেয়েও সুন্দরী, মাত্র আঠারো বছর বয়েস...'

'এটা কিন্তু অন্যায়,' বলল লিলি। তাকিয়ে আছে বারটনের হাতের দিকে।

'কি?'

'এই যে, মেয়েরা এনগেজড্ হলে তাদেরকে এনগেজমেন্ট রিঙ পরতে হবে, বিয়ে হলে ওয়েডিং রিঙ পরতে হবে—পুরুষদের বেলায় এসব ঝামেলা নেই। অন্যায় নয়?'

'একশো বার অন্যায়!' দৃঢ় সমর্থন জানালো লিলিকে বারটন। লিলির কথায় এখন সে জুতোর মালা পর্যন্ত পরতে পারে গলায়।

'তাহলে তোমারটা কোথায়?' হাসি চেপে জানতে চাইল লিলি।

'আমার কি?' ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে লিলির দিকে তাকাল বারটন।

'এনগেজমেন্ট রিঙ? সিসিলি পরে। সিসিলি, তোমার ফিঁয়াসে, মনে পড়ে? সবুজ চোখ। নীল মোজা। নিশ্চয়ই তার কথা ভুলে যাও নি তুমি?'

বারটনের চোখ থেকে ঘোলাটে ভাবটা মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। 'তুমি এসব কথা জানলে কোত্থেকে?'

'ভুলে যাচ্ছ কেন, তোমার কাকার সাথে রোজ দু'ঘণ্টা করে কাটাতে হয় আমাকে।' মিষ্টি করে হাসল লিলি। 'তোমার কাকার কিন্তু তোমাকে নিয়ে ভারি গর্ব। তা হবে নাই বা কেন! তিনি নিঃসন্তান, তাঁর

অবর্তমানে তুমিই তো এই সার্কাস রাজ্যের একমাত্র অধিপতি হতে যাচ্ছ। সিসিলির ব্যাপারে তোমার নির্বাচনটাকেও তিনি অনুমোদন করেন।' হাত ব্যাগ তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লিলি। 'ব্র্যাণ্ডির জন্যে ধন্যবাদ। গুড নাইট অ্যাণ্ড সুইট ড্রীমস্। আশা করি কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে সে-ব্যাপারে কোনো বিভ্রান্তিতে পড়বে না।'

লিলির গমন পথের দিকে চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে থাকল বারটন।

বিছানায় উঠেছে লিলি পাঁচ মিনিটও হয়নি, এই সময় নক হলো দরজায়। 'তালা দেয়া নেই,' বিছানার ওপর উঠে বসে বলল ও।

কেবিনে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাবলা। 'তালা দাওনি কেন?' জানতে চাইল ও। 'আমার আর বারটনের মত চরিত্র চারদিকে ঘুর-ঘুর করলে কখন কি হয় বলা যায়?'

'বারটন?'

'শেষবার দেখা গেছে, একটা ডাবল ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিচ্ছে। চেহারা দেখে মনে হলো ব্যর্থ প্রেমের শিকার। বাহ্, কেবিনটা তো চমৎকার!' এগিয়ে এসে লিলির পাশে, বিছানার কিনারায় বসল বাবলা।

'ব্যঙ্গ করছ নাকি?' বলল লিলি। 'তোমার কেবিনের তুলনায় এটা তো একটা ইঁদুরের গর্ত। এই রাতে কি মনে করে? নিশ্চয়ই আমার কেবিনের প্রশংসা করার জন্যে নয়?'

'তোমার কপালে বুঝি এটাই পড়েছে? নাকি নিজেই বেছে নিয়েছ?'

'বারোটার মধ্যে এটাই আমার পছন্দ হলো,' চোখের দৃষ্টি প্রখর হলো লিলির। 'কেন এসেছ, বাবলা?'

'সম্ভবতঃ শুভরাত্রি জানাবার জন্যে,' বলল বাবলা। একটা হাত রাখল লিলির কাঁধে। একটু টেনে আনল তাকে নিজের দিকে। রেস্তরাঁয় তোমার ওপর মেজাজ করেছি, সেজন্যে আমি দুঃখিত, লিলি। শুতে গিয়ে মনে হলো, তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। কেন এমনটা হলো সেটা পরে আমি তোমাকে সব ব্যাখ্যা করে বলব। ফেরার পথে।' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল বাবলা, দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'তালা বন্ধ করো।' বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। বন্ধ দরজার দিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল লিলি।

প্রায় ত্রিশ হাজার টনী প্রকাণ্ড জাহাজ মাল্টা। বিশেষ করে খনিজ ধাতু পরিবহণের জন্যেই তৈরি করা হয়েছিল এটা, তবে খনি শ্রমিকদের বহন করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। কয়েক বছর ধরে এটাকে মালবাহী এবং যাত্রীবাহী জলযান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দুশো যাত্রীকে অত্যন্ত আরামদায়ক আশ্রয় দেবার আয়োজন আছে তার।

মাল্টার সামনের দুটো হোল্ডে বিশটা সার্কাস ট্রেন কোচ, জীব-জন্তু, আর সার্কাস ক্রুদের কোচগুলো তোলা হয়েছে। ফ্ল্যাট-কারগুলো ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ফোরডেকে। ইটালীতে অপেক্ষা করছে যথেষ্ট খালি কোচ আর একটা শক্তিশালী লোকোমোটিভ। ওই লোকোমোটিভই পার্বত্য এলাকা পেরিয়ে সেন্ট্রাল ইউরোপে নিয়ে যাবে সার্কাসকে।

সন্ধ্যা। সাত ঘণ্টা আগে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছে মাল্টা। তীব্র স্রোত আর উঁচু ঢেউয়ের সাথে দুলছে জাহাজ। প্রথম শ্রেণীর বিলাস-বহুল কেবিনগুলোর একটায় বসে বেহালা বাজাচ্ছে বাবলা, করুণ সুরে

ভারি হয়ে উঠেছে কেবিনের বাতাস। হঠাৎ বেহালা থামিয়ে রিস্ট-ওয়াচ দেখল ও। বেহালাটা একপাশে সরিয়ে রেখে দরজার দিকে তাকাল। ঠিক বিশ সেকেণ্ড পর নক হলো দরজায়। 'কাম ইন,' শান্ত গলায় বলল ও।

ইউনিফর্ম পরা পার্সার। হাতে একটা কালো ব্রীফকেস। 'গুড ইভনিং, স্যার। আমাকে আপনি আশা করছিলেন?'

'একজনকে আশা করছিলাম। আপনিই বোধহয় সেই লোক।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপর রাখল পার্সার। 'আধুনিক একজন পার্সারকে রাজ্যের পেপারওয়র্ক করতে হয়।' ব্রীফকেসটা খুলল সে। সমতল চার-কোণা একটা মেটাল বক্স বের করল ভেতর থেকে। অসংখ্য ডায়াল আর কন্ট্রোল সিস্টেম গিজগিজ করছে সেটার গায়ে। একজোড়া ইয়ারফোন পরে নিল লোকটা, টেনে লম্বা করল একটা অ্যান্টেনা, তারপর ধীরে ধীরে প্রথমে সিটিংরুম, তারপর বাথরুম, সবশেষে বেড-রুমের চারদিকে ঘুরে বেড়াল। দশ মিনিট পর আবার সিটিংরুমে ফিরে এলো সে। যন্ত্রপাতি ব্রীফকেসে ভরে নিয়ে বলল, 'পরিষ্কার। কিছুই নেই। মাটিতে হলে সেন্ট পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারতাম, কিন্তু এখানে এতো বেশি লোহা, গ্যারান্টি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বোকাও বনে থাকতে পারি।' জাহাজ দুলে ওঠায় কেবিনের দেয়াল ধরে নিজেকে সামলাল পার্সার। 'ধন্যবাদ, স্যার।' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

একটু অন্যমনস্ক দেখাল বাবলাকে। ডাঃ অগডেন এই পার্সার লোক-টাকে কতোখানি বিশ্বাস করে তা জানার কোনো উপায় নেই তার।

ঠিক সাড়ে ছয়টায় প্যাসেজওয়েতে বেরিয়ে এলো বাবলা। ভাগ্য

ভালো বলতে হবে, আশপাশে কেউ নেই। কম্পানিয়নওয়ের গোড়াটা মাত্র ছয় ফিট দূরে, হঠাৎ ইচ্ছে করে পড়ে গিয়ে সেখানে নেমে যেতে কোনো অসুবিধেই হলো না বাবলার। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করতে শুরু করল ও। শরীরটাকে দুমড়েমুচড়ে নিয়ে বিদঘুটে এক ভঙ্গিতে পড়ে আছে। এই সময় এদিকে আসার পথে দু'জন স্টুয়ার্ড দেখতে পেল ওকে। ছুটে এলো তারা। ব্যথায় ককিয়ে উঠল বাবলা। পাশে এসে দাঁড়াল তারা, কিন্তু ছুঁতে সাহস পেল না বাবলাকে। একজন আরেকজনকে উত্তেজিত ভাবে বলল, 'জলদি! জাহাজের ডাক্তারকে খবর দাও!'

জাহাজের ডাক্তার? প্রমাদ গুণল বাবলা। তার মানে, এই সম্ভাবনার কথা ডাঃ অগডেনও ভুলে গেছে! ব্যথায় বিকৃত গলা একটু চড়িয়ে তাড়াতাড়ি বলল ও, 'আমাদের ডাক্তারকে খবর দিলে ভালো হয়, প্লীজ। সার্কাসের ডাক্তার, ডাক্তার অগডেন...'

'আমি তাঁর কেবিন চিনি, এই ডেকের নিচেই,' একজন স্টুয়ার্ড ছুটল।

এক মিনিটের মাথায় হাতে ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে হাজির হলো ডাঃ অগডেন। হাসিখুশি এমন একটা চেহারা, তাকে দেখলেই রুগীর অর্ধেক রোগ সেরে যাবে। ধরাধরি করে কেবিনে নিয়ে আসা হলো বাবলাকে। স্টুয়ার্ডরা বিদায় নিতেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল ডাঃ অগডেন। কোথাও ব্যথা পায়নি বাবলা, তবু তার হাঁটুতে মোটা-সোটা একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল সে। সহাস্যে জানতে চাইল, 'কার্টার এসেছিল? পার্সার? কিছু পেয়েছে?'

'না,' বলল বাবলা। 'আপনি কিছু আশা করেছিলেন নাকি?'

'তা নয়,' বলল ডাক্তার। কোটের ভেতরে পকেটে হাত ভরে দুটো

ডিটেইলড্ প্ল্যান আর কিছু ফটোগ্রাফ বের করে বিছানার ওপর রাখল। একটা প্ল্যানে টোকা দিয়ে বাবলার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। 'এটার কথা আগে। এটা হলো, লুবিলান অ্যাডভান্সড্ রিসার্চ সেন্টারের প্ল্যান। জানা আছে ? মানে, এর কথা শুনেছেন বা এর ছবি দেখেছেন কখনো ?'

'আপনি জানেন না ?' পাল্টা প্রশ্ন করল বাবলা। মিটিমিটি হাসছে ও।

'কি জানব ?' অবাক দেখাল ডাক্তারকে।

'লুবিলান রিসার্চ সেন্টার সম্পর্কে আমি কিছু জানি কিনা ?'

'না তো !' ভুরু কুঁচকে উঠল ডাক্তারের। 'আপনি জানেন ? কি-ভাবে ?'

'আমার একটা প্রতিজ্ঞা, বেঁচে থাকলে একদিন ক্র'য় যাবো, তাও আপনি জানেন না ?'

'না !'

'আপনাদের সি-আই-এ দেখছি কোনো কাজেরই নয় !' হো হো করে হাসল বাবলা। 'আমাকে রিক্রুট করার আগে আপনারা আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেননি, বলতে চান ?'

'নিশ্চয়ই খোঁজ-খবর নেয়া হয়েছে,' বলল ডাক্তার। 'কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে গেছে নাকি ?'

আবার একবার গলা ছেড়ে হাসল বাবলা। 'আসল কথাটাই তো বাদ পড়ে গেছে। আমার ওস্তাদের জন্মভূমি সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে সবই আমি জানি। তাঁর মুখে শুনে শুনে ক্র'য়ের প্রতিটি ইঞ্চি মনের পর্দায় ম্যাপের মতো আঁকা হয়ে গেছে। লুবিলান রিসার্চ সেন্টারের ম্যাপও আমি দেখেছি তাঁর কাছে।'

'ভেরি গুড,' হঠাৎ একটু গম্ভীর দেখাল ডাক্তারকে। 'আমরা সি-আই-এ তা আপনি জানলেন কি ভাবে?'

'ছেলেমানুষী প্রশ্ন করবেন না,' প্রায় ধমকের সুরে কথাটা বলে প্রসঙ্গটার ইতি টানল বাবলা। 'ওস্তাদের মুখে যাই শুনে থাকি, তার মধ্যে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, কেননা তাঁর বলার মধ্যে ভাবাবেগ ছিল। অনেক তথ্যই হয়ত বাদ পড়ে গেছে। আমি যেন কিছুই জানি না, এটা ধরে নিয়ে শুরু করুন।'

নড়েচড়ে বসল ডাক্তার। ধীরে ধীরে চেহারায় হাসি খুশি ভাবটা ফিরে আসছে আবার। 'বেশ। লুবিলান রিসার্চ সেন্টারে ওরা ওদের সমস্ত অ্যাডভান্সড্ রিসার্চ করে থাকে। তার বেশিরভাগই ঘৃণ্য কেমিক্যাল ওয়রফেয়ারের সাথে জড়িত।'

'ঘৃণ্য? এ ধরনের রিসার্চ আপনাদের আমেরিকা করে না?'

মুখের হাসিটা পুরোপুরি ফিরে আসেনি, যতোটুকু এসেছিল, নিমেষে আবার তা অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় ঘাবড়ে যাওয়া চেহারা হয়েছে ডাক্তারের। 'দেখুন, ওটা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। আমার দেশ কি করে না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে চাকরী দেয়া হয়নি আমাকে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু বলতে পারি, জানি না।'

'জানেন না?' গম্ভীর হলো বাবলা। 'দেখুন, ডাক্তার, আপনি যদি খোলা মন নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে না পারেন, তাহলে আমি ধরে নেবো আপনি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না। সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি কিভাবে বিশ্বাস করব? জানেন না নয়, আপনি জানেন। অরলি এয়ারপোর্টের কথা স্মরণ করুন। পেন্টাগনের সমস্ত টপ-সিক্রেট ক্লাসিফায়েড কমিউনিকেশন ওই চ্যানেলে ইউরোপে যায়। মনে পড়ছে?'

'পড়ছে।'

'জনসন নামে একজন সার্জেন্টের কথা মনে পড়ে? জনসন ওরফে রবার্ট লী? রাশানদের রোপণ করা এই শতাব্দীর সবচেয়ে সফল গুপ্তচর। কি করেছিল সে, মনে পড়ে? পেন্টাগন থেকে ইউরোপে পাঠানো সমস্ত মিলিটারী রহস্য কে. জি. বি.-কে জানিয়ে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই ভুলে যাননি?'

'যাইনি।' চুপসে গেছে ডাক্তারের চেহারা।

'তাহলে জনসন যে টপ-সিক্রেট ডাইরেক্‌টিভ-এর ফটো কপি চুরি করেছিল সেটার কথাও আপনি ভুলে যাননি। রাশানরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছেপে দিয়েছিল ফটোটা। কি ছিল ওটা? ব্যাকটেরিয়-লজিক্যাল, কেমিক্যাল এবং নিউক্লিয়ার ওয়রফেয়ারের প্ল্যান ছিল ওটা। রাশিয়া যদি ইউরোপ আক্রমণ করে, মার্কিনীরা এই প্ল্যানটা কাজে লাগাবে। ফলাফল? সভ্য দুনিয়ার প্রায় সমস্ত মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

'অনেক বেশি তথ্য জানেন আপনি।'

'সি. আই. এ.-র মেম্বার না হলেই তাকে নির্বোধ, নিরক্ষর মনে করার কোনো কারণ নেই,' বলল বাবলা। 'লেখাপড়া জানাটা কারো একচেটিয়া ব্যাপার নয়। আমিও পড়তে পারি। সার্কাসে পঁচিশটা দেশের কমপক্ষে চল্লিশটা ভাষা-ভাষী লোক রয়েছে। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান ছাড়াও আরো অনেক ভাষা জানি আমি। জানি মানে কথাবার্তার কাজ চালিয়ে নিতে পারি। ওই সময় দুটো জার্মান পত্রিকায় কাহিনীটা বেরিয়েছিল।'

'হ্যাঁ। সেপ্টেম্বর, উনিশশো উনসত্তর সালে,' বলল ডাক্তার। হাসল সে। 'আমাকে আপনি তাজ্জব করে দিয়েছেন। একজন বাংলা-

দেশী ··· সে যাক। সন্দেহ নেই, এক হাত নিচ্ছেন আমাকে।'

'সেটা আমার উদ্দেশ্য নয়,' বলল বাবলা। 'দুটো কথা আমার। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না পারেন, নাই করলেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি আমার সহযোগিতা পাবেন না। আপনি যা জানেন, যা জানবেন, আমিও তাই জানব। আরেকটা ব্যাপার হলো, এই অ্যাসাইনমেণ্ট কেন আমি নিয়েছি তা আপনার জানা দরকার। আপনি জানেন কিনা জানি না, এই কাজটা আমি বিনা পয়সায় করে দিচ্ছি, কোনো ফি নিচ্ছি না। মার্কিন সরকার শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই কারও বিরুদ্ধে নিউক্লিয়ার বা কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ব্যাকটেরিয়লজিক্যাল ওয়র-ফেয়ার শুরু করবে কিনা আমি জানি না। করবে বলে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমার বিশ্বাসে কিছু এসে যায় না তাও আমি বুঝি। পুব ইউ-রোপ কি বিশ্বাস করে না করে তাতে অনেক কিছু এসে যায়। তারা যদি মনে করে আমেরিকা এই হুমকি কাজে পরিণত করবে, তাহলে সাবধানের মার নেই মনে করে তারাই প্রথম আঘাত করে বসতে পারে। কর্ণেল টেমপলের মুখ থেকে শুনে আমি যতোটুকু বুঝেছি, এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ অ্যান্টি-ম্যাটার আমেরিকাকে পৃথি-বীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। এই ভয়ংকর মারণাস্ত্র কারো কাছে থাকুক তা আমি চাই না। কিন্তু একান্তই যদি কারো কাছে থাকে, দুই শয়তানের মধ্যে যে একটু ভালো তার পক্ষ অবলম্বন করব আমি। নিন, এবার আপনি শুরু করতে পারেন।'

চোখ পিট পিট করে কয়েক সেকেণ্ড বাবলার দিকে তাকিয়ে থাকার পর সরাসরি কাজের কথা পাড়ল ডাক্তার। 'লুবিলান। যে অডিটরিয়ামে সার্কাস দেখানো হবে সেখান থেকে ওটা মাত্র সিকি মাইল দূরে। বিল্ডিং দুটো শহরের একধারে, ওদিকে লোক বসতি নেই বললেই

চলে। মেইন একটা রাস্তার দিকে মুখ করে আছে লুবিলান।'

'কিন্তু আপনার ডায়াগ্রামে লুবিলানের কাছে আরেকটা ভবন দেখা যাচ্ছে, ওটা কি?'

'বলছি। প্ল্যানে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এই দুটো ভবনের মাঝখানে এক জোড়া উঁচু পাঁচিল আছে।' তাড়াতাড়ি পাঁচিল দুটো ডায়াগ্রামের ওপর আঁকল ডাক্তার। 'লুবিলানের পেছনে লোক বসতি নেই, থাকবার মধ্যে আছে ঝোপঝাড় ভর্তি ফাঁকা মাঠ আর একটা পাওয়ার স্টেশন। জ্বালানী হিসেবে তেল ব্যবহার করে স্টেশনটা।

'মেইন রোডের ওপর এই বিল্ডিংটাকে আমরা পশ্চিম ভবন বলতে পারি, রিসার্চের কাজ এখানেই হয়। আর পুব ভবনে, যেটা ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেও রিসার্চ করা হয়, কিন্তু এখানে শুধু বিশেষ ধরনের রিসার্চ করা হয়। এখানে ওরা মানব সন্তানের ওপর গবেষণা করে। এর পরিচালনার ভার সিক্রেট পুলিশের হাতে। যাকেই দেশের শত্রু বলে মনে করা হয় তাকেই এখানে ধরে নিয়ে এসে বন্দী করে রাখা হয়। স্বাধীনচেতা কবি থেকে শুরু করে প্রিমিয়ারের সম্ভাব্য হত্যাকারী, সবাইকে আনা হয় এখানে। তারা আর কখনো মুক্ত আলো-বাতাস দেখার সুযোগ পায় না। ধীরে ধীরে টরচার করে মেরে ফেলা হয় তাদেরকে।'

'এবার আমাকে বলতে হয়, অনেক বেশি তথ্য জানেন আপনি।'

মুচকি একটু হাসল ডাক্তার। 'আমরা যাদেরকে পাঠাই তাদের চোখে পট্টি বাঁধাও থাকে না, পিছমোড়া করে হাতও বাঁধা থাকে না।' ডায়াগ্রামের ওপর আঙুল রাখল সে। 'এই যে, এখানে, উঠোনের ওপর দিয়ে এক ভবনের পাঁচতালা থেকে আরেক ভবনের পাঁচতালায় চলে গেছে একটা ঝুলন্ত করিডোর। করিডোরের দেয়ালগুলো কাঁচের,

সিলিংটাও তাই। সারাক্ষণ উজ্জ্বল আলো থাকে ওখানে, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা। কারো চোখে ধরা না পড়ে ওই করিডোর ব্যবহার করা অসম্ভব।

'দুটো ভবনের প্রতিটি জানালা লোহার বার দিয়ে বন্ধ করা, তারপরও প্রতিটি জানালার সাথে ফিট করা আছে অ্যালার্ম সিস্টেম। ভবন দুটোয় ঢোকার দুটো মাত্র পথ, প্রতিটি ভবনের জন্যে একটা করে, দুটোই টাইম-লকড্, আর কড়া প্রহরাধীন। দুটোই নয় তালা ভবন, আর সংযোগকারী পাঁচিল দুটোও ওই নয় তালা সমান উঁচু। পাঁচিল দুটোর গোটা আপার পেরিমিটারে ঘনঘন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দিকে ধনুকের মতো বাঁকা ধাতব শিক, প্রত্যেকটায় দু'হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎপ্রবাহ। প্রতিটি ভবনের ছাদে, চারকোণে চারটে ওয়াচ-টাওয়ার। গার্ডদের কাছে আছে মেশিন গান, সার্চলাইট। দুই ভবনের মাঝখানের উঠোনটা ওপরের কাঁচঘেরা করিডোরের মতোই, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। ডোবারম্যানরা সারাক্ষণ পায়চারী করছে ওখানে।'

'চমৎকার লোক আপনি,' বলল বাবলা। 'মানুষকে অভয় দানের আশ্চর্য টেকনিক জানেন।'

'এগুলো সম্পর্কে না জানলে চলবে আপনার? দুটো পথ আছে এই জায়গা থেকে মুক্তি পাবার—আত্মহত্যা অথবা খুন। আজ পর্যন্ত কেউ পালাতে পারেনি।' দ্বিতীয় ডায়াগ্রামটা দেখাল ডাক্তার। 'পশ্চিম ভবনের নয় তালার লে-আউট প্ল্যান এটা। মাল্টি-মিলিয়ন ডলারের অপারেশনটা এই জন্যেই হাতে নিয়েছেন আমেরিকা সরকার—পশ্চিম ভবনের এই নয় তালায় আপনাকে তোলার জন্যে। এখানেই ভ্যান সিমেন কাজ করে, খায়-দায়, আর ঘুমোয়।'

'ভ্যান সিমেন। কে? নিশ্চয়ই আমি চিনি না?'

'না বোধহয়। সাধারণ পাবলিক তার নামও শোনেনি। পশ্চিমা জগতে দু'একজন বিজ্ঞানী তার নাম যদি বা শুনে থাকেন, নামটা আতংকের সাথে স্মরণ করেন তাঁরা। নিঃসন্দেহে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন. পদার্থ বিজ্ঞানে অমর একটা প্রতিভা। এই ভ্যান সিমেনই অ্যান্টি-ম্যাটার আবিষ্কার করেছে। শুধু তাই নয়, অ্যান্টি-ম্যাটার কিভাবে তৈরি করতে হয়, কিভাবে স্টোর করা যায় এবং কিভাবে ব্যবহার করা যায় তা একমাত্র সেই জানে।'

'ভদ্রলোক ডাচ?'

'নাম শুনে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সে একজন পশ্চিম জার্মান। একজন ডিফেক্টর। কারণটা একমাত্র খোদা জানেন। এই যে, এখানে আপনি তার ল্যাবরেটরী আর অফিস দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে এটা গার্ডরুম। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা জায়গাটাকে ফোর্ট নক্সের মতো পাহারা দেয়া হয়। আর এখানে এটা হলো তার লিভিং কোয়ার্টার—একটা মাত্র বাথরুম, আর ছোট্ট একটা কিচেন।'

'তার মানে আপনি বলতে চান ভদ্রলোকের কোনো বাড়ি নেই?'

'আছে। বনভূমির মাঝখানে লেকের পাড়ে রাজকীয় একটা ম্যানসন আছে তার, সরকার দিয়েছে তাকে। কিন্তু সেটা এমন কি আজ পর্যন্ত চোখের দেখাও দেখা হয়নি তার। কাজ ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু বোঝে না সে, কাজ ছেড়ে এই ভবন থেকে কখনো এক পা বেরোয়নি। সন্দেহ নেই, তার এই আচরণের জন্যে সরকার খুব খুশি। তাদের নিরাপত্তা সমস্যা অনেক হালকা হয়ে গেছে।'

'বুঝলাম,' বলল বাবলা। 'আরেকটা হালকা সমস্যায় ফিরে আসুন। আপনি বলেছেন, লুবিলান থেকে কেউ ফিরে আসতে পারে না। আমি

তাহলে ওখানে ঢুকব কোন্ পথে ?'

খুক করে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল ডাক্তার। অত্যন্ত জটিল আর নাজুক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছে সে। বলল, 'আপনাকে প্রস্তাব দেবার আগে ব্যাপারটা নিয়ে খানিক চিন্তা-ভাবনা করেছি আমরা। সেজন্যেই শুধু আপনাকে প্রস্তাবটা দেয়া হয়েছে। আগেই বলেছি, দু হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে স্টীলের বেড়া ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। এই পাওয়ার আসে কোত্থেকে ? আসে পুব ভবনের পিছনের পাওয়ার স্টেশন থেকে। আর সব হাই-পাওয়ার ট্র্যান্সমিশনের মতো এর বিদ্যুৎও আসে ওভারহেড কেবলের মাধ্যমে, তিনশো গজ লম্বা একটা সিঙ্গেল লুপের মধ্যে দিয়ে। কেবলের একটা প্রান্ত রয়েছে পাওয়ার স্টেশনের টাওয়ারে, আরেকটা পুব ভবনের মাথায়।'

'আপনি একটা বদ্ধ উন্মাদ! যদি ভেবে থাকেন...'

'প্লীজ,' আবেদনের সুরে বলল ডাক্তার। 'ব্যাপারটাকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখুন। ইলেকট্রিক তার বলে মনে না করে মনে করুন ওটা স্রেফ একটা হাই ওয়্যার, যার ওপর অনায়াসে, চোখ বাধা অবস্থায়, হাঁটা-চলা করতে পারেন আপনি। ওই কেবলের সংস্পর্শে থাকা অবস্থায় আপনি যদি অ্যাংকর অয়্যার বা টাওয়ার ইনসুলেটর স্পর্শ না করেন তাহলে...'

'স্রেফ একটা হাই-অয়্যার!' ডাক্তারকে প্রায় ভেংচে দিল বাবলা। 'মনে করলেই হয়ে গেল আর কি! দু'হাজার ভোল্ট—এই ভোল্টই তো ব্যবহার করা হয় বা হতো ইলেকট্রিক চেয়ারে, তাই না ?'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ডাক্তার।

'সার্কাসে আমি একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে তারে পা রাখি, তারপর

তার থেকে অপর প্রান্তের আরেকটা প্ল্যাটফর্মে পা রাখি। কিন্তু আমি যদি টাওয়ার থেকে কেবলে পা রাখি, অথবা কেবল থেকে কারাগার প্রাচীরে পা রাখি তাহলে একটা পা আমার মাটির সংস্পর্শে থেকেই যাচ্ছে। মুহূর্তে কুঁকড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবো আমি। তারপর, তিনশো গজ লম্বা তার, তারটা কতোটা ঝুলে পড়বে মাঝখানে সে ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে আপনার? ধারণা আছে ঝুলে পড়া তারে বাতাস লাগলে সেটা কতোটা দোল খাবে? ভেবে দেখেছেন কি, যে বছরের এই সময়টায় ওই তারে বরফ এবং তুষার দুটোই থাকতে পারে?' তাচ্ছিল্যের সাথে হাসল বাবলা। 'আপনি এসপিওনাজ সম্পর্কে কি জানেন জানি না, কিন্তু আপনি যে হাই-অয়্যার সম্পর্কে ঘোড়ার ডিম কিছুই জানেন না তা বেশ বুঝতে পারছি।'

আরো বিষণ্ণ হয়ে উঠল ডাক্তারের চেহারা।

'তাছাড়া, তারটা পেরিয়ে আমি যদি বেঁচেও থাকি, উঠোনটা পেরোব কিভাবে, ডোবারম্যানরা যেখানে সারাক্ষণ পায়চারি করছে? কাঁচ ঘেরা করিডোর? সেটাই বা পেরোব কিভাবে? অবশ্য ওখানে যদি আমি পৌঁছুতে পারি তবেই এসব প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু এখন থেকেই উত্তরগুলো জানা থাকলে ভালো হতো না? তারপর, আমি যদি পশ্চিম ভবনে পৌঁছুতে পারি, প্রহরীদেরকে ফাঁকি দিয়ে পাশ কাটাব কিভাবে?'

গালে হাত দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে আছে ডাক্তার বাবলার দিকে।

'জানি, এতো বাধা টপকে কখনোই আমি ওখানে পৌঁছুতে পারব না, তবু তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি, না হয় পৌঁছুলাম—তারপর? কাগজগুলো কোথায় আছে তা আমি খুঁজে বের করব কিভাবে? নিশ্চয়ই একটা টেবিলের ওপর আমার জন্যে পেপার ওয়েট চেপে

সাজিয়ে রেখে দেয়া হয়নি ? খুঁজতে হবে, তাই না ? নির্ঘাৎ তালা-চাবির ভেতর কোথাও লুকানো আছে। কিম্বা কে জানে, ভ্যান সিমেন হয়ত ওগুলো বালিশের তলায় নিয়ে ঘুমান।'

মিনমিন করে বলল ডাক্তার, 'তালামারা ফাইলিং ক্যাবিনেট বা সেফ কোনো সমস্যা নয়। এমন চাবি দিতে পারব আপনাকে যেটা দিয়ে যে-কোনো কমার্শিয়াল অফিস-তালা খুলতে পারবেন আপনি।'

'আর যদি কমবিনেশন লক হয় ?'

একটু থেমে, শ্বাস টেনে ডাক্তার বলল, 'স্বীকার করছি, সমস্ত ব্যাপারেই ভাগ্যের সহায়তা দরকার হবে আপনার।'

মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল বাবলা। ঝাড়া প্রায় এক মিনিট চুপচাপ থাকার পর আবার তাকাল ডাক্তারের দিকে। 'হুঁ।' প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বের করল ও। সেটা ধরিয়ে আবার বলল, 'একটা রিভলভার দরকার হবে আমার। সাইলেন্সার ফিট করা। সেই সাথে প্রচুর বুলেট চাই।'

এবার অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকল ডাক্তার। অবশেষে বলল, 'তার মানে আপনি চেষ্টা করে দেখতে চান ?' মনে মনে যদি স্বস্তি বোধ করেও থাকে, চেহারায় তার কোনো ছাপ নেই। দু'চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে নিখাদ অবিশ্বাস। 'আপনাকে ভুল ধারণা দেবার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই। কাজটা প্রায় অসম্ভব, বোধহয় আর কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। হয়ত, জানি না, আপনার পক্ষেও সম্ভব নয়। এখন ভেবে দেখুন। এখনও ভেবে দেখুন। সব আয়োজন সম্পন্ন হয়ে যাবার পর পিছু হটার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এই কাজের দায়িত্ব নেয়া স্রেফ পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।'

'একবার যখন পাগলের খাতায় নাম লিখিয়েছি,' শান্তভাবে হাসল বাবলা, শ্রাগ করল, 'তখন আর কাজটা শেষ না করে নাম খারিজ করছি না। রিভলভার তো বুলেট ছোঁড়ে, তার দরকার নেই। একটা গ্যাস গান বা অ্যানেসথেটিক বর্শা ছোঁড়ে এমন কোনো অস্ত্র চাই। সম্ভব?'

'এইসব প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই তো ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ,' একটু অন্যমনস্কভাবে বলল ডাক্তার। 'কিন্তু, মিঃ রহমান, আমি আবার বলব, আপনি যদি কাজটাকে একেবারেই অসম্ভব বলে মনে করেন...'

'আপনি পাগল। আমি পাগল। আমরা সবাই পাগল।' মৃদু হাসল বাবলা। 'তাছাড়া, আমার সাথে যোগাযোগ করতে গিয়েই মারা গেছে মনরো আর টেমপল—এখন আমি যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাই, তাদের মৃত্যুকে অসম্মান করা হয় না? না, তা আমি করতে পারি না। আর যদি বলেন সম্ভব না অসম্ভব, আমি বলব, নিশ্চয়ই অসম্ভব। কিন্তু সেই সাথে এ-কথাও বলব, অসম্ভব কাজও তো মানুষ করতে পারে।'

'তা ঠিক। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তো আপনি নিজেই। রোজই অসম্ভবকে সম্ভব করছেন আপনি সার্কাসে।'

'ওটা কিছু না,' গম্ভীর গলায় বলল বাবলা। 'সার্কাসের ওই খেলা আর অ্যান্টি-ম্যাটার ছিনিয়ে নিয়ে আসার মধ্যে চাঁদ আর সূর্যের ব্যবধান রয়েছে। লুবিলান একটা জ্বলন্ত নরক।'

মুখে কোনো কথা যোগাল না ডাক্তারের। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকার পর ধীরে ধীরে বলল, 'এই ডায়াগ্রাম আর ফটোগুলো আপনার কাছে নিরাপদ কোথাও রেখে দিতে পারবেন?'

'পারব,' উঠে দাঁড়াল বাবলা। কাগজ আর ফটোগ্রাফগুলো তুলে

নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল সব। টুকরোগুলো বাথরুমে নিয়ে গিয়ে টয়লেটে ফেলে চেন টেনে দিল। ফিরে এসে বলল, 'সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় থাকল ওগুলো।'

'ওয়াণ্ডারফুল!' মুগ্ধ কণ্ঠে বলল ডাক্তার। 'খোদার তরফ থেকে এটা আপনাকে একটা অতুলনীয় উপহার দেয়া হয়েছে। এখন ওগুলো এমন জায়গায় থাকল যেখানে আর কারো হাত যাবে না। কিন্তু এখন থেকে আমি প্রতিদিন সকালে প্রার্থনা করব, আপনি যেন পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত না পান বা স্মৃতিশক্তি না হারান। ভালকথা, বাধাগুলো কিভাবে টপকাবেন তা ভেবে চিন্তে বের করতে কতোক্ষণ সময় লাগবে আপনার?'

'দেখুন, ডাক্তার, আমি একজন মেন্টালিস্ট, যাদুকর নই। এই বাধাগুলো সম্পর্কে কতো দিন আগে জানতে পেরেছেন আপনি?'

'বেশি দিন নয়। কয়েক হপ্তা।'

'বেশি দিন নয়। কয়েক হপ্তা।' শান্তভাবে বলল বাবলা, 'কোনো সমাধান বের করতে পেরেছেন?'

'না।'

'আর আমার বেলায় আপনি আশা করছেন কয়েক মিনিটের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান করে ফেলব?'

'না, মানে...' হেসে ফেলল ডাক্তার। 'আপনি আঘাত পেয়েছেন, খবরটা কানে গেলেই আপনাকে দেখতে আসবেন মিঃ ক্রিস্টোফার বায়রণ। এসব ব্যাপারে তাকে আপনি কতোটুকু বলবেন?'

'কিছুই বলব না। তিনি যদি আপনার এই সুইসাইডাল স্কীমের কথা জানতে পারেন, আপনাকে তিনি এক ধাক্কায় জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দিয়ে আমাকে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন।'

দশ

জাহাজের দোল ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি, দিনগুলো নিস্তরঙ্গ পেরিয়ে যাচ্ছে এক এক করে। জীব-জন্তুদের খাওয়ানো আর নিজেদের কোয়ার্টার পরিষ্কার রাখা ছাড়া আর কিছু করার নেই সার্কাস কর্মীদের। প্রেমটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যতোটুকু দরকার ততোটুকু সময় লিলির সাথে যথাবিহিত ব্যয় করছে বাবলা, জাহাজের লোকজন পরিষ্কার বুঝতে পারছে একটা গাঢ় প্রেম প্রস্ফুটিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। কিন্তু সেই সাথে নজর রাখার আরেকটা খোরাকও পেয়ে গেল তারা, এবং তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিল—এটা একটা ত্রিভুজ প্রেম নয় তো? তাদের এই সন্দেহের জন্যে দায়ী তরুণ ক্রিস্টোফার বারটন। লিলির সাথে যখনই বাবলা নেই, তখনই লিলির মনোরঞ্জনের জন্যে আকাশ থেকে টুপ করে পড়ছে অথবা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে বারটন। ওদিকে বাবলা যেহেতু তার বেশির ভাগ সময়ই বন্ধু লোবাক, টেসকো আর নওশাদের সাথে কাটায়, বারটনের সময় এবং সুযোগের কোনো অভাবই হয় না।

লাউঞ্জ বারে প্রায় শ'খানেক লোক বসতে পারে, ডিনারের আগে সেখানে বেশ ভিড়ও হয়। তৃতীয় রাতের ঘটনা, নির্জন এক কোণের টেবিলে বসে আছে বারটন, ব্যগ্র ব্যাকুলতার সাথে কি যেন বোঝাতে

চেষ্টা করছে লিলিকে। লাউঞ্জের আরেক প্রান্তে তিন বন্ধুর সাথে বসে পোকার খেলছে বাবলা। যা রোজ ঘটে, আজও তাই। জিতছে একা বাবলা। ওরা বলছে, বাবলার জেতার কারণ হলো সে ওদের তাসের অপর পিঠ দেখতে পাচ্ছে। রোজকার মতোই তীব্র প্রতিবাদ করছে বাবলা। অবশ্য খেলায় জিতে কেউই ব্যক্তিগত ভাবে আর সবার চেয়ে বেশি লাভবান হতে পারবে না। এক নওশাদ ছাড়া। যেই জিতুক, জেতা টাকা দিয়ে বিয়ার খাওয়া হয়। বাবলা, লোবাক আর টেসকো যেহেতু খুব বেশি গিলতে পারে না, বেশিরভাগটাই একা নওশাদের তিনশো পাউণ্ড ওজনের কাঠামোর ভেতর চালান হয়ে যায়। বিয়ার খাওয়া শেষ করে রোজই নওশাদ বুক ফুলিয়ে বলে, জানি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক বলে তোরা আমাকে ঘুষ দিস। আমিও বেঈমান নই—ঠিক আছে, যা, কথা দিলাম, তোদের বিপদে আছি আমি।'

আজ হঠাৎ অযাচিতভাবে বাবলার মুখে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে সেটা লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিল নওশাদ। ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল বাবলা। 'এই শালা হাড়-কিপটে, ব্যাপারটা কি বলতো? তোর পেছনে সারাদিন চক্কর মারলেও আধখানা সিগারেট আদায় করা যায় না, আজ যেচে পড়ে···?'

'তোর জন্যে দুঃখ হচ্ছে, দোস্ত,' প্রায় কাতর কণ্ঠে বলল নওশাদ। 'তাই একটু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম।'

'আমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে?' হেসে ফেলল বাবলা। 'কেন, কেন?'

'তোর প্রেম-ভালবাসা সব ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে,' ম্লান গলায় উত্তর করল নওশাদ। 'লিলি হপকিন্সের কথা বলছি।'

চোখ তুলে লাউঞ্জের আরেক দিকে তাকাল বাবলা। তারপর আবার খেলায় মন দিল। মৃদু গলায় বলল, 'লিলি আমার প্রেম-ভালোবাসা নয়। তা যদি হয়ও, মনে করি না বারটন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে পারবে। তাছাড়া, আটলান্টিকের মাঝখানে পালিয়ে ও যাবেই বা কোথায়?'

'চোখা যুক্তি,' গম্ভীর গলায় বলল লোবাক।

'বারটনের বাগদত্তাটি দেশে রয়ে গেছে,' স্মরণ করিয়ে দেবার সুরে বলল টেসকো। 'কিন্তু আমাদের লাল গোলাপটি রয়েছে এখানে। আমার মনে হয়, গোলাপটিকে সাবধান করে দেয়া উচিত।'

'কোনও দরকার নেই,' বলল বাবলা। 'লিলি সিসিলির সব কথা জানে। ও নিজে আমাকে বলেছে। আরেকবার চোখ তুলে লাউঞ্জের ওদিকে তাকাল সে। 'সে যাই হোক, আমার কিন্তু মনে হয় না যে ওরা প্রেমের বিষয় নিয়ে আলাপ করছে।'

চাপা উত্তেজনায় ছটফট করছে বারটন। চেহারায় উদ্বেগ আর অস্থিরতা ফুটে উঠেছে। হঠাৎ চুপ করে গিয়ে বারের দিকে তাকাল সে, তারপর আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল লিলির মুখের ওপর। 'ওই যে, ওই দেখো! আমার কখনো ভুল হতে পারে না!' চাপা গলায় ফিস-ফিস করছে সে। 'হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেল!'

'কিসে কি প্রমাণ হলো, বারটন?' শান্ত গলায় জানতে চাইল লিলি।

'যে লোকটার কথা তোমাকে আমি এতোক্ষণ ধরে বলছিলাম। যে লোকটা তোমাকে অনুসরণ করছিল। একজন স্টুয়ার্ড। লাউঞ্জে ঢুকে এইমাত্র বারের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছুঁচোর মতো সরু মুখ।

চেহারা দেখলেই বোঝা যায় শয়তানের হাড্ডি। এখানে আসার কোনো অধিকার নেই তার। এখানে সে কাজ করে না।'

'যাহ্!' হেসে ফেলল লিলি। 'ছুঁচোর মতো দেখতে হবে কেন। মুখটা সরু এই যা।'

'লোকটা ইংরেজ।'

'তাতে কি? এটাও তো একটা ব্রিটিশ জাহাজ।'

কিন্তু বারটন নাছোড়বান্দা। 'বললাম তো, আমার কখনো ভুল হয় না। অন্ততঃ ছয়বার দেখেছি আমি, তোমাকে অনুসরণ করছে। আমি জানি, কারণ আমি তোমাদের দু'জনকে অনুসরণ করছিলাম।' আশ্চর্য হয়ে বারটনের দিকে তাকাল লিলি, কিন্তু এবার তার মুখে হাসি নেই। 'ব্যাটা আমার কাকাকেও অনুসরণ করে,' বলে চলেছে বারটন। 'আমি দেখেছি, শালা...'

'ওর নাম ইয়ং,' অন্যমনস্কভাবে বলল লিলি। 'কেবিন স্টুয়ার্ড।'

'এখানে আসার কথা নয় ওর। আসলে এখানেও তোমার ওপর নজর রাখছে শালা।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল বারটনের, 'কেবিন স্টুয়ার্ড। তুমি জানলে কিভাবে? তোমার কেবিনের স্টুয়ার্ড?'

'তোমার কাকার। সেখানেই প্রথম ওকে দেখি আমি।' চিন্তিত দেখাল লিলিকে। 'এখন যখন তুমি বলছ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে, আশেপাশে বেশ কয়েকবারই ঘুরঘুর করতে দেখেছি ওকে আমি।'

'আমি জানি!'

'এর মানে কি, বারটন?'

'তা আমি জানি না,' বলল সে। 'কিন্তু ব্যাপারটা ধরতে আমার ভুল হয়নি।'

'আমাকে কেউ অনুসরণ করতে যাবে কেন? আমি পলাতক

ক্রিমিন্যাল, আর ছদ্মবেশী গোয়েন্দা ও ? নাকি আমাকে দেখে মনে হয় কাউন্টার-স্পাই অথবা সিক্রেট এজেন্ট কিম্বা মাতাহারি ?'

হেসে ফেলল বারটন। 'না, ওসব কিছু মনে হয় না তোমাকে। তাছাড়া, মাতাহারি দেখতে কুৎসিত ছিল। তুমি সুন্দর।' নাকের ডগার দিকে নেমে আসা চশমাটা জায়গা মতো বসিয়ে নিয়ে আরো ভালো করে তাকাল সে। 'না, ভুল হলো। তুমি শুধু সুন্দর নও। তুমি পরী। ডানাকাটা পরী। উঁহু, তাও ঠিক নয়। তুমি···'

'থামো !' শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় ধমকে দিল লিলি। 'আজ সকালের কথা মনে নেই ? আমরা শুধু ইন্টেলেকচ্যুয়াল বিষয়ে কথা বলব।'

'বাদ দাও ইন্টেলেকচ্যুয়াল বিষয় !' গভীর ভাবে চিন্তা করে শব্দ নির্বাচন করছে বারটন। 'খোদার কসম বলছি, তোমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি আমি।' আবার চিন্তায় ডুবে গেল সে।

'পড়ে যাচ্ছিলে। এবং যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তুমি নিজেই বুঝতে পেরেছ, আমার প্রেমে পড়া তোমার উচিত হবে না। প্রথম কারণ, তুমি পড়লেও আমি পড়ব না। দ্বিতীয় কারণ, সেটা সিসিলির ওপর অন্যায় করা হবে।'

'তার কথা বাদ দাও !···সরি, তা আমি বলতে চাইনি। কিন্তু তোমার সম্পর্কে যা বলেছি তাতে কোনো ভুল নেই।' হঠাৎ প্রায় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল বারটন। 'ওই দেখো, ইয়ং বেরিয়ে যাচ্ছে !'

রোগা-পাতলা একহারা চেহারার ইয়ং অত্যন্ত চটপটে, দ্রুত লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু বাঁক নেবার আগে আড়চোখে একবার এদের টেবিলের দিকে তাকাল সে। দ্রুত লিলির দিকে ফিরে বারটন বলল, 'কি, বলিনি ?'

'হুঁ,' চিন্তিত ভাবে বলল লিলি।

'ব্যাটার চেহারাতেই লেখা রয়েছে এক নম্বরের ক্রিমিন্যাল। ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেন, বারটন? কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল বারটন। 'অত্যন্ত দামী কিছু আছে তোমার সাথে? জুয়েলারী?'

'গহনা আমি পরি না।'

অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বারটন। 'গহনা তোমার লাগবেই বা কেন! তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের ওসব লাগে না! যারা...'

'আবার, বারটন?' বিরক্তির সাথে বলল লিলি। 'তোমার সাথে দেখছি আর কথাই বলা যাবে না! এই বদভ্যাসটা ছাড়ো, তা না হলে তোমাকে আমি নিতান্তই...'

'ছোটোলোক ভাববে, এই তো?' একগাল হাসল বারটন। 'তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। সে যাক, আমি লেগে থাকছি, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো। এখন থেকে তোমার ওপর খুব কড়া নজর রাখতে যাচ্ছি আমি। ওই ব্যাটার মতলব কি তা আমাকে জানতেই হবে।'

পরদিন। সন্ধ্যা। পার্সার কার্টারকে সাথে নিয়ে বাবলার কেবিনে এলো ডাক্তার অগডেন। নিঃশব্দে নিজের কাজ শেষ করে কার্টার জানাল, 'নেই।'

কার্টার চলে যেতে বাবলার ককটেল কেবিনেট থেকে নিজেই গ্লাসে মদ ঢেলে নিয়ে ডাক্তার বলল, 'ভিয়েনায় পৌঁছে আপনার গান হাতে পাবো আমি।'

'তার মানে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ রাখছেন আপনি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বাবলা।

'অবশ্যই। মাঝারী আকারের বইয়ের মতো একটা অত্যন্ত শক্তিশালী রেডিও ট্র্যান্সমিটার আছে আমার কাছে। নরম্যাল শিপ ফ্রিকোয়েন্সির সাথে গোলযোগ বাধায় না। অবশ্য আমাদের মেসেজ সব কোড করা। আপনাকেও ওটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় শিখিয়ে দেব। আমার যদি কিছু হয়, আপনাকেই তো যোগাযোগ রাখতে হবে।'

'আপনার কেন বিপদ হতে যাবে?'

হাসল ডাক্তার। 'মনরো আর টেমপলের কেন বিপদ হলো?' গ্লাসে চুমুক দিল সে। 'কাজের কথা। দুটো গান যোগাড় করা হচ্ছে আপনার জন্যে, একটা নয়। তার কারণও আছে। অ্যানেসথেটিক ডার্ট গান, ডার্ট বলতে মিসাইল বা ক্ষুদে বর্শা অথবা সরু সুচ বোঝানো হচ্ছে, দুটোর মধ্যে এটাই শক্তিশালী। কিন্তু জানা গেছে, ভ্যান সিমেনের হার্টের অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। তাকে যদি চুপ করাতেই হয় আপনার, ওটা ব্যবহার করা উচিত হবে না। তার জন্যে গ্যাস গান। ভেতরে কিভাবে ঢুকবেন সে-সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন কি?'

'ব্যাটারীচালিত হেলিকপ্টার পেলে চমৎকার হতো,' বলল বাবলা, 'কিন্তু তার অস্তিত্ব নেই। না, এখনো ঠিক করতে পারিনি কিভাবে ওখানে ঢুকবো।'

'চিন্তা-ভাবনা করতে থাকুন, উপায় একটা বেরিয়েই যাবে।' গ্লাসটা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালো ডাক্তার। 'ভালো কথা, আপনি আজ আমার সাথে ক্যাপটেনের টেবিলে ডিনার খাচ্ছেন, জানেন তো?'

'না তো।'

'সুযোগটা পালাক্রমে সব প্যাসেঞ্জারই পায়। স্বাভাবিক কার্টেসি।

দেখা হবে তখন, কেমন ?'

ক্যাপটেনের টেবিলে মাত্র বসেছে ওরা, এই সময় একজন স্টুয়ার্ড এসে কি যেন বলল তার কানে কানে। ওদের কাছে মাফ চেয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে। ফিরলো মিনিট দুই পর। 'অদ্ভুত !' ক্যাপটেনের চেহারায় উদ্বেগ এবং উত্তেজনা। 'অদ্ভুত ব্যাপার ! আপনারা নিশ্চয়ই তাকে চেনেন, চীফ পার্সার কার্টার···কে বা কারা যেন তাকে বেদম মার-ধোর করেছে। অন্ধকারে কাউকে দেখতে পায়নি সে। পকেট থেকে তার মানিব্যাগটাও গায়েব হয়ে গেছে।

'বোধ হয় হাত খরচার টাকায় টান পড়েছে কারো···'

'আঘাত কি গুরুতর ?' জানতে চাইল ডাক্তার। 'আমার দেখা দরকার ?'

'দেখে এলে মন্দ হয় না,' বলল ক্যাপটেন। বলার যা অপেক্ষা, দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। বেরিয়ে গেল।

জাহাজের রেইলে কনুই রেখে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে বাবলা। পাশে এসে দাঁড়াল কে যেন। ঘাড় ফেরাল বাবলা। 'টেসকো ?'

'হ্যাঁ।'

'আশপাশে আছে কেউ ?'

'না।'

'কোনো অসুবিধে হয়নি তো ?' ফিসফিস করে কথা বলছে বাবলা।

অন্ধকারে মুক্তোর মতো সাদা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল টেসকো। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে। রোজ সন্ধ্যায় বোট ডেকে পায়চারী

করে কার্টার। প্রচুর ছায়া ওখানে। নওশাদের হাতে দু'ঘা খেয়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। লোবাক তার পকেট থেকে চাবি নিয়ে সোজা চলে আসে আমার কাছে। ওকে প্যাসেজওয়েতে পাহারায় রেখে কার্টারের কেবিনে ঢুকি আমি। তল্লাশী চালাতে বেশি সময় লাগেনি। ব্রীফকেসের ভেতর একটা ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্র পেয়েছি...'

'আড়িপাতা যন্ত্র খোঁজ করা হয় ওটার সাহায্যে।' বলল বাবলা। 'আর কি?'

'একটা বাক্সের ভেতর তিন হাজার ডলার দেখেছি। সব দশ ডলারের নোট।'

'আচ্ছা!' ভুরু কুঁচকে উঠল বাবলার। 'পুরনো?'

'না,' বলল টেসকো। 'একেবারে আনকোরা নতুন। তোড়া ভাঙা হয়নি এখনও। প্রতিটি বাণ্ডিলের ওপর আর নিচের সিরিয়াল নাম্বার নিয়ে এসেছি।' বাবলার হাতে নাম্বার লেখা একটা কাগজ গুঁজে দিল সে।

'ভেরি গুড। আর কিছু?'

'কার্টারকে লেখা কিছু চিঠি দেখলাম নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানায় নয়, চিঠিগুলো পাঠানো হয়েছে ডাকঘরের ঠিকানায়, বেশিরভাগই লণ্ডন আর নিউইয়র্কের ডাকঘর। কিন্তু চিঠিগুলোর ভাষা আমি বুঝতে পারিনি। আমার পরিচিত কোনো ভাষা নয়। পোস্ট মার্ক থেকে একটা শব্দ পড়া যায়। শব্দটার উচ্চারণ বড় বিদঘুটে। জি-ডি-ওয়াই-এন-আই-এ। পোলিশ বলে মনে হয়, না?'

'হ্যাঁ। তারপর?'

'তারপর তোমার নির্দেশ মতো সব আগের অবস্থায় গুছিয়ে রেখে, দরজায় তালা মেরে চাবিটা অচেতন কার্টারের পকেটে রেখে আসা

হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ দিল বাবলা। সোজা ফিরে এলো নিজের কেবিনে। ডলারের সিরিয়াল নাম্বার লেখা কাগজে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে টয়লেটে ফেলে দিল সেটা।

এগার

জেনোয়ায় পৌঁছুবার আগের সন্ধ্যায় আবার একবার বাবলার কামরায় এলো ডাক্তার। ককটেল কেবিনেট থেকে গ্লাসে স্কচ হুইস্কি ভরে নিয়ে জানতে চাইল, 'ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় পেলেন? আমি নিজে তো হাল ছেড়ে দিয়েছি। কোনো কাজই করছে না আমার মাথা।'

'আমার মাথাটাও যদি কাজ না করতো, স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো হতো সেটা,' বলল বাবলা।

'তার মানে উপায় পেয়ে গেছেন?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু বোধহয় আভাস পেতে শুরু করেছি। আমার জন্যে আর কোনো তথ্য নেই, ঠিক জানেন? পশ্চিম ভবনের লে-আউট আর নয় তালায় ওঠার উপায় সম্পর্কে? ছাদের কথাই ধরুন। ভেন্টিলেটার শ্যাফট, ট্র্যাপ-ডোর কিম্বা ওই ধরনের পথে কোনো ব্যবস্থা নেই?'

ডাক্তারের চেহারাটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। 'আমার জানা নেই, মিঃ রহমান।'

'ভেন্টিলেটার শ্যাফটের কথা বোধহয় ভুলে যাওয়াই ভালো। নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতোই যেখানে কড়া সেখানে সম্ভবতঃ বাতাস চলাচলের জন্যে সাইড ওয়ালে ছোটো গর্ত ছাড়া আর কিছুই রাখা হয়নি। নিশ্চয়ই সেই গর্ত দিয়ে মাথা গলবে না। ট্র্যাপডোর, হ্যাঁ, এটা থাকার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। তা না হলে আর কোন্ পথে টাওয়ারে ওঠে গার্ডরা, বা সার্ভিসিঙের প্রয়োজন দেখা দিলে ইলেকট্রিশিয়ানরাই বা কিভাবে ওঠে ইলেকট্রিফায়েড বেড়ায়? কোনো ইনসাইড ওয়ালের সাথে আটকানো লোহার মই বেয়ে নয়তালায় ওঠা, কষ্ট-কল্পনা বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। লুবিলানে লিফট আছে কিনা জানা আছে আপনার?'

'তা জানা আছে। একটা করে স্টেয়ার (Stair) শ্যাফট দুটো ভবনেরই গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত উঠে গেছে। প্রতিটি শ্যাফটের দু'পাশে একটা করে মোট দুটো লিফট।'

'তার মানে নয় এবং অন্যান্য তালাগুলোয় এই লিফট দিয়ে ওঠা যায়। লিফট হেডটা নিশ্চয়ই ছাদের ওপরও বেরিয়ে আছে। এটা ভেতরে ঢোকার একটা উপায় করে দিতে পারে।'

'কিন্তু এর মধ্যে ভয়ংকর ঝুঁকিও রয়েছে। শ্যাফট দিয়ে আপনি যখন নামবেন তখন যদি লিফটটা ওপর দিকে উঠে আসতে শুরু করে, অবধারিত মৃত্যু ঘটবে আপনার। এ-ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে।'

'ঝুঁকি, হ্যাঁ,' বলল বাবলা। 'কিন্তু তুষার মোড়া দু'হাজার ভোল্টের বাতাসে দোল খাওয়া তারের ওপর দিয়ে হাঁটা—সেটা ঝুঁকি নয়?' সিগারেট ধরাল বাবলা। 'আট তালায় কি আছে? আরো ল্যাবরেটরী?'

'না। আর যে-সব ল্যাবরেটরী আছে তা সব পুব ভবনে, ডিটেনশন

সেন্টারে। প্রিজন অফিস স্টাফরা ঘুমোয় আট তালায়। বন্দীদের সাথে হয়ত রাত কাটাতে ভয় পায় ওরা, কারণটা আমার জানা নেই। রেকর্ড অফিসের আর প্রিজন অফিসের কাগজপত্র রাখা হয় ওখানে। গার্ডদের ঘুমোবার জায়গা আর ডাইনিং রুম বাদ দিয়ে ডিটেনশন সেন্টারের সবটুকু জায়গা সেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এর মধ্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের কথা ধরা হচ্ছে না। সেখানে টরচার করার জন্যে কিছুটা জায়গা আলাদা করে রাখা হয়েছে।'

'আমি কি জানতে পারি এতো সব তথ্য আপনি পেলেন কোথেকে? আমার জানা মতে, লুবিলানে ঢোকার সাধ্য বাইরের কারো নেই।'

মুচকি একটু হাসল ডাক্তার। 'ক্র'য় লোক আছে আমাদের। আমেরিকান নয়, স্থানীয়। রাজনৈতিক ব্যাপারে জেরা করার জন্যে ওখানে কয়েক বছর আটকে রাখা হয়েছিল তাকে। পনের বছর আগের ঘটনা। দীর্ঘদিন ওখানে থাকার ফলে অফিসার আর গার্ডদের বিশ্বাস অর্জন করে সে, এবং সুযোগ পায় গোটা এলাকাটা ঘুরেফিরে দেখার। সে যে নির্দোষ এটা বুঝতে এগারো বছর সময় নেয় ডিটেনশন সেন্টারের অফিসাররা। মূল্যবান এগারোটা বছর এভাবে নষ্ট হওয়ায় প্রতিশোধ নেবার জন্যে মনে মনে তৈরি হয় সে। ভাগ্যগুণে পাকা আপেলের মতো আমাদের হাতে পড়েছে লোকটা। আজও সে লুবিলানের গার্ডদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলেছে, এবং ভেতরে কিছু পরিবর্তন করা হলে সে-খবর সাথে সাথে জানতে পারে। গার্ডদের জন্যে ভোদকা কিনতে হয় তাকে, এসব কেনার টাকা তাকে আমরাই দিই।'

'কিন্তু সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। উপায় একটা না থেকেই পারে না। কিন্তু···লিলিকে এসব কথা জানিয়েছেন আপনি?'

'না,' বলল ডাক্তার। 'যতো কম মানুষ জানে ততোই ভালো।'

'আজ রাতে ওর সাথে কথা বলতে চাই। কোনো আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তির কি আছে। কিন্তু কেন?'

'ওর সহযোগিতা দরকার আমার। তা পেতে হলে সব কথা ওকে জানানো দরকার। যদিও, আমার বিশ্বাস, আমার সহযোগিতা পাবার জন্যে আপনি আমাকে সব কথা বলেননি।' ডাক্তার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে মৃদু হেসে হাত নাড়ল বাবলা। 'এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি আমাকে সব কথা না বললেও আমি সহযোগিতা করছি, করব। ওর সহযোগিতা না পাওয়া পর্যন্ত আপনার সাথে আমার প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই।'

'বেশ। কখন?'

'ডিনারের পর।'

'কোথায়?' জানতে চাইল ডাক্তার।

'আমার ওপর কেউ নজর রেখেছে কিনা জানি না আমি। কিন্তু আপনি যেভাবে আমার কেবিনে আড়িপাতা যন্ত্র খুঁজছেন, তাতে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে আমার ওপর চোখ রাখা হয়েছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন। আপনি যা বিশ্বাস করেন আমারও তাই বিশ্বাস করা উচিত। একজন ডাক্তার হিসেবে আমার কেবিনে আপনার আসা-যাওয়াটা মোটেও সন্দেহজনক নয়। কিন্তু লিলি যদি আসে, তার ওপর চোখ পড়বে ওদের। আমি তা চাই না।'

'তাহলে লিলির কেবিনে প্রস্তাব করি আমি।'

একটু চিন্তা করল বাবলা। 'বেশ।'

ডিনারের আগে লাউঞ্জ বারে এসে বাবলা দেখল একটা টেবিলে

একা বসে রয়েছে লিলি। তার সামনের একটা চেয়ার দখল করে বলল ও, 'অসহ্য! অবিশ্বাস্য! লিলি হপকিন্স একা বসে রয়েছে?'

বিষাক্ত গোক্ষুরের মতো ফোঁস করে উঠল লিলি। 'সেজন্যে দায়ীটা কে?'

'নিশ্চয়ই আমি নই?' হাসল বাবলা।

ঠোঁট ফুলিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লিলি, তারপর বলল, 'এক-শো বার তুমি দায়ী। হাজার বার তুমি দায়ী। জানো, তোমার জন্যে একঘরে করা হয়েছে আমাকে? এই জাহাজে এমন কোনো পুরুষ নেই যে আমার সঙ্গ কামনা করে না। কিন্তু কেউ এক ইঞ্চি এগোতে সাহস পায় না তোমার জন্যে। আমি যেন মহামারী বীজ। প্লেগের বীজাণু। সবাই আমাকে এড়িয়ে চলছে।'

'সেজন্যে তুমি আমাকে দায়ী করবে?'

'তো কাকে দায়ী করব?' আবার ফোঁস করে উঠল লিলি। 'সবাই ভয়ে ভয়ে আছে, কখন না জানি গ্রেট বাবলা এসে পড়ে! এতো কেন ভয় ওদের? নাকি ভক্তি? ইস্, তোমার সাথে প্রেম করতে গিয়ে আমি কি যে হারাচ্ছি!'

'তোমার সমস্ত দুঃখ দূর করার ব্যবস্থা করব,' বলল বাবলা। 'তার আগে বলো, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বারটন কোথায়? ওর সাথে আমি ডুয়েল লড়ব।'

গলাটা খাদে নেমে গেল লিলির। 'যতোদূর মনে হয়, একজন লোকের ওপর চোখ রাখতে গেছে সে। লোকটা নাকি আমাকে অনু-সরণ করে, দেখেছে বারটন।'

বাবলা কিন্তু হালকাভাবে নিল না ব্যাপারটা। 'আগে কেন বলোনি আমাকে?'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিনি,' বলল লিলি।

'তোমাকে অনুসরণ করার কি কারণ থাকতে পারে বলো তো?'

'কি করে বলব!'

'কারণটা জানলেও কি বলতে তুমি আমাকে?' তীক্ষ্ণ হলো বাবলার দৃষ্টি।

'বাবলা!'

'ডাক্তারকে বলেছ?'

'না। আসলে বলার কি আছেই বা? তোমরা সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করো তা আমি চাইনি বলেই...'

'কে লোকটা? নাম জানো?'

'জানি। ইয়ং। কেবিন স্টুয়ার্ড। মুখটা সরু, চোখ দুটো সরু, গোঁফটাও সরু।'

'দেখেছি আমি। তোমার স্টুয়ার্ড?'

'মিঃ বায়রণের।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তিত দেখাল বাবলাকে, কিন্তু তারপরই হাসিখুশি ভাবটা ফিরে এলো চেহারায়। হাতের গ্লাসটা একটু ওপরে তুলে বলল, 'ডিনারের পর তোমার সাথে দেখা করতে চাই আমি। তোমার কেবিনে, কেমন?'

ডিনারের পর কোনোরকম গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা না করে লাউঞ্জ থেকে একসাথে বেরিয়ে গেল বাবলা আর লিলি।

বিশ সেকেণ্ড পর ওদেরকে অনুসরণ করল স্টুয়ার্ড ইয়ং। আর ওদের তিনজনকে অনুসরণ করতে শুরু করল বারটন।

বাবলাকে নিয়ে নিজের কেবিনে ঢুকল লিলি। ইয়ং বন্ধ দরজার গায়ে কান ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ শোনার চেষ্টা করল, তারপর বাঁক নিয়ে অদৃশ্য

হয়ে গেল নিজের কেবিনের দিকে। বারটন তার পিছু ছাড়ল না। বাঁক নিয়ে সে-ও এসে হাজির হলো ইয়ং-এর কেবিনের বাইরে। কেবিনের দরজা খোলা দেখে বারটন ভাবল, নিজের ওপর আস্থার কোন অভাব নেই লোকটার। দরজাটা যে অন্য কোনো কারণে খোলা রাখতে পারে ইয়ং, সে কথা একবারও উদয় হলো না তার মনে।

দরজার দিকে পাশ ফিরে বসে আছে ইয়ং। এরই মধ্যে একটা ইয়ারফোন পরে নিয়েছে সে। ইয়ারফোনের তারটা রেডিওর সাথে সংযুক্ত। একটা কেবিনে দু'জন করে লোক ঘুমায়, এবং একেক জন একেক সময় ঘুমায় বলে ইয়ারফোনের ব্যবস্থা। এতে একজন রেডিও শুনলে আরেকজনের ঘুমুতে অসুবিধে হয় না। এই ব্যবস্থা প্রায় সব প্যাসেঞ্জার জাহাজেই আছে।

দু'চোখ ভরা আহত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে বাবলার দিকে লিলি। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখের চেহারা, চোখ দুটো বিস্ফারিত। ফিস ফিস করে বলল, 'পাগলামী! এ স্রেফ পাগলামী! এর নাম আত্মহত্যা! ডাক্তার...'

'ডাক্তার অগডেনকে দায়ী করে লাভ নেই,' বলল বাবলা। 'সে তার সাধ্যমতো তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছে। ধারণাটার কথা যদি বলো, এছাড়া আর কোনো ধারণা তার মাথায় আসেনি। আমার মাথাতেও আসছে না।'

'বাবলা!' হাহাকার ধ্বনির মতো শোনাল ডাকটা। বিছানা থেকে নেমে বাবলার চেয়ারের পাশে ডেকে হাঁটু মুড়ে বসল লিলি। বাবলার একটা হাত দু'হাতে নিয়ে চেপে ধরল। 'মারা যাবে তুমি! তুমিও তা জানো। মারা যাবে তুমি। না! প্লীজ, না! হায় খোদা,

কোনো আশাই নেই !'

'এই তুমি সি. আই. এ.-র একজন এজেন্ট ?' একটু অবাকই দেখাচ্ছে বাবলাকে। 'এতো নরম ?'

উত্তর না দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল লিলি।

লিলির কাঁধে হাত রাখল বাবলা। 'অস্থির হয়ো না। বিকল্প আরেকটা উপায় থাকতেও পারে।'

'নেই। আমি জানি নেই। থাকতে পারে না।'

'শোনো,' মুক্ত হাতটা দিয়ে দ্রুত একটা ডায়াগ্রাম আঁকল বাবলা। 'পাওয়ার কেবল ধরে ভেতরে ঢোকার আশা বাদ দাও। জানালাগুলোয় লোহার বার থাকায় আমাদের বরং সুবিধেই হয়েছে—অন্ততঃ আমার জন্যে। রিসার্চ বিল্ডিঙের দক্ষিণে এই যে গলিটা রয়েছে, এখানে পৌঁছুতে চাই আমি। একদিকে প্যাড লাগানো হুক সহ এক প্রস্থ রশি সাথে নেব আমি। বড়জোর দু'বার চেষ্টা করলেই দোতালার একটা জানালার বারে হুকটা আটকে ফেলতে পারব। রশি বেয়ে উঠে যাওয়া আমার জন্যে কোনো সমস্যাই নয়। এরপর, দোতালার জানালায় দাঁড়িয়ে তিন তালার একটা জানালার বারে আটকাবো হুকটা। এভাবে ধীরে ধীরে ভবনের মাথায়। কেমন লাগছে শুনতে ?'

'কিন্তু তারপর ?' কান্না থেমে গেছে লিলির। আতংকে এখন কাঁপছে সে।

'কর্ণার টাওয়ারে গার্ড আছে, তাদেরকে অকেজো করার একটা উপায় ঠিকই করতে পারব।'

'আমার মাথায় কোনোভাবে ঢুকছে না, তুমি মরতে চাইছ কেন ?' বাবলার হাতটা তীব্রভাবে ঝাঁকি দিল লিলি। 'তুমি সি. আই. এ.-র লোক নও, এমন কি তুমি আমেরিকানও নও, তাহলে কেন ? কেন,

বাবলা ? কেন মরতে চাও তুমি ?'

'জানি না লিলি। হয়ত যুদ্ধকে যতোটা ঘৃণা করি বলে মনে করি আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা করি আমি। হয়ত ওস্তাদের ঋণ পরিশোধ করার জন্যে। হয়ত সাফিনাকে এতো বেশি ভালোবাসি যে তাকে হাসতে না দেখলে বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই, তাই। কারণটা আমি নিজেও ভালো করে জানি না, লিলি।'

'সাফিনার কথা তুমি যখন তুলেছ, একটা প্রশ্ন করতে পারি ?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল লিলি।

'করো।'

'সত্যি ভালোবাসো তাকে ?'

'বাসি। সে আমার ছোটো বোন।'

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লিলি।

'সাফিনার চেহারাটা মনে পড়লেই দুনিয়ার ওপর প্রচণ্ড ঘৃণায় শরীর আমার রী রী করে, লিলি। ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটার জীবন থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে সমস্ত হাসি আর আনন্দ·····যাকগে এসব।'

'কিন্তু বাবলা, ওপরে উঠেই বা কি করতে পারবে তুমি ?' ফিস-ফিস করে বলল লিলি। 'গার্ডদেরকে কাবু করতে পারলেই বা কি ? ইলেকট্রিফায়েড বেড়া পেরোবে কিভাবে তুমি ?'

'উপায় একটা হয়েই যাবে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বাবলা। 'তবে বিদ্যুৎ-প্রবাহ থামিয়ে নয়, তা অসম্ভব। সম্ভবতঃ পাশ কাটিয়ে যেতে হবে ওটাকে, মানে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তোমার সহ-যোগিতা দরকার হবে আমার। উত্তর দেবার আগে তোমার জানা উচিত আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলে ঝুঁকি নিতে হবে তোমাকে।

প্রাণের ওপর ঝুঁকি। বাকি জীবনটা তোমাকে হয়ত বিদেশী কারাগারে কাটাতে হতে পারে।'

'কি ধরনের সহযোগিতা ?' বেসুরো গলায় বলল লিলি। 'একশো বার করব। তোমার জন্যে সব করতে পারব আমি—জেল-হাজত কিছুই না। কিন্তু আমার সাহায্য পেলে তুমি পারবে বলে মনে করো ?'

'মনে করি।'

ওদের শেষ কথাগুলো শুনতে পেল বারটন। মাথা থেকে ইয়ারফোনটা নামিয়ে সিগারেট খুঁজছে ইয়ং, বাবলা আর লিলির গলার আওয়াজ যান্ত্রিক আর ক্ষীণ হলেও বোঝার মতো পরিষ্কার শুনতে পেল বারটন। উঁকি দিয়ে কেবিনের আরো একটু ভেতরে তাকাল সে। দেখল ইয়ারফোনটাই একমাত্র ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট নয়, মেঝেতে একটা ছোটো টেপ রেকর্ডারও রয়েছে। রেকর্ডারের দুটো স্পুলই ঘুরছে ধীরে ধীরে।

সিগারেট ধরিয়ে নিজের আসনে ফিরে এলো ইয়ং, মাথায় ইয়ারফোনটা পরতে যাচ্ছে, এই সময় কেবিনে ঢুকল বারটন। ওকে দেখেই আপাদমস্তক চমকে উঠল ইয়ং, কিম্বা চমকে ওঠার ভান করল। 'মিঃ বারটন! আপনি ?'

'হ্যাঁ, আমি। টেপ রেকর্ডারটা দাও,' জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বলল বারটন।

হঠাৎ হাসল ইয়ং। 'নেবেন, স্যার ?' হাসিটা আরো বড় হলো তার মুখে। 'নিন তাহলে।'

ঝাঁকিটা টের পেল শুধু বারটন। জানতে পারল না পিছন থেকে কে তার মাথায় কি দিয়ে মারল। হাঁটু মুড়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল

তাকে ইয়ং, শুইয়ে দিল ধীরে ধীরে।

এখনও কথা বলছে ওরা।

'আমার কথার কোনো দাম নেই তোমার কাছে?' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল লিলি। 'তুমি মারা গেলে আমার বেঁচে থেকেই বা লাভ কি, আর মরে গেলেই বা ক্ষতি কি, বলো!'

'দুত্তোরী ছাই! তোমাকে নিয়ে আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি।' ধমকের সুরে বলল বাবলা। 'যা বলছি মন দিয়ে শোনো। কোনো এক বৃহস্পতিবারে ক্র'য় পৌঁছব আমরা। ক্র থেকে বিদায় নেব পরের বুধবারে—আমাদের ট্যুরের এটাই সবচেয়ে বড় যাত্রাবিরতি। শুক্র, শনি, সোম আর মঙ্গলবারে শো করব আমরা। রোববার ছুটি। সেদিন একটা গাড়ি ভাড়া করে শহর দেখতে বেরুব আমরা। তারপর রাতের বেলা ফেরার সময় লুবিলানের কাছাকাছি গিয়ে দেখে আসব বাইরে পাহারার ব্যবস্থা আছে কিনা। যদি থাকে, তাহলে তোমার সাহায্য লাগবে আমার।'

চোখ মুছল লিলি। বলল, 'প্লীজ, বাবলা, এই সর্বনাশা প্ল্যান বাদ দাও।'

'আরে, তুমি দেখছি আমাদের দেশের মেয়েদেরকেও হার মানাবে!' আশ্চর্য হয়ে বলল বাবলা। 'আমেরিকার মেয়েও এতো কাঁদে নাকি?'

'বাবলা...'

'মঙ্গলবার রাতে আমরা অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করব,' শুরু করল আবার বাবলা। 'পুব ভবনের দক্ষিণ দিক থেকে আমি যখন উঠতে শুরু করব তুমি তখন দক্ষিণ গলি আর মেইন পশ্চিম রোডের কোণে দাঁড়িয়ে থাকবে। মেইন রোডের ওপর, খানিকটা দূরে পার্ক করা থাকবে

ভাড়াটে গাড়িটা। ওটার জানালা খোলা থাকবে, আর সামনের সীটের ওপর থাকবে এক টিন গ্যাসোলিন। যদি দেখো কোনো গার্ড আসছে, সামান্য একটু গ্যাসোলিন গাড়ির সীটে ছড়িয়ে দেবে, তারপর তাতে জ্বলন্ত একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি ফেলে দিয়ে পিছিয়ে আসবে দ্রুত। এতে যে শুধু গার্ডদের দৃষ্টি আমার দিক থেকে সরিয়ে রাখা হবে তাই নয়, কালো আর ঘন একরাশ ধোঁয়াও সৃষ্টি হবে, ফলে আড়াল পড়ে যাবো আমি। তুমি হয়ত গ্রেফতার হতে পারো। মিঃ বায়রণ আর ডাক্তার অগডেনের মিলিত চেষ্টায় ছাড়া পেতে বেশি সময় লাগবে না তোমার। তবে, ছাড়া তুমি এ-জীবনে আর নাও পেতে পারো। এখানেই তোমার ঝুঁকিটা।'

'বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছো তুমি।'

'এখন আমাকে যেতে হয়,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বাবলা। 'ডাক্তারের সাথে দেখা করতে হবে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিলি, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বাবলার গলাটা। 'প্লীজ, বাবলা! প্লীজ! শুধু আমার মুখ চেয়ে, প্লীজ!'

'দেখো,' মুচকি হেসে বলল বাবলা, 'সত্যি কারো প্রেমে পড়ার কথা ছিল না আমাদের। তুমি বোধহয় ভুলেই গেছো যে প্রেমের অভিনয় করতে বলা হয়েছে আমাদেরকে।'

'কিন্তু তোমাকে আমি মরতে দিতে চাই না,' রুদ্ধ গলায় বলল লিলি। 'তোমাকে ভালোবাসতে পারবো না, এই কথা যদি আদায় করে নিতে চাও, তাতেও আমার আপত্তি নেই, কথা দেবো···কিন্তু তবু আমি চাইব তুমি বেঁচে থাকো।'

'কাপুরুষের মতো? সে-বাঁচার প্রতি আমার কোনো মোহ নেই, লিলি।'

নিজের কেবিনে ফিরে আসার পথে এক জায়গায় একটা ফোন পেয়ে ডাক্তারের নাম্বারে ডায়াল করল বাবলা। বলল, 'আমার হাঁটুতে ব্যথা শুরু হয়েছে আবার।'

'তাই নাকি?' উদ্বেগের সাথে বলল ডাক্তার। 'ঠিক আছে, আসছি আমি।'

পাঁচ মিনিট পর বাবলার কেবিনে ঢুকল ডাক্তার। ঢুকেই সোজা এগিয়ে গেল ককটেল কেবিনেটের দিকে। গ্লাসে স্কচ হুইস্কি নিয়ে একটা আর্মচেয়ারে বসল সে। শিঙের তৈরি চশমার ওপর দিয়ে বাবলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলুন।'

লিলির সাথে বৈঠকের একটা বিবরণ দিল বাবলা। সব শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করল ডাক্তার। তারপর বলল, 'আমার চেয়ে আপনার প্ল্যানটা ভালো। এতে অন্ততঃ একটা ফাইটিং চান্স আছে। দিনক্ষণ কিছু ঠিক করেছেন?'

'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য আপনি নেবেন,' বলল বাবলা। 'আমি ভেবেছি রোববারে এলাকাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেব, আর ভেতরে ঢুকব মঙ্গলবার রাতে। পরদিনই শহর ছেড়ে চলে যাব আমরা, তাই পুলিশ যদি জেরা ইত্যাদি করতেও চায়, বেশি সময় পাবে না ওরা।'

'ঠিক।' সন্তুষ্ট হলো ডাক্তার।

'কাজ সেরে যদি বেরিয়ে আসতে পারি, পালাবার উপায়টা কি হবে? নিশ্চয়ই একটা এস্কেপ প্ল্যান আছে আপনার?'

'নিশ্চয়ই। তবে এখনও সেটা সম্পূর্ণ হয়নি। হলে আপনাকে জানাব।'

'সেই ছোট্ট ট্রানসিভারের সাহায্য পাচ্ছেন বুঝি? মনে আছে তো, আমাকে ওটা দেখাবেন বলেছেন।'

'নিশ্চয়ই মনে আছে,' সিগারেট ধরিয়ে বলল ডাক্তার। 'শুধু ওটা নয়, ওটার সাথে আরো দুটো জিনিস দেখাব আপনাকে। গান আর এস্কেপ প্ল্যান। ভেতরে ঢোকার ব্যাপারে আপনার প্ল্যানটা সম্পর্কে কি বলল লিলি?'

'সাহায্য করবে, তবে আমার ঝুঁকি নেয়াটা পছন্দ নয় ওর।' হঠাৎ প্রায় বিমূঢ় দৃষ্টিতে ডাক্তারের চোখের দিকে তাকাল বাবলা।

'কি ব্যাপার! কোথাও কোনো ভুল হয়েছে নাকি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ডাক্তার।

'ভুল নয়, জাহাজের গতি কমে আসছে কেন? অনুভব করছেন না? এইমাত্র ইঞ্জিনের আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে গেল। ব্যাপার কি, মেডিটারেনিয়ানের মাঝখানে জাহাজ থামছে কেন?'

বাবলার কথা শেষ হবার সাথে সাথে দড়াম করে খুলে গেল কেবিনের দরজা, ঝড়ের মতো কেবিনে ঢুকলেন মিঃ ক্রিস্টোফার বায়রণ। উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। হাঁপাচ্ছেন ঘন ঘন। 'বারটনকে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ দেখেছেন তাকে? জাহাজের কোথাও নেই সে।' ধপ করে একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। 'প্রায় পনের মিনিট থেকে খোঁজা হচ্ছে তাকে...'

নিঃশব্দে ককটেল কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল ডাক্তার।

'জাহাজ কি সেজন্যেই থামছে?' জানতে চাইল বাবলা। অস্বাভাবিক শান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

ডাক্তারের বাড়ানো হাত থেকে ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা নিয়ে ঘন ঘন কয়েক বার চুমুক দিলেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। ঘামে ভিজে গেছে তাঁর সারা মুখ, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলগুলো এখন এলোমেলো। 'খুঁজতে কোথাও বাকি রাখা হয়নি। এখনও খোঁজা হচ্ছে। কোথাও নেই

সে। বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন···'

রিস্টওয়াচ দেখল ডাক্তার। 'শান্ত হোন, মিঃ বায়রণ। পনের মিনিট খুব একটা বেশি সময় নয়। কোথায় আর যাবে, আছে কোথাও। জাহাজটা তো আর ছোটো নয়, খুঁজতে সময় নেবেই···'

'জাহাজটা বড়, ক্রুদের সংখ্যাও প্রচুর,' বলল বাবলা। 'একজন হারানো যাত্রীকে কিভাবে খুঁজতে হয় তা ওদের ভালই জানা আছে। দশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়।' ক্রিস্টোফার বায়রণের দিকে তাকাল ও। 'দুঃখিত, স্যার—আপনাকে আমি আশার কথা শোনাতে পারছি না। ক্যাপ্টেন জাহাজ থামাচ্ছেন দেখে আমাদেরকে বুঝতে হবে, ধারণা করা হচ্ছে জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে গেছে বারটন।'

'গতি আবার বাড়ছে না?' জানতে চাইলেন ক্রিস্টোফার বায়রণ।

'হ্যাঁ,' বলল বাবলা। 'এবং বাঁক নিচ্ছে জাহাজ। পেছনে ফিরে যাচ্ছি আমরা।' একটা সিগারেট ধরাল ও। 'বারটন যদি পানিতে পড়ে গিয়ে থাকে···ভেসে থাকতে পারে, হয়ত সাঁতরাচ্ছে। এ-ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে। তার মানে একেবারে যে আশা নেই তা নয়।'

হতভম্ব হয়ে বাবলার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন বায়রণ। বাবলার একটা কথাও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। বিশ্বাস করতে বাবলারও ইচ্ছে হচ্ছে না। বসকে নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এলো ও। পিছু পিছু এলো ডাক্তার। ফিরতি পথে মন্থর গতিতে ফিরে যাচ্ছে মাল্টা, দশ নটের বেশি নয় তার স্পীড। একটা ইঞ্জিন চালিত লাইফবোটে এরই মধ্যে লোকজন উঠে বসে আছে, ডেভিটের মাঝখানে ঝুলছে সেটা। বারটনকে দেখতে পেলেই থামবে জাহাজ, সাথে সাথে নামিয়ে দেয়া হবে লাইফবোট। দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী সার্চ লাইট দেখা যাচ্ছে ব্রিজের দুই ডানায়, জাহাজের সামনেটা আলোকিত করে

রেখেছে। বো-এর কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন নাবিক, পোর্টেবল সার্চলাইটের আলো ফেলে জাহাজের ঠিক নিচের পানিতে চোখ রেখেছে তারা।

অধীর উত্তজনায় কেটে গেল বিশটা মিনিট। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে বাবলার পাশ থেকে সরে গেলেন ক্রিস্টোফার বায়রণ। মই বেয়ে সোজা উঠে গেলেন ব্রিজে। স্টারবোর্ড উইঙে মাস্টারকে পেলেন তিনি। চোখে বায়নোকুলার নিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে। চোখ থেকে সেটা নামিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। তার পাশে এসে দাঁড়ালেন বায়রণ। ক্যাপ্টেন বললো, 'আপনার ভাইপো জাহাজে নেই, মিঃ বায়রণ।' রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'আটত্রিশ মিনিট আগে শেষবার দেখা গেছে তাকে। তখন যেখানে ছিলাম আমরা এখন ঠিক সেখানে চলে এসেছে জাহাজ। তিনি যদি বেঁচে থাকেন, এই পয়েন্টের পিছনে থাকতে পারেন না।'

'হয়ত ভেসে আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, এমন হতে পারে?'

'সম্ভাবনা নেই বললেই চলে,' বলল ক্যাপ্টেন। 'শান্ত সাগর, বাতাসও নেই। স্রোতও এতো বেশি নয় যে সুস্থ সমর্থ একজন মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। থাকলে ফেরার পথের আশপাশেই কোথাও থাকার কথা ছিল তার।' পাশে দাঁড়ানো একজন নাবিককে কি যেন বলল সে, দ্রুত ব্রিজের ভেতর চলে গেল লোকটা।

'এখন তাহলে কি হবে?'

'বড় একটা বৃত্ত রচনা করে ঘুরব আমরা,' বলল ক্যাপ্টেন। 'তারপর বৃত্তটাকে ক্রমশঃ ছোটো করে আনব। তবু যদি মিঃ বারটনকে পাওয়া না যায়, যেখানে বাঁক নিয়েছি সেখানে ফিরে যাবো ধীরে ধীরে।'

'তার মানে ওখানেই শেষ ?'

'দুঃখিত, স্যার,' ম্লান গলায় বলল ক্যাপ্টেন। 'ওখানেই শেষ।'

'তার মানে কোনো আশা নেই!' বিড় বিড় করে বললেন ক্রিস্টো-ফার বায়রণ।

মাথা নিচু করে নিরুত্তর থাকলো ক্যাপ্টেন।

বৃত্ত রচনা করে ঘুরে যেখানে বাঁক নিয়েছিল সেখানে ফিরে আসতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগল মাল্টার। লাইফবোটের ছায়ায় বাবলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লিলি। জাহাজের গতি আবার বাড়তে শুরু করতেই ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'সম্পূর্ণ আমার দোষ! ওর কথায় গুরুত্ব দিই নি আমি, দিলে এই সর্বনাশ হতো না...'

'বোকার মতো কথা বলো না!' বলল বাবলা। 'যা ঘটেছে তা কোনো ভাবেই রোধ করা যেতো না।'

'কিন্তু আমি যদি তোমাকে বা ডাক্তারকে ওর সন্দেহের কথাটা বলতাম...'

'কি লাভ হতো তাতে ?' বলল বাবলা। 'কিই বা করতে পারতাম আমরা ? থামো। কান্নাকাটি না করে মিঃ বায়রণকে সান্ত্বনা দেয়া উচিত তোমার। একমাত্র ভাইপো...সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন তিনি।'

'যাচ্ছি,' রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল লিলি। 'তুমি যাও, একটু পর আসছি আমি।'

'অসম্ভব! তোমাকে একা রেখে যাবো না কোথাও।'

অন্ধকারে অনুভব করল বাবলা, ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লিলি।

'তোমার কি ধারণা, কেউ...'

'একটা ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই,' বলল বাবলা, 'বারটনের মৃত্যু দুর্ঘটনা নয়। খবর নিয়ে জেনেছি, আমরা ডাইনিং সেলুন থেকে বিদায় নেবার পর পরই আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় সে। আমার দৃঢ় ধারণা, আমাদেরকে অনুসরণ করেনি সে। আমাদেরকে অনুসরণ করছিল অন্য কেউ, তাকেই অনুসরণ করছিল বারটন। তাকে অনুসরণ করে এমন কিছু আবিষ্কার করে সে যার ভয়ংকর তাৎপর্য আছে। ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে নিশ্চয়ই কারো মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে, তাই সে বারটনকে আহত করে। তারপর জাহাজের কিনারা থেকে তাকে ফেলে দেয় পানিতে। অজ্ঞান বা আহত করে কেউ যদি তোমাকে পানিতে ফেলে দেয়, কতোক্ষণ লাগবে তোমার মারা যেতে?'

'তার মানে...'

'এখন আর মানে খুঁজতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না,' বলল বাবলা। 'চলো, আমার সাথে যেতে হবে তোমাকে। একা কোথাও থাকা চলবে না তোমার।'

বোট-ডেকের ওপর দিয়ে আসার সময় পথে লোবাকের দেখা পেল ওরা। ওদেরকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করল বাবলা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোবাক, ঘুরল, তারপর নিঃশব্দে পিছু নিল ওদের।

অবশেষে মিঃ ক্রিস্টোফার বায়রণকে রেডিও রুমে খুঁজে পাওয়া গেল। বারটনের মা-বাবা আর আত্মীয়স্বজনকে মেসেজ পাঠাবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছেন তিনি। শান্ত এবং সুস্থির দেখাচ্ছে তাঁকে। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন হলো না, তিনিই বরং একটু সান্ত্বনা দিলেন লিলিকে। তাঁকে সেখানে কাজের মধ্যে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। লোবাক অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

'নওশাদ কোথায় ?' জানতে চাইল বাবলা।

'লাউঞ্জে। বিয়ার নিয়ে বসেছে।'

'কিছু যদি মনে না করো, লিলিকে ওর কেবিনে পৌঁছে দেবে তুমি ?'

'কেন ? আমাকে পৌঁছে দিতে হবে কেন ? আমি একাই তো···।'

লিলিকে কথা শেষ করতে দিল না লোবাক, তার একটা হাত ধরে বলল, 'বিপদের কথা কিছু বলা যায় না, আসুন।'

বাবলা বলল, 'আর শোনো, লিলি, কেবিনের দরজা বন্ধ করে তালা লাগাতে ভুলো না যেন। বিছানায় উঠতে কতোক্ষণ লাগবে তোমার ?'

'মিনিট বিশেক।'

'পনের মিনিটের মধ্যে আসছি আমি,' বলল বাবলা।

বাবলার গলার আওয়াজ পেয়ে দরজার তালা খুলে কবাট উন্মুক্ত করল লিলি। পিছনে নওশাদকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল বাবলা। লিলি দেখল, নওশাদের বগলের নিচে দুটো কম্বল। চোখাচোখি হতেই একগাল হাসল নওশাদ। প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে সাবধানে বসল একটা আর্মচেয়ারে, কম্বল দুটো রাখল হাঁটুর ওপর।

'নওশাদ তোমার সাথে থাকবে এই কেবিনে।'

তীব্র প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল লিলি। বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে, পরমুহূর্তে অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এদিক ওদিক, একটু হাসল, কিন্তু কিছুই বলল না। বিদায় নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল বাবলা।

হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা ঘুরিয়ে দিল নওশাদ, যাতে লিলির চোখে আলো না পড়ে। বিশাল থাবায় লিলির একটা হাত তুলে

নিল সে।

'ঘুমাও মেয়ে। আমি নওশাদ থাকতে কেউ তোমাকে ছুঁতে পারবে না।'

'কিন্তু আপনি ওই চেয়ারে বসে ঘুমাবেন কিভাবে? অবাক হয়ে বলল লিলি। 'উঁহু, পারবেন না।'

'পারব না নয়, ঘুমাব না। কাল ঘুমাব আমি।'

'কিন্তু দরজাটা যে বন্ধ করলেন না?' অবাক হয়ে জানতে চাইল লিলি।

'না,' সহাস্যে বলল নওশাদ। 'করিনি। দরকার নেই।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে অঘোর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল লিলি। নওশাদের উপস্থিতি একটা তাৎপর্য বহন করে, সন্দেহ নেই। সে-রাতে কেউ বিরক্ত করতে এলো না লিলিকে।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)